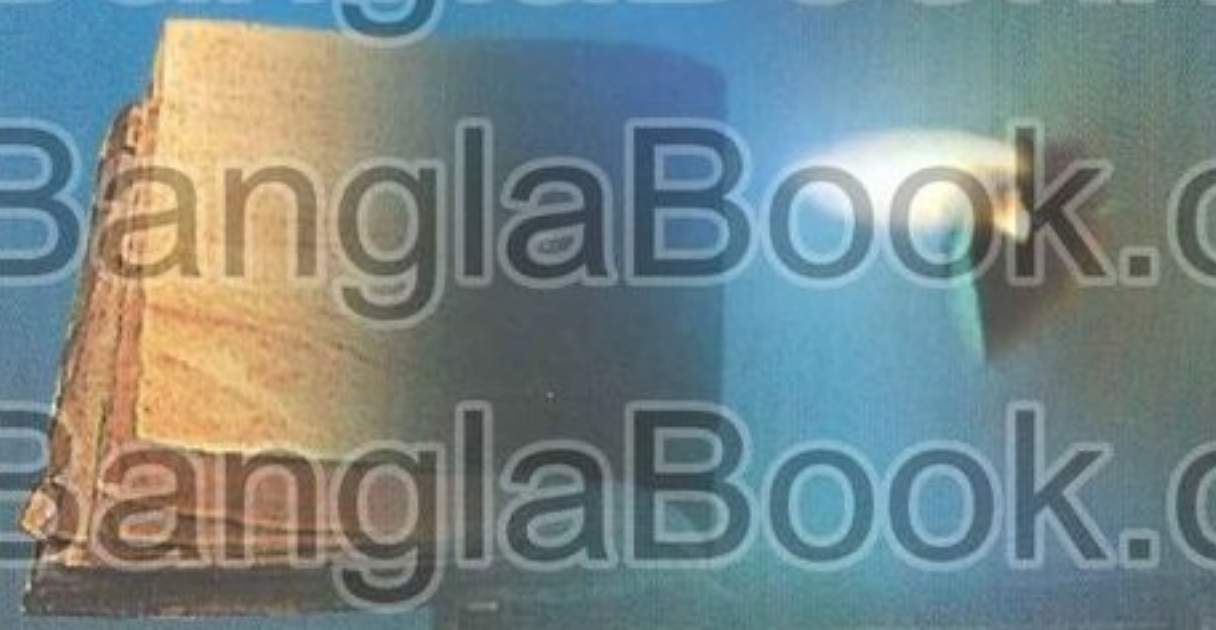
# প্রিয় ভয়ংকর

হুমায়ূন আহমেদ



www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# সূচিপত্র


উপন্যাস

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ / ৯

পোকা / ৬১

দি একসরসিস্ট / ১৪৯

আয়নাঘর / ২৫৫

আমি এবং আমরা / ৩২৫

দেবী / ৪০৯

পারুল এবং তিনটি কুকুর / ৪৯৫

---

গল্প

কুকুর / ৬০৭

ভয় / ৬১৬

শবযাত্রা / ৬৩৩

ছায়াসঙ্গী / ৬৪৬

আয়না / ৬৫৫

জ্বীন-কফিল / ৬৭৩

দ্বিতীয় জন / ৭০৮

সে / ৭১৮


The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG

*Nirjoy*

www.BanglaBook.org

কাজটা যত জটিল হবে ভেবেছিলাম ততটা জটিল হলো না।

কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই কাজ শেষ হলো। ঘড়িতে এখন বাজছে আটটা কুড়ি মিনিট। শুরু করেছিলাম আটটা পাঁচে। পনেরো মিনিট সময় লাগল। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে পনেরো মিনিটে মেরে ফেলা সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। কঠিন ব্যাপার। তবে রুবা নিজেই ব্যাপারটা আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছে।

আজ আমাদের একটা বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা ছিল। রুবার সাজগোজ শুরু হলো বিকেল থেকে। শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পছন্দ হয় না, আবার বদলায়। আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল কেমন দেখাচ্ছে। আমি প্রতিবারই বললাম– খুব সুন্দর লাগছে। আসলেই সুন্দর লাগছিল। শেষ পর্যন্ত বেগুনি রঙের একটা একটা শাড়ি তার পছন্দ হলো। সেই শাড়ি পরার পর দেখা গেল, চায়ের দাগের মতো কী একটা দাগ লেগে আছে। কিছুতেই সেই দাগ আড়াল করা যাচ্ছে না। সে ঠিক করল বিয়েতে যাবে না। রুবার মাথা ধরল তখন। শাড়িতে দাগ পাওয়া না গেলে মাথা ধরত না। আমাদের বিয়ে-শাড়িতে যাওয়া বাতিল হতো না। আমার কাজটা পিছিয়ে যেত।

রুবা মুখ শুকনো করে বসে রইল বারান্দায়।

আমি বললাম, দু'টা সিডাকসিন খেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। মাথাধরা সেরে যাবে। দু'টা সিডাকসিন একটা প্যারাসিটামল। সে বাধ্য-মেয়ের মতো তাই করল। ঘরে প্যারাসিটামল ছিল না। আমিই ডিসপেনসারি থেকে এনেছিলাম। সে ওষুধ খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি বললাম, মাথা টিপে দেব? সে বলল, দাও। আমি বসলাম তার মাথার পাশে। সে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। এখন আমার কাজ হচ্ছে বালিশটা মুখের উপর চেপে ধরা। এই কাজটা পায়ের দিকে বসে কখনো করতে নেই। সম্ভাবনা শতকরা একশ' ভাগ, জীবন বাঁচানোর জন্যে শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড লাথি বসাবে। কাজেই বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরার আগে বসার জায়গাটা ঠিক করে রাখতে হবে। সবচে' ভালো হয় কাজটা যদি দাঁড়িয়ে করা যায়। দাঁড়িয়ে থেকে যতটা চাপ মুখের উপর দেয়া যাবে বসে থেকে ততটা দেয়া যাবে না। তারপরেও সম্ভাবনা থাকে যে 'ভিকটিম' হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। একবার যদি কোনোক্রমে নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই সর্বনাশ। বুদ্ধিমানরা সে-দিকটা খেয়াল রেখে অন্য ব্যবস্থাও হাতের কাছে রাখেন, যাকে বলে ব্যাকআপ সিস্টেম। আমিও রেখেছিলাম। তার প্রয়োজন পড়ে নি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঐ তো রুবা আড়াআড়িভাবে বিছানায় পড়ে আছে। চোখ খোলা, যে কেউ দেখলে ভাববে শুয়ে আছে। আজ তার পা এত বেশি ফর্সা লাগছে কেন? টিউব লাইটের জন্যে? নাকি মৃত্যুর পর পর মানুষ ফর্সা হতে শুরু করে? এ ব্যাপারটা আমার জানা নেই। তবে মৃত্যুর পর পর রিগোরাস মর্টিস বলে একটা ব্যাপার হয়, শরীরের মাংসপেশি শক্ত হতে শুরু করে। সেটাও এত চট করে হবে না। সময় লাগবে।

আমি উঠে গিয়ে ওর শাড়ি ঠিক করে দিলাম। মাথার নিচে বালিশ দিয়ে গায়ে চাদর টেনে দিলাম। একটা হাত কোলবালিশের উপর দিয়ে দিলাম। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে ভাববে, ঘুমুচ্ছে। তবে তার শোয়াটা ঠিক হয় নি। 'সরোজিনি শুয়ে আছে জানি না সে শুয়ে আছে কিনা।' কার কবিতা যেন এটা? যারই হোক, এখন কবিতার সময় নয়। কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি। এটা কার, সুকান্তের?

আমি বিছানায় বসলাম। মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো লাগছে বলেই কবিতার লাইন মনে আসছে না। একটু বোধহয় রেস্ট দরকার। কাবার্ডে ব্রান্ডির একটা বোতল আছে। আমার না, রুবার। তার শরীর খুব খারাপ করল, তখন ডাক্তার তাকে খেতে দিল। তারপর কার কাছে যেন শুনল ব্রান্ডি হচ্ছে কড়া ধরনের মদ– ব্যস, খাওয়া বন্ধ। বোতলের পুরোটাই আছে, খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে এলোমেলো ভাব কাটবে। আমি কাবার্ডের দিকে যেতে গিয়েও গেলাম না। এলকোহল যা করবে তা হলো সাময়িক কিছু শক্তি। তারপরই আসবে অবসাদ। I can not take any chance. কোনো চান্স নেয়া যাবে না। এখনো প্রচুর কাজ বাকি আছে।

একটা মানুষ মারা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার না। ডেডবডি গতি করাই হচ্ছে সবচে' জটিল কাজ। তবে সব ব্যবস্থা করা আছে। আমি হুট করে কিছু করি না, যা করি ভেবে-চিন্তে করি। রুবাকে কী করে মারব তা নিয়ে আমি খুব কম হলেও এক মাস ভেবেছি। তার ডেডবডি কী করে সরাব তা নিয়ে ভেবেছি প্রায় এক বছর। অধিকাংশ খুনী ধরা পড়ে ডেডবডি সরাতে গিয়ে। খুনের পরে-পরেই এক ধরনের ল্যাথার্জি এসে যায়। নার্ভ ফেল করে। তখন খুব তাড়া-হুড়া করতে ইচ্ছা করে। স্বামী হয়তো স্ত্রীকে গলা টিপে মারল– মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চায়, ফাঁস নিয়ে মরেছে। ডেডবডি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল, কিন্তু দড়ির গিঁটটা দিল ঘাড়ের দিকে। সে ভুলে গেছে একজন মানুষ ফাঁস নেবার সময় দড়ির গিঁট ঘারের কাছে দেবে না। হাত পেছন দিকে নিয়ে গিঁট দেয়া খুব মুশকিল। সত্যিকার ফাঁসির আসামির গিঁট থাকবে সামানের দিকে।

অনেকে আবার খুন করার পর ডেডবডির মুখে খানিকটা বিষ ঢেলে দেয়। হাতের কাছে যা পায় তাই। ইঁদুর-মারা বিষ র‍্যাটম, তেলাপোকা মারার বিষ



Nirjoy

www.BanglaBook.org

রোচকিলার। এরা একটা জিনিস জানে না যে সুরতহালের সময় মুখে কী বিষ আছে তা দেখা হয় না। ভিসেরার বিষ পরীক্ষা করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক ভাতো করে শেষে ফেঁসে যায়। যাকে বলে তীরে এসে তরী ডুবা। আমার সেই ভয় নেই। আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মেথডিকাল। একাউন্টেন্টরা সাধারণত মেথডিকাল হয়ে থাকে।

আমি সিগারেট খাই না কিন্তু আজকের দিনের জন্য একটা সিগারেট কিনে রেখেছিলাম। বেনসন এন্ড হেজেস। সিগারেট ধরালাম। না, হাত কাঁপছে না। হাত স্থির আছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। ফ্রিজ খুলে হিম-শীতল এক গ্লাস পানি খেলাম। যদিও ঠাণ্ডা-পানি খাওয়া আমার জন্যে নিষিদ্ধ। আমার টনসিলাইটিসের সমস্যা আছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলেই গলা খুস-খুস করতে থাকে। প্রথমে খুস-খুস, তারপর কাশি। কয়েক দিন কাশি হবার পর গলা বসে যায়। কথা বলতে হয় হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায়।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা, এই টেলিফোন আমার জন্যে বাজছে না। আমাকে কেউ টেলিফোন করে না। আমিও করি না। নিশ্চয়ই রুবার টেলিফোন। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কত তা সে নিজেও বোধহয় জানে না। এরা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সব সময় টেলিফোন করছে। এর মধ্যে একজন আছে যে রাত বারটার পর টেলিফোন করে। মিতা কিংবা রীতা বোদহয় নাম। ঐ মেয়েটা চাকর-বাকরের সমস্যা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে না এবং রুবা এমন আগ্রহ নিয়ে শুনে যে মনে হয় কোনো ঐশীবাণী শুনছে।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। আমি উঠে টেলিফোন ধরলাম। হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে বলল, রুবা ভাবিকে একটু দিন তো। সে বুঝল কী করে যে রুবা টেলিফোন ধরে নি, আমি ধরেছি? টেলিফোনের ব্যাপারে ওদের সিক্সথ সেন্স সম্ভবত খুব প্রবল। অল্প বয়েসী মেয়ের গলা। আমার সঙ্গে আগে কখনো কথা হয় নি। আমি অনায়াসে বলতে পারতাম রং নাম্বার। সেটা বললে ভুল করা হতো। কারণ ঐ মেয়ে আবার টেলিফোন করত। মেয়েদের ধৈর্য সীমাহীন। একই নাম্বারে এক লক্ষবার টেলিফোন করেও তারা ক্লান্ত হয় না।

হ্যালো, রুবা ভাবি কি বাসায় নেই?

আছে, বাসায় আছে।

উনাকে কাইন্ডলি একটু ডেকে দিন। বলুন লীনা টেলিফোন করেছে।

ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওর শরীরটা খারাপ। মাথা ধরেছিল। একটা প্যারাসিটামল আর দু'টা সিডাকসিন খেয়ে শুয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

উনার সঙ্গে খুব দরকার ছিল।

খুব দরকার থাকলে ডেকে দেই? অবশ্যি এইমাত্র ঘুমিয়েছে, ডাকলে রেগে যেতে পারে। ডাকব?

না থাক।

জরুরি কিছু থাকলে আমাকে বললে আমি ওকে বলতে পারি।

আপনি কি মিজান ভাই?

হ্যাঁ।

স্লামালিকুম মিজান ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমি বেনুর ছোটবোন। আমার নাম লীনা।

ও আচ্ছা লীনা।

আমি কিছুই চিনলাম না। তবু আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, জরুরি খবরটা কী এখন শুনি। অবশ্যি আমাকে যদি বলা যায়।

রুবা ভাবির জন্যে দু'টা কাজের মেয়ে জোগাড় করে ফেলেছি।

বলো কী? এক সঙ্গে দু'টা?

মিরাকল বলতে পারেন। দু'টা মেয়েই ভালো। একজন মিডল এজ, ধরুন, থার্টি ফাইভ হবে; আরেকটা বাচ্চা মেয়ে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে। ভালনারেবল এজ। এই বয়েসের মেয়েরাই নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে মেয়েটা খুব কাজের। নাম রেশমা। ওর লাইফে একটা খারাপ ইনসিডেন্ট আছে। সেটা আপনাকে বলা সম্ভব না। রুবা ভাবিকে বলব। আপনি উনার কাছ থেকে শুনে নেবেন...

আমি টেলিফোন কানে ধরে বসে আছি। লীনা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই। আশ্চর্য কাণ্ড!

টেলিফোনে কথা বলার বিশ্রী রোগ কোনো-কোনো মেয়ের থাকে। এরও নিশ্চয়ই আছে। সহজে টেলিফোন ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

হ্যালো, মিজান ভাই?

শুনছি।

রুবা আপাকে মেয়ে দু'টার কথা বলবেন।

অবশ্যই বলব। ঘুম ভাঙলেই বলব। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে তো, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে বলে আমার ধারণা।

ঘুম ভাঙলে আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন। যত রাতই হোক।

আচ্ছা আমি বলব।

আর রুবা ভাবিকে বলবেন সে যেন ঘুমের ওষুধ-টষুধ কম খায়।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললে কি আর শুনবে! তবু বলব।

মিজান ভাই, আপনি ঘুমুতে যান কখন?

আমার দেরি হয়। বারটা সাড়ে বারটা বেজে যায়।

সাড়ে বারটা কোনো রাত হলো? আমি ঘুমুতে যাই কখন জানেন? কোনো দিনও দু'টার আগে না। গতকাল ঘুমুতে গেছি রাত তিনটায়। আমার ইনসমনিয়া আছে তো, প্রায়ই ঘুম আসে না। অনেক্ষণ আপনার সঙ্গে বকবক করলাম। আপনি রাগ করেন নি তো?

না। আমি রাগ করতে পারি না।

রাখি মিজান ভাই?

আচ্ছা।

রুবা ভাবিকে আপনি কিন্তু মনে করে বলবেন। ভুলে যাবেন না আবার।

ভুলব না।

খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ লীনা। Sweet Dreams.

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। কাঁটায়-কাঁটায় এগারো মিনিট কথা বলেছি। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। সহজভাবে কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে। বুঝতে পারছি, আমার স্নায়ু ঠিক আছে। ১৯-এর ঘরের নামতা কি বলতে পারব? ১৯ একে ১৯, ১৯ দুকুনে ৩৮, তিন ১৯-এ ৫৭, সাতান্ন না আটান্ন? বাথরুমে যাওয়া দরকার। আমার যে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে এটা এতক্ষণ বুঝি নি। এখন বুঝতে পারছি। যে কোনো বড় কাজ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মাংসপেশি খানিকটা শিথিল হয়ে যায়। তখন প্রচণ্ড বাথরুম পায়।

জ্যাক দি রিপারের কাহিনীতে পড়েছি– সে এক-একটা খুন করত। খুন শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ফেলত। প্যান্টের জিপার খোলারও সময় পেত না।

আমি বাথরুমে ঢুকলাম। সুন্দর বাথরুম, ঝকঝক তকতক করছে। রুবার বাথরুম গোছানো রোগ আছে। তার বাথরুম থাকতে হবে ঝকঝকে। বাথরুমের মেঝে ভেজা থাকলে চলবে না। মেঝে থাকবে খটখটে শুকনো। গোসলের পানি যা পড়বে তা পড়তে হবে বাথ ট্রেতে। বাথ ট্রের বাইরে এক ফোঁটা পানিও পড়তে পারবে না।

বাথরুমের বাতি জ্বালালাম। আয়নায় একটা নোটিশ ঝুলছে–

ছোট বাথরুম করার আগে দয়া করে
কমোডের ঢাকনা তুলে রাখবেন।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি তাই করলাম। রুবা বেঁচে নেই তাতে কী হয়েছে! ওর কথা শুনতে আপত্তি কী? তিন ১৯-এ কত? ৫৭ না ৫৮? তিন নয় সাতাশের সাত। হাতে রইল দুই। তিন একে তিন আর দুই পাঁচ...।

মাথা থেকে নামতা ঝেড়ে ফেললাম। বাতি নিভিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। এখন আমার যা দরকার তা হলো গরম এক কাপ কফি। কফি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে শ্বশুরবাড়িতে একটা টেলিফোন করতে হবে। চিন্তিত গলায় বলতে হবে– রুবা কি আপনাদের ওখানে গেছে? ও বাড়ির কেউ তেমন চিন্তিত হবে না। কারণ রুবা প্রতি মাসে কয়েকবার রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে যায়। কখনো তার মার কাছে গিয়ে থাকে, কখনো তার বোনের বাসায় গিয়ে উঠে। মাঝে-মাঝে চলে যায় তার বন্ধু-বান্ধবদের বাসায়।

কফির জন্যে পানি গরম করতে দিলাম। আমাদের রান্নাঘরও বাথরুমের মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এক কণা ধূলি নেই, তেলের ছোপ নেই। কিচেন ক্যাবিনেটে সুন্দর করে থরে থরে বোতল সাজানো। প্রতিটি বোতলের গায়ে আবার লেবেল লাগানো– চিনি, লবণ, হলুদ, মরিচ, গরম মশল্লা...। রুবা খুব গোছানো মেয়ে ছিল, এটা স্বীকার করতেই হবে। গত একমাস হবে আমাদের কোনো কাজের লোক নেই, এতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না। বরং লাভ হয়ে গেল আমার। কাজের লোক থাকলে হত্যা পরিকল্পনা রদবদল করতে হতো। তাকে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে হতো বা এ-রকম কিছু করতে হতো। অবশ্যি এতে তেমন ঝামেলা কিছু হতো না। পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা। যে কারণে ফ্লাট বাড়ি ছেড়ে আলাদা একতলা বাড়ি নিলাম। ফ্লাট বাড়ি থেকে একটা ডেডবডি বের করে নেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর এখানে কোনো ব্যাপারই না। গাড়ি-বারান্দার বাতি নেভানো থাকবে। গাড়ির দরজা থাকবে খোলা। আমি রুবাকে বড় একটা চাদরে মুড়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে দেব।

পানি ফুটছে। কফির ঝামেলায় গেলাম না। আমি কফি ঠিকমতো বানাতে পারি না। তেতো হয়ে যায়। এই মুহূর্তে তেতো কফি খেতে ভালো লাগবে না। এরচে' চা বানানো সহজ। একটা টি-ব্যাগ ফেলে দেয়া। চায়ের কাপ হাতে নিয়েই আমি টেলিফোন করতে গেলাম। আমার শাশুড়ি টেলিফোন ধরলেন।

আমি বললাম, মা, কেমন আছেন?

তিনি বললেন, ভালো আছি বাবা।

আপনার পিঠের ব্যথা কমেছে?

ব্যথাটা কমেছে, অবশ্যি জ্বর এখনো আছে।

মা, খাওয়া-দাওয়া কী করছেন?

দুপুরে কিছু খাই নি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছু একটা খাওয়া তো দরকার মা– উপোস করা ঠিক না।

কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।

আপনার খোঁজ নেয়ার জন্যেই টেলিফোন করলাম মা।

তা তো বাবা করবেই। আমার খোঁজ-খবর যা করার তা তো তুমিই কর। তুমি যা কর কোনো মায়ের পেটের সন্তান তা করে না।

ছি-ছি মা, আমি আবার কী করলাম?

সেই কবে কথায় কথায় খেজুর গুড়ের সন্দেশের কথা বলেছিলাম। তুমি ঠিকই মনে রেখেছ। এক গাদা সন্দেশ পাঠিয়েছ। তা বাবা, সন্দেশ খাওয়ার বয়স কি এখন আছে?

ঐসব কথা বাদ দিন তো মা?

আচ্ছা বাবা, যাও বাদ দিলাম। রুবা কেমন আছে? ওর কি দিনে একবার মাকে টেলিফোন করতেও ভালো লাগে না?

ও সব সময় বলে আপনার কথা।

থাক বাবা। থাক। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার দরকার নেই। আমার নিজের পেটেরই তো মেয়ে। আমি জানি না ওরা কেমন?

ইয়ে মা, রুবা আপনার ওখানে যায় নি? আমি ভাবছিলাম...

ও কি আবার রাগ করে চলে গেছে?

জি।

তুমি ওকে কিছু বলো না কেন? তুমি কিছুই বলো না। এতে সে আরো লাই পেয়ে গেছে। বাবা তুমি শক্ত হও।

আমি হাসলাম। আমার শাশুড়ি এতে রেগে গেলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, হাসছ কেন? হাসব না। আমি আমার মেয়েদের নাড়ি নক্ষত্র চিনি। এরা জানে শুধু যন্ত্রণা দিতে। তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে...

বাদ দিন মা।

কিছু একটা হলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এসব কী? বেশি স্বাধীনতা ভালো না। তুমি স্বাধীনতা বেশি দিয়ে ফেলেছ?

থাক মা, আপনি এটা নিয়ে ওকে কিছু বলতে যাবেন না। ও যদি টেলিফোন করে তাহলে বলবেন, ঘরের আলমিরার চাবি নিয়ে গেছে, আমি কাপড়-চোপড় বের করতে পারছি না। অরুণের বিয়েতে যাবার কথা। মনে হচ্ছে অফিসের কাপড় পরেই যেতে হবে। যেতে অবশ্যি ইচ্ছা করছে না...

না, না, তুমি যাও। অরুণ আমাদেরকেও কার্ড দিয়ে গেছে। আমি পিঠে ব্যথা নিয়ে যাই কীভাবে? তোমার শ্বশুর সাহেবকে যেতে বলছি, দেখি যায় কি-না। রুবার ব্যবহারে তুমি কিছু মনে করো না বাবা। তুমি বিয়েতে যাও। তোমার এতদিনের বন্ধু, না গেলে মনে কষ্ট পাবে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আচ্ছা মা, আপনি যখন বলছেন যাব। সমস্যা হচ্ছে গিফট যেটা কিনেছিলাম সেটাও রুবা আলমিরায় ঢুকিয়ে রেখেছে। ভুল করে রেখেছে বোধহয়।

মোটেই ভুল করে রাখে নি। এই কাজটা সে ইচ্ছা করেই করেছে। তোমাকে সমস্যায় ফেলা, আর কিছু না। বাবা, তুমি দেরি করো না, চলে যাও?

আমি টেলিফোন নামিয়ে আবার শোবার ঘরে এলাম। রুবা শুয়ে আছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে বলেই কিছু কিছু চুল উড়ছে। সবই স্বাভাবিক। শুধু মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিহ্বার খানিকটা অংশ বের হয়ে আছে। মৃত্যুর পরপর মানুষের জিহ্বা কি খানিকটা লম্বা হয়ে যায়? রুবার শাড়ির আঁচলে একটা তেলাপোকা বসে আছে। এরা কি টের পেয়ে গেছে? বুঝে গেছে যে এই মেয়েটা বেঁচে নেই? তেলাপোকা যখন খবর পেয়েছে তখন পিঁপড়ারাও খবর পাবে। সারি বেঁধে আসতে শুরু করবে। নাকের ফুটো, কানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। খানিকটা মর্টিন ছড়িয়ে দিলে হয়।

এ-বাসায় মর্টিন, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার সবই আছে, শুধু খুঁজে বের করাই হলো সমস্যা।

ওয়াশ বেসিনের নিচেই এরোসল পাওয়া গেল। একগাদা এরোসল স্প্রে করলাম রুবার গায়ে। তেলাপোকাটা বিস্মিত হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। শুঁড় নাড়ছে।

আমি আয়নার সামনে চলে গেলাম। বিয়েতে যেতে হবে। প্রতিটি কাজকর্ম খুব স্বাভাবিকভাবে করতে হবে। কেউ যেন কিছুই সন্দেহ করতে না পারে। আয়নায় নিজের চেহারায় আমি তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। একটু ক্লান্ত ভাব আছে, এর বেশি কিছু না। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা খুন করেছি।

ঘর থেকে বের হবার আগে রুবাকে পাশ ফিরিয়ে দিলাম। হাঁ করা মুখ দেখতে ভালো লাগছে না। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা হয় কী করে? ঘরের যে তাপ সেই তাপই তো থাকার কথা। এর চেয়ে ঠাণ্ডা হবার তো কথা না। হাত-পাও শক্ত হয়ে গেছে। রিগরাস মর্টিস শুরু হয়েছে। দাওয়াত থেকে ফিরে এসে ডেডবডি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করব সব ঠিক করা আছে। কোনো সমস্যা হবে না।

বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হলাম। বাইরে তালা লাগিয়ে দিলাম। ঘড়িতে এখন বাজছে ন'টা। নভেম্বর মাসের শেষ, শীত লাগছে। গরম কাপড় আনা উচিত ছিল। দিনের বেলা বেশ গরম ছিল। বাংলাদেশের আবহাওয়া কী হচ্ছে



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কে জানে? ওজোন লেয়ারের গণ্ডগোলে সব মনে হয় ওলট-পালট হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে শীতকালে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমকালে শীতে লোকজন ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

অরুণের বিয়ে হচ্ছে সোহাগ কম্যুনিটি সেন্টারে। অরুণ হলো আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। বন্ধু বললে বাড়িয়ে বলা হয়– স্কুলে আমি ওর সঙ্গে পড়েছি। অরুণের ধারণা, আমি ওর জন্যে খুব ব্যস্ত এবং আমাদের বন্ধুত্ব আরসিসি কনক্রিটের মতো। সে ক'দিন পরপরই অফিসে টেলিফোন করে আন্তরিক ধরনের একটা স্বর বের করে বলে– দোস্ত তোর কোনো খোঁজ নাই, খবর নাই। ব্যাপারটা কী?

বাসায় যখন-তখন আসে, ভাবি ভাবি বলে সরাসরি বেডরুমে ঢুকে যায়। তার বোধহয় ধারণা, আন্তরিকতা দেখানোর প্রধান শর্ত হলো বেডরুমের বিছানায় পা এলিয়ে বসে গল্প।

অরুণের ওস্তাদি ধরনের আলাপ আমার সব সময় অসহ্য বোধ হয়। উপায় নেই বলেই সহ্য করে নেই। অরুণটা গাধা ধরনের, আমি যে তাকে দু'চোখে দেখতে পারি না– এটা সে জানে না।

কম্যুনিটি সেন্টারে পৌঁছে দেখি, দু'টা ব্যাচের খাওয়া হয়ে গেছে। তারপরেও লোকজন যা আছে, মনে হচ্ছে আরো চার-পাঁচ ব্যাচ খাবে। অরুণ আমাকে বলল, তুই গাধার মতো এত দেরি করলি? আশ্চর্য, সামান্য সেন্সও তোর নেই? ছাগল কোথাকার! বউ আসে নি?

আমি কিছু বললাম না, হাসলাম। অরুণ বলল, আবার ঝগড়া? আমার বিয়ের দিনটায় বেছে-বেছে জগড়া করলি?

মাফ করে দে।

যা, খেতে বোস। তোর শ্বশুর এসেছেন, তোকে খুঁজছেন।

কেন?

কে জানে কেন। তুই খেতে বোস। সবাই যে হারে খাচ্ছে খাওয়া শর্ট পড়ে যাবে। দেরি করলে কিছুই পাবি না। ভিডিও হচ্ছে বুঝলি। মনে করে তোর ভাবির সঙ্গে ছবি তুলিস। একটা রেকর্ড থাকুক।

আমি খেতে বসে গেলাম। এতটা খিদে লেগেছে নিজেও বুঝি নি। রান্না ভালো হয়েছে। অনেকেই দেখি চেয়ে-চেয়ে ডাবল রোস্ট নিচ্ছে। আমিও নিলাম। পোলাও বোধহয় নতুন করে রান্না হয়েছে। আগুন গরম। খাসির রেজালা থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে।

এই যে মিজান!



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে দেখি আমার শ্বশুর সাহেব। আমার শ্বশুর সাহেব বিয়ে করার পর চক্রবৃদ্ধি হারে বুড়ো হতে শুরু করেছেন। রোজ অনেকখানি করে বুড়ো হন। বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনি একটা কালো আচকান পরেছেন। সম্ভবত এই জিনিস যৌবনকালে বানিয়েছেন। আচকানও তাঁর মতো বুড়ো হয়েছে। বেচারাকে দেখাচ্ছে সার্কাসের লোম ওঠা ভালুকের মতো। আমি তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। উনি হৈ হৈ করে উঠলেন, দাঁড়াচ্ছ কেন? বোস বোস। রুবা বাসায় আছে– এই খবরটা তোমাকে জানাতে বলল তোমার শাশুড়ি।

কে বাসায় ফিরেছে?

রুবা।

ও।

তোমার শাশুড়ি তোমার বাসায় টেলিফোন করেছিল। সে ধরল। সে নাকি বাসাতেই ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল। তুমি তাকে রেখে চলে এসেছে, এই নিয়ে মন খারাপ করেছে।

আমি বুড়োর দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাধাটা এইসব কী বলছে? বুড়ো ভালুকের মাথায় নাট-বল্টু কি খুলে পড়ে গেছে? কোথায় না কোথায় রং নাম্বার করছে... আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি হাত ধুচ্ছি, অরুণ ছুটে এসে বলল, ব্যাপার কিরে, খাওয়া শেষ?

হুঁ।

খাওয়া কেমন হয়েছে?

ভালো। খুব ভালো।

পোলাও শর্ট পড়ে গিয়েছিল। নতুন করে রাঁধতে হলো। অন্য মানুষদের বিয়েতে গোশত শর্ট পড়ে, রোস্ট থাকে না, রেজালা থাকে না– আমার বেলায় শর্ট পড়ল পোলাও। হাউ স্ট্রেঞ্জ।

দোস্ত যাই।

যাই মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই যাই? তোর ভাবির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না।

যা, দেখা কর। ভিডিও-ওয়ালাকে বলে দিচ্ছি, ভিডিও করবে।

বাসায় যাওয়া দরকার, রুবার জন্যে চিন্তা লাগছে।

খামাখা চিন্তা করবি না। আয় তো আমার সঙ্গে, তোর ভাবির সাথে আলাপ করিয়ে দেই।

আজকালকার বৌরা আগের দিনের মতো না, জবুথবু হয়ে লম্বা গোমটা টেনে বসে থাকে না। এরা হড়বড় করে কথা বলে, বিনা কারণেই হিস্টিরিয়া



Nirjoy

www.BanglaBook.org

রোগীর মতো হাসে। অরুণের বৌয়ের হাসি শোনার সময় এখন নেই। আমাকে বাসায় যেতে হবে। এমনভাবে যেতে হবে যেন কারো চোখে কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ে।

বাসায় ফিরলাম রাত দশটায়। আশ্চর্য কাণ্ড! শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে। এর মানে কী? আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। ধ্বক করে বুকে একটা ধাক্কা লাগল। চাবি হাতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ঘরের ভেতর চটি পায়ে কেউ একজন হাঁটছে। নিশ্চয়ই মনের ভুল। বাতিটাও কি মনের ভুল? হয়তো আমি ভুল করে বাতি জ্বালিয়েই এসেছি। পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়। বোঝাই যাচ্ছে আমার স্নায়ু উত্তেজিত। মাথায় হয়তো রক্ত উঠে গেছে। আমার শ্বশুর সাহেবই-বা এটা কী বললেন? সব কিছুর একটা লজিকেল এক্সপ্লানেশন থাকে। এরও নিশ্চয়ই আছে।

আমি দরজা না খুলে রাস্তার দিকে রওনা হলাম। মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে। এক কাপ চা খাব। একটা সিগারেট খাব। পানও খাওয়া যেতে পারে। এই ফাঁকে চিন্তা করে বের করব– হচ্ছেটা কী? ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। ছয়-এর সঙ্গে এক যোগ করলে তবেই সাত হয়– আপনা-আপনি সাত হয় না।

চা খেতে-খেতে আমি ব্যাপারটা কী ঘটেছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সিনারিও তৈরি করলাম।

আমার শাশুড়ি পিঠের ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তাঁর হাতের কাছেই টেলিফোন। তিনি পিঠের ব্যথার জন্য কড়া ধরনের সিডেটিভ খান। কাজেই তাঁর আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থা। এই অবস্থায় টেলিফোন বাজল। তিনি টেলিফোন ধরার জন্য হাত বাড়ালেন এবং টেলিফোন ধরার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রুবার সঙ্গে কথাবার্তার অংশটি তিনি স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটা তার অবতেচন মন তাঁকে দেখাল। স্বপ্ন ভাঙার পর স্বপ্নটাকেই তাঁর সত্যি মনে হতে লাগল। আমার শ্বশুর সাহেব তখন বেরুচ্ছেন। তাঁকে তিনি রুবার কথাটা বলে দিলেন। সত্যি ভেবেই বললেন। এই হচ্ছে ব্যাপার।

একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেছে, এতেই আনন্দিত বোধ করছি। নিশ্চিন্ত বোধ করছি। একটা ব্যাখ্যা যখন দাঁড় করানো গেছে, আরো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দাঁড় করানো যাবে।

আমি পান মুখে দিয়ে ফিরে এলাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। কেন জানি ইচ্ছা করল দরজাটা খোলা রাখতে। পর মুহূর্তে মনে হলো, এত বড় বোকামি কখনোই করা ঠিক হবে না। দরজার দু'টা ছিটকিনিই বন্ধ করলাম। ডেডবডি



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সরাবার কাজ এখন শুরু করতে হবে। আমি শোবার ঘরে ঢুকলাম। রুবা ঠিক আগের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। শুধুই একটা আজে-বাজে ধরনের ভয়ে এতক্ষণ কুঁকড়ে ছিলাম।

ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছি বলেই বোধহয় ঘরটা গুমট হয়ে আছে। ফ্যান ছাড়লাম। বাতাসে রুবার মাথার চুল উড়ছে। সেই চুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়াবহ ধরনের চমক খেলাম। রুবা তো এভাবে শুয়ে ছিল না। আমি তার মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে পাশ ফিরল কীভাবে? তার চোখও খোলা। চোখ তো বন্ধ ছিল। চোখ খোলা হলেও এই চোখ জীবিত মানুষের নয়। চোখে পলক পড়ছে না। রুবা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। না না, মেঝের দিকে না। সে তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু আগেই তো দেখেছি মোঝের দিকে তাকিয়েছিল। Something is wrong. Something is very very very wrong. গরম লাগছে। আমার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে। আমি কি ভয় পাচ্ছি? মানুষের ভয় পাওয়ার একটা শেষ সীমা আছে। আমি কি সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছি?

'হে মানব সন্তান।
তুমি সীমা অতিক্রম করিও না।
সীমা অতিক্রমকারীকে আমি পছন্দ করি না।'

এইগুলি কার কথা? কোরান শরীফের? কোন সূরায় আছে?

নিঃশ্বাস ফেলার মতো শব্দ হলো। কে নিঃশ্বাস ফেলল? রুবা ? মৃত মানুষ কখনোই নিঃশ্বাস ফেলে না। আমি যা শুনছি তা আমার নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ। কিংবা বাতাসের শব্দ। কিংবা...। আমি নিজের অজান্তেই ডাকলাম, রুবা!

সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন বলল, উঁ।

না না, রুবা এটা বলতেই পারে না। ঐ তো তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। জিহ্বা খানিকটা বের হয়ে আছে। পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে আছে। মৃত মানুষ কথা বলে না। বাতাসের শব্দই আমার কাছে উঁ ধ্বনির মতো মনে হয়েছে। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমাকে যা করতে হবে তা হলো– এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে। স্নায়ু ঠাণ্ডা করতে হবে। কাবার্ডে ব্রান্ডি আছে। সামান্য ব্রান্ডি খাব, তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলব। আমার মস্তিষ্ক মনে হয় অক্সিজেন কম পাচ্ছে। অক্সিজেন কম পেলে মানুষ হেলুসিনেশন দেখতে শুরু করে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘর থেকে বেরুবার আগে আকেরবার ভালোমতো রুবার দিকে তাকালাম। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম। প্রচুর অক্সিজেন নিতে হবে। ব্রেইনের যেন অক্সিজেনের অভাব না হয়।

আমি বসার ঘরের দিকে রওনা হতেই স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন পাশ ফিরল। খাট মট মট করে উঠল। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও যেন হলো।

কেউ কি থুথু ফেলেছে? একটু থু শব্দ যেন শুনলাম।

আমি বসার ঘরে চলে এলাম। চায়ের কাপের আধকাপ ব্রান্ডি একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিলাম। তীব্র, ঝাঁঝালো স্বাদ! মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পুড়িয়ে তরল আগুন নিচের দিকে নামছে। ভয়টা কমে গেছে। জিনিসটা আরো আগেই খাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি, এখন যদি শোবার ঘরে যাই, দেখব, সব স্বাভাবিক। রুবার মুখ দেয়ালের দিকে ফেরানো, চোখ বন্ধ। বাথরুমে ঢুকে মাথায় পানি ঢাললাম। কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল। আমার টনসিলাইটিসের সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে বিশ্রী ব্যাপার হবে।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন বাজছে শোবার ঘর থেকে। এর মানে কী? টেলিফোন বসার ঘরে ছিল। তার টেনে শোবার ঘরে কে নিয়ে গেছে? না না এত অস্থির হবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই আমিই কোনো এক সময় টেলিফোন শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু বড় উত্তেজনার মধ্যে আছি– কিছুই মনে মনে থাকছে না।

আমি টেলিফোন ধরলাম।

একবারও খাটের দিকে তাকালাম না। দরকার কী? টেলিফোন আসায় ভালো হয়েছে– মন কিছুটা হলেও কেন্দ্রীভূত হবে।

হ্যালো!

কে, মিজান ভাই? আমি লীনা– রুবা আপার ঘুম ভেঙেছে?

উঁ।

কী বললেন বুঝতে পারি নি।

একবার ভেঙেছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আপনি কি কাজের মেয়ে দু'টির কথা তাঁকে বলেছেন?

হ্যাঁ।

আপা কী বলল?

কিছু বলে নি। কথা শুনেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুই বলে নি?

না।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনাদের মধ্যে ঝগড়া চলছে না তো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রুবা আপা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে।

ভান-টান না। গভীর ঘুম।

হ্যালো মিজান ভাই। আমার ধারণা, আপনাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়েছে। বলুন তো ঠিক বলছি কি না?

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। অনেকক্ষণ ধরে যে বড় ধরনের বোকামি করছি তা ধরা পড়ল। কেন আমি বোকার মতো বলছি– রুবা ঘুমিয়ে আছে? আমার বলা উচিত, রুবা বাসায় নেই। পুলিশী ঝামেলা হতে পারে। পুলিশ আর কিছু পারুক না পারুক– দুনিয়ার মানুষকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। লীনাকে খুঁজে বের করে তারা বলবে– আপনার নাম লীনা?

লীনা ভয়ে আধমরা হয়ে বলবে– জি।

ঘটনার দিন রাতে আপনি টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোনে কী কী কথা হয়েছিল দয়া করে বলুন। কোনো পয়েন্ট বাদ দেবেন না। ভালো কথা, টেলিফোন কনভারসেসনের কোনো পর্যায়ে কি মিজান সাহেব বলছেন যে, মিসেস রুবা বাসায় আছেন– ঘুমুচ্ছেন?

এ-জাতীয় ঝামেলায় যাওয়াই যাবে না। কাজেই লীনাকে আমার বলে দেয়া উচিত যে, রুবা বাসায় নেই।

হ্যালো মিজান ভাই– আপনি চুপ করে আছেন, কিছু বলছেন না!

কী বলব?

রুবা আপার সঙ্গে কী আপনার ঝগড়া হয়েছে?

হুঁ।

উনি যথারীতি রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তাই না?

হ্যাঁ।

দেখলেন, আমি কেমন চট করে ধরে ফেললাম? প্রথম যখন আপনাকে টেলিফোন করলাম তখন আপনার গলা শুনেই বুঝে ফেলেছি যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না। এখন দয়া করে সত্যি কথাটা বলুন।

ও রাগ করে সন্ধ্যার একটু আগে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। আমি খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়েছি।

শুধু-শুধু দুঃশ্চিন্তা করবেন না। রুবা আপার মা'র বাসায় খোঁজ করছিলেন?

করেছিলাম, ওখানে নেই।

তাঁর ছোট বোনের বাসায়?

ওখানে ফোন করি নি। আচ্ছা লীনা... তুমি কিছু মনে করো না, তুমি মানে, না থাক...



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলুন না কী বলবেন?

ওর কি কোনো... মানে ইয়ে...

আহ্, এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন, বলে ফেলুন...

না মানে, কোনো ছেলের সঙ্গে ইদানীং...

লীনা খুব হাসছে। মনে হলো দারুণ মজা পেয়েছে। হাসি থামিয়ে বলল, আচ্ছা মিজান ভাই, বাড়ির বউদের আপনারা এমন হালকা ভাবেন কেন?

তুমি তোমার আপাকে কিছু বলো না যেন। ও মনে কষ্ট পাবে।

কষ্ট তো অবশ্যই পাবে। আমি কিছু বলব না। শুনুন মিজান ভাই, আমি কিচ্ছু বলব না। আপনি বোধহয় উড়ো কথাবার্তা শুনেছেন– শুনেই আপনার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে।

উড়ো কথা কিছু আছে না-কি?

মনসুর সাহেবকে নিয়ে অনেকের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস হয়। ঐসব কিছু না।

ও আচ্ছা, মনসুর সাহেবের টেলিফোন নাম্বার তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ, আছে। আপনি কি সেখানে টেলিফোন করবেন? খবরদার। না।

তুমি টেলিফোন নাম্বারটা দাও না।

দিচ্ছি। আপনি কিন্তু ভুলেও বলতে পারবেন না– কোত্থেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছেন।

আচ্ছা, বলব না।

লীনা টেলিফোন নাম্বার দিল। আমি টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখলাম, যদিও টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই নাম্বার আমি জানি। টেলিফোন বই-এ লেখা আছে।

যা করার আটঘাট বেঁধে করতে হবে। কোনো রকম ফাঁক-ফোঁকর রাখা যাবে না। থানায় টেলিফোন করে বলে রাখতে হবে যে, রুবা বাসা ছেড়ে চলে গেছে। ওসি সাহেব খুব অবাক হবে না, কারণ এর আগেও কয়েকবার তাঁকে রুবার নিখোঁজ হবার খবর দিয়েছি। সবই হচ্ছে বড় পরিকল্পনার অংশ। পরিকল্পনা নিখুঁত করার জন্যে যা-যা করণীয়, আমি সবই করেছি। শ্বশুরবাড়িতেও একবার টেলিফোন করা দরকার। আমার শাশুড়িকে জানানো দরকার যে, রুবা বাসায় নেই এবং রুবার সঙ্গে তার কোনো কথা হয় নি।

অনেকবার টেলিফোন করেও আমি শ্বশুর বাড়ির লাইন পেলাম না। রিং করলেই এনগেজড টোন আসে। থানায় টেলিফোন করলাম, সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন ধরল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রোবট ধরনের গলায় শোনা গেল– ওসি রমনা। স্লামালিকুম।

আমি বললাম, ওসি সাহেব, মিজান বলছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। কী খবর? কী খ-ব-র?

ওসি সাহেবের খুব আন্তরিক গলা শোনা গেল। এই আন্তরিক গলা শোনার জন্যে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি এই অবস্থা অনেক পরিকল্পনায় তৈরি করেছি। ওসি সাহেব হাসি-হাসি গলায় বললেন, মিজান সাহেব, বলুন, খবর বলুন। ভাবি কি আবারো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে গেছেন? হা হা হা।

ওসি সাহেবের এই বিমলানন্দের কারণ হচ্ছে, এর আগে তিনবার আমি থানায় টেলিফোন করে রুবার গৃহত্যাগের খবর দিয়েছি। একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যেই এই খবর দেয়া। যাতে পুলিশ যখন রুবার মৃত্যু নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট তৈরি করবে, তখন সেই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে– এই মহিলা প্রায়ই রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন।

প্রথমবার যখন রুবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার খবর দিলাম, তখন ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রী চলে গেছেন, চব্বিশ ঘণ্টাও তো হয় নি, চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে মিসিং পারসন হয় না। ধৈর্য ধরুণ। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় খোঁজ করুন। আমি অত্যন্ত অনুগত গলায় বলেছি, জি আচ্ছা।

সকালের ভেতর খোঁজ না পেলে থানায় চলে আসবেন।

জি আচ্ছা।

আমি সকালবেলায় থানায় চলে গেলাম। ওসি সাহেবকে বললাম, আমার স্ত্রীকে পাওয়া গেছে। ও সকাল আটটার সময় বাসায় এসেছে।

ওসি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন– দেখলেন তো, আমার কথা ফলে গেল। এত অল্পতে অস্থির হওয়া ঠিক না।

আর অস্থির হবো না। আমি আপনার জন্যে সামান্য গিফট এনেছি। আপনি কি নেবেন?

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কী গিফট?

আমি খবরের কাগজে মোড়া এক কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, আপনাকে গভীর রাতে টেলিফোন করেছি, এই জন্যে...

ওসি সাহেব খুশি-খুশি গলায় কপট বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, পুলিশকে গভীর রাতে বিরক্ত করবেন না তো কাকে বিরক্ত করবেন? এই জাতীয় সমস্যা হলে টেলিফোন করবেন। যত রাতই হোক, করবেন। আমরা পুলিশরা আছি কী জন্যে?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দফায় আমি আবার রুবার গৃহত্যাগের খবর দিলাম এবং যথারীতি পরদিন ভোরে খবর দিলাম যে, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছ। এবারো এক কার্টুন সিগারেট নিয়ে গেলাম।

ওসি সাহেবের সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। ওসি সাহেব ধরে নিলেন, আমি নির্বোধ ধরনের ভালো মানুষ গোছের একজন মানুষ, যাকে তার স্ত্রী তেমন পছন্দ করে না বলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

এ পর্যন্ত চার কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট আমি ওসি সাহেবকে দিয়েছি। এই চার কার্টুন সিগারেটের দাম দুই হাজার পাঁচশ' টাকা। এই দুই হাজার পাঁচ শ' টাকায় আমি এখন যে উপকারটা পাব তার দাম দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

স্ত্রী খুন হলে প্রথম সন্দেহ এসে পড়ে স্বামীর ওপর। থানার ওসি গোড়াতেই ধরে নেন– স্বামী এই খুনটি করেছে। আমার বেলায় এটা হবে না। ওসি রমনা থানা আমাকে খুনী ভেবে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন না। তিনি ধরেই নেবেন আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, একজন মানুষ। আমাকে ঝামেলা থেকে রক্ষা করা তখন তাঁর প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মিজান সাহেব।

জি।

চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন, ভাবি কি আবার গৃহত্যাগী?

জি।

আপনি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়েছেন– রাত তো মাত্র এগারোটা পঁচিশ। সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন এবং বেনসন এন্ড হেজেস কার্টুন নিয়ে আমার এখানে চলে আসুন। ভাবির গৃহত্যাগ মানে তো আমার লাভ– হা-হা-হা।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করলাম। ওসি সাহেব বললেন, কী হলো?

আমি বললাম কিছু না। মনটা খুব খারাপ।

আমার একটা উপদেশ শুনুন ভাই সাহবে, স্ত্রীকে কম ভালোবাসবেন। স্ত্রীকে যত কম ভালোবাসেন ততই কম যন্ত্রণা পোহাতে হবে। ভালোবেসেছেন কি মরেছেন। সম্রাট শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্ত্রীকে ভালোবেসে কী বিপদে পড়েছে! সব টকা-পয়সা খরচ করে তাজমহল বানাতে হলো– হা-হা-হা। আপনার যা নেচার আমার তো মনে হয় আপনিও তাজমহল-টহল কিছু বানাবেন। মিজান সাহেব!

জি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আজ আপনাকে অন্যদিনের চেয়েও মনমরা মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী বলুন তো? ঝগড়া কি চূড়ান্ত রকমের হয়েছ না-কি?

জি-না। আজ ওর কাছে লেখা একটা চিঠি হঠাৎ ড্রয়ারে পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছে।

চিঠি? কার চিঠি?

বাদ দিন।

না, না। বাদ দেব কেন? আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আপনার একটা সমস্যা হলে আমি দেখব না? কী পেয়েছেন বলুন। প্রেমপত্র?

হুঁ।

কে লিখেছে?

বাদ দিন।

নামটা বলুন। খোঁজ নেব। স্ট্রেইট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব।

ওর নাম মনসুর। আমার ধারণা, রুবা এখন ওর বাসাতেই আছে। চক্ষুলজ্জায় পড়ে খোঁজ নিতে পারছি না।

আপনাকে কোনো খোঁজ নিতে হবে না। আপনি ডেলিকেট অবস্থায় পড়েছেন সেটা বুঝতে পারছি। খোঁজ খবর আমিই করব। টেলিফোন নাম্বার আছে ঐ লোকের? থাকলে দিন। এক্ষুণি পাত্তা লাগাচ্ছি। তারপরেই আমি আপনাকে জানাব। মন খারাপ করবেন না ভাই। বি হ্যাপি। লাইফে এ-রকম হয়।

আমি মনসুরের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম। এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি। মনটা হালকা লাগছে। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমি এখন যা করব তা হলো...

পানির পিপাসা হচ্ছে। তীব্র পানির পিপাসা। পোলাও খাবার জন্যে এটা হচ্ছে। পানির পিপাসার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হয় না। হঠাৎ পিপাসা শুরু হয়। আমি ফ্রিজ খুলে পরপর দু'গ্লাস পানি খেলাম। বাথরুম সেরে রাখার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। দু'গ্লাস পানি খেয়েছি, বাথরুম তো পাবেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা মাত্রই হঠাৎ মনে হলো– এখন যদি দরজা আর খুলতে না পারি তাহলে কী হবে? এরকম একটা গল্প কোথায় যেন পড়েছিলাম– বন্ধু একা থাকে, তাকে সে খুন করল। খুনের পর পর তার খুব পিপাসা পেয়ে গেল। সে পুরো এক জগ পানি খেয়ে ফেলল। পানি খাওয়ার পর পর ঢুকল বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে বাথরুম সারল, তাপর আর বাথরুমের দরজা খুলতে পারছে না। ছিটকিনি শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। প্রাণপণ শক্তি দিয়েও সে কিছুই করতে পারছে না। পরদিন পুলিশ এসে দরজা খুলে তাকে বের করল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার এর মধ্যে ছিল না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাধারণ একটা ব্যাপার। খুনীর শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মাংসপেশি হয়েছিল শিথিল। শিথিল মাংসপেশি নিয়ে সে ছিটকিনি খুলতে পারছিল না। যতই সময় যাচ্ছিল ততই তার শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এর বেশি কিছু না।

আরেকটা গল্প শুনেছিলাম– এক লোক গরু বিক্রি করে ফিরছে। পথে এশার নামাজের সময় হলো। সে নামাজ পড়তে ঢুকল এক গ্রামের মসজিদে। তাকে অনুসরণ করছিল এক চোর। সেও সঙ্গে-সঙ্গে মসজিদে ঢুকল। মুসল্লীরা নামাজ শেষ করে চলে গেছেন। সে একা-একাই নামাজে দাঁড়াল। তখন চোরটা তাকে জাপ্টে ধরল টাকা নেবার জন্যে। দু'জনে ধস্তাধস্তি হচ্ছে– চোরটা এক পর্যায়ে ছুরি বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। চোরটা গরু বিক্রির টাকাটা নিয়ে নিল। তারপরেই হলো সমস্যা। চোর সারা মসজিদে ছোটাছুটি করছে। দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাকুল হয়ে সে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে– দরজা কই? দরজা কই?

পুরো সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। ভূমিকম্পের সময়ও এ-রকম হয়। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করে দরজা খুঁজে পায় না। আগুন লাগলেও এমন হয়। আমার মেজো মামার বাড়িতে একবার আগুন লাগল। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখেন– দাউ দাউ করছে আগুন। তিনি ছোটাছুটি করতে লাগলেন এবং চেঁচাতে লাগলেন, দরজা পাইতেছি না! দরজা! আমি বাথরুম সারলাম। চোখে-মুখে খানিকটা পানি দিলাম। ছিটকিনি খুলতে আমার বেগ পেতে হলো না। বাথরুমের বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর তখন শোবার ঘরে ধপ করে শব্দ হলো।

এর মানে কী?

কানে ভুল শুনছি? ধপ করে শব্দ হবার কী আছে? চেয়ার টানার শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেয়ার টানছে। মেঝের উপর চেয়ার টানার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কে চেয়ার টানবে?

আমি শোবার ঘরে শুয়ে পড়লাম। কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। ভয় পাওয়া যাবে না। কিছুতেই না। ভয় এমন বস্তু যে, একবার ভয় পেলেই তা ফুলে-ফেঁপে বাড়তে থাকে।

আমি শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার কানে তুলে বললাম, হ্যালো।

ওসি রমনা থানা বলছি।

স্লামালিকুম ভাই।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

**ওয়াসাইকুম** সালাম– মিজান সাহেব, আমি ঐ মনসুরকে টেলিফোন **করেছিলাম**। আপনার স্ত্রী ওখানে নেই। কনফার্ম। পুলিশের টেলিফোন পেয়ে **সে ভ্যাবাচেকা** খেয়ে গেছে। সে বলেছে আপনার স্ত্রী তার কাছে যান নি, তবে **তিনি** টেলিফোন করেছিলেন।

**কী** বললেন? টেলিফোন করেছিল?

জি। রাত ন'টার দিকে টেলিফোন করেছিল। আপনার নাকি তাঁকে নিয়ে কোন বিয়েতে যাবার কথা। আপনি তাঁকে ফেলে চলে গেছেন, এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন।

ও।

কাজেই আপনি কোনো রকম দুঃশ্চিন্তা করবেন না। আর শুনুন ভাই, আমি ঐ মনসুর ব্যাটাকে আন্ডার অবজারভেশনে রাখব। লাইফ হেল করে দিব। কোনো চিন্তা করবেন না।...

তার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমি খাটের দিকে তাকালাম। আমি এটা কী দেখছি? রুবা শুয়ে নেই। সে বসে আছে। কুকুর যেমন থাবা গেড়ে বসে সেও ঠিক সে-রকম থাবা গেড়ে বসে আছে। তবে তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। আমার দিকে না। ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে কিছুক্ষণ আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। এক সময় দৃশ্যের অস্বাভাবিকতা আমার মাথায় ঢুকল। ঝন-ঝন একটা শব্দ হলো– দেখি টেলিফোন রিসিভার আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। টেলিফোন রিসিভার থেকে শব্দ আসছে– হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো। ক্ষীণ আওয়াজে যেন অনেক দূর থেকে কেউ ডাকছে। আমি টেলিফোনের কানেকশন খুলে ফেললাম। টেলিফোন কানেকশন খুলতে যতটা সময় লাগানো উচিত তারচেয়েও বেশি সময় লাগালাম। যেন টেলিফোন কানেকশন খোলা এই মুহূর্তে সবচে' জরুরি কাজ। এটাই একমাত্র সত্য আর সব মিথ্যা।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলে কেমন হয়? চোখ রেস্ট পাক। রেস্ট পেলে সব স্বাভাবিক হবে। তখন দেখা যাবে কেউ কুকুরের মতো থাবা গেড়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে নেই। সবই ভ্রান্তি। কিন্তু চোখ বন্ধ করার মতো সাহসও পাচ্ছি না। মন হচ্ছে, একবার যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে আর চোখ খুলতে পারব না। কিংবা খুললেও সেই চোখে কিছুই দেখব না। এসব হচ্ছে দুর্বল মনের কল্পনা। দুর্বল মনের কোনো কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। এখন মন শক্ত করতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে। আসল কাজই বাকি। এতক্ষণ যা করেছি সব নকল কাজ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডেডবডি সরাতে হবে। দ্রুত সরাতে হবে। এমনভাবে সরাতে হবে যেন কেউ এর কোনো খোঁজ না পায়। ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের মামলা দাঁড় হয় না। খুন হয়েছে কি না তা জানার প্রথম শর্ত হলো ডেডবডি। সুরতহাল হবে। ডাক্তাররা বলবেন, খুন। তবেই না মামলা চালু হবে।

ডেডবডি সামলানোর প্রচলিত যে ক'টি পদ্ধতি আছে তার সব ক'টিতে গণ্ডগোল আছে। একটাও ফুল প্রুফ নয়। লোকজন কী করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয়? দু'দিন না যেতেই বস্তা ভেসে উঠে। উৎসাহী লোকজন ছুটে আসে। বস্তা খোলা হয়। পত্রিকায় রিপোর্টের পর রিপোর্ট বের হতে থাকে। আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে, মাটি খুঁড়ে মাটি চাপা দেয়া। পদ্ধতিটা খারাপ না, তবে এর জন্যে গর্ত গভীর হতে হবে। মাটি চাপা দেবার এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, যা অসম্ভব কঠিন কাজ।

আমার পদ্ধতি ভিন্ন। সহজভাবে পদ্ধতিটা হলো– ডিসপারসান পদ্ধতি। টুকরো টুকরো করে বড় একটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া। যত ক্ষুদ্র টুকরা হবে এবং যত বেশি ছড়ানো যাবে তত দ্রুত হত্যার প্রধান আলামত মৃতদেহ উবে যাবে। কোনো টুকরা কুকুরে খাবে, কোনোটা খাবে কাক। আমি ঠিক করেছি– ডেডবডি বাথরুমে নিয়ে... ছোট ছোট পিস করা হবে... থাক, এখন এসব চিন্তা করে লাভ নেই। আপাতত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি। তারপর চোখ খুলব এবং দেখব রুবা বসে নেই। আগে যেভাবে বিছানায় ছিল এখন সেভাবে বিছানাতেই আছে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং মনে মনে বলতে থাকলাম– ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান, ওয়ান থাউজেন্ড টু, ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি...। কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে আছি সেই আন্দাজ পাওয়ার জন্যই বলা। ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে।

ওয়ান থাউজেন্ড থার্টি পর্যন্ত আমি চোখ বন্ধ করে আছি অর্থাৎ প্রায় ৩০ সেকেন্ড চোখ বন্ধ। অনেকখানি সময়। চোখ খুললাম।

রুবা বসে আছে। তবে এখন সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে পলকহীন চোখে। ঈষৎ হাঁ করে আছে। জিভ দেখা যাচ্ছে। জিহ্বার রং এখনো গাঢ় কালো।

যে বসে আছে সে রুবা নয়। She is dead. Dead and gone... এ অন্য কেউ। আমি টেলিফোনের কাছে রাখা চেয়ারে বসে পড়লাম, আর তখনই রুবা স্পষ্ট করে বলল, পানি খাব।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সে কি সত্যি কথা বলছে, না আমি ভুল শুনছি? অডিটরী হেলুসিনেশন। আমার মাথা বোধহয় জট পাকিয়ে গেছে। সে আবারো বলল, পানি খাব।

আমি লক্ষ করলাম, কথাগুলি বলার সময় তার ঠোঁট নড়ল না, জিহ্বা নড়ল না। গলার স্বর রুবার মতোই, তবে অস্পষ্ট জড়ানো।

আমি বললাম, পানি খাবে?

হুঁ, তিয়াশ হয়েছে।

রুবাই কথা বলছে। তিয়াশ শব্দটা রুবার শব্দ। এটা রুবা বলে। আমি কী করব? পানি এনে দেব? আমার পক্ষে এমন হাস্যকর কিছু করা কি সম্ভব? আমি পানি এনে দিচ্ছি একটা মৃতদেহকে। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, রুবা!

হুঁ।

তুমি বেঁচে নেই। তুমি মারা গেছ। You are dead. Dead like a stone.

পানি খাব।

তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ? আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

ও।

তুমি শুয়েছিলে। আমি একটা বালিশ এনে তোমার মুখের ওপর চেপে ধরেছি।

ও।

তুমি যে মারা গেছ তা কি বুঝতে পারছ?

পানি।

পানি আমি তোমাকে এনে দেব। তুমি ভেব না আমি তোমাকে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়েছি। আমার ভয় খুব কম। অন্য যে কেউ এই অবস্থায় হার্টফেল করে মরে যেত। আমি মরি নি এবং আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ? বুঝতে পরলে মাথা নাড়াও।

রুবা মাথা নাড়ল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল।

আমি খাবার ঘুরে ঢুকলাম। প্রথমে বের করলাম ব্রান্ডির বোতল। পুরো কাপ ভর্তি করে ব্রান্ডি ঢাললাম। ব্রান্ডির জন্য আলাদা গ্লাস আছে। গ্লাস বের করতে ইচ্ছা করছে না। অতি দ্রুত স্নায়ুর উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিতে হবে তখন শরীর ঠিক হবে। সব ফিরে যাবে আগের জায়গায়। ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন।

কাপের ওপর পিঁপড়া ভাসছে। ভাসুক। পিঁপড়া খাওয়া ভালো। পিঁপড়া খেলে সাঁতার শেখা যায়। আচ্ছা, আমি কি সাঁতার জানি? সাঁতার জানি কি জানি না অনেক ভেবেও মনে করতে পারলাম না। তার মানে আমার মস্তিস্ক কাজ করছে না। মুখ ভর্তি ব্রান্ডি নিয়ে গিলে ফেললাম। জিহ্বা, নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলতে লাগল। জ্বলুক। জ্বলে ছাই হয়ে যাক।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই, এই!

রুবা ডাকছে। পানি খেতে চায়। তাকে পানি খেতে দেব, না এক কাপ ব্রান্ডি দেব?

কেউ পানি চাইলে নিষেধ করতে নেই। কেউ পানি চাইলে তাকে পানি দিতে হয়, পানি না দিলে রোজ হাশরের ময়দানে যখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাবে তখন পানি পাওয়া যাবে না। এই কথা বলতেন আমার মা। কোনো ভিখিরি পানি চাইলে আমার মা অতি ব্যস্ত হয়ে বলতেন– মিজান, ও মিজান! বাপধন, পানি দিয়ে আয়। টিনের মধ্যে টোস্ট বিস্কুট আছে। বিস্কুট দিয়ে পানি দে।

ভিখিরিদের পানি খাওয়ানোর জন্যে আমাদের একটা বড় এলুমিনিয়ামের গ্লাস ছিল। মাসের প্রথমেই বড় একটা টিন ভর্তি টোস্ট বিসকিট কিনে রাখা হতো। অন্য বিসকিটগুলো নরম হয়ে যায়। টোস্ট বিসকিট কখনো নরম হয় না, যতই দিন যায় ততই শক্ত হতে থাকে– শক্ত হতে হতে এক সময় লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

একবার এক ভিখিরি ভিক্ষা চাইতে এসেছে– আমি যথারীতি তাকে এক গ্লাস পানি এবং একটা টোস্ট বিসকিট দিলাম। সেই বুড়ো ভিখিরি বিসকিট দেখে আনন্দে অভিভূত হলো। আমি দেখলাম, সে পানিতে বিসকিট ভিজিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকে চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে খায়, সে খাচ্ছে পানিতে ভিজিয়ে। কিন্তু বিসকিট নরম হচ্ছে না।

আমার মা দিনের পর দিন ভিখিরিদের পানি খাইয়ে গেলেন। নিজে মৃত্যুর সময় পানি খেতে পারলেন না। তার জলাতঙ্ক হয়েছিল। কুকুর তাঁকে কামড়ায় নি– শুধু আদর করে আঁচড়ে দিয়েছিল।

এই কুকুর ছিল মায়ের পোষা। দুপুরের দিকে বাসায় এসে দরজা ধাক্কাতো। মা একটা টিনের থালায় ভাত-মাছ দিয়ে বলতেন– ধর খা।

সে ভাত-মাছ খেয়ে আরাম করে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে বিদেয় হতো। অসুস্থ হবার পর কুকুরটা এলো চোখ লাল করে। কী ভয়ংকর চেহারা! মা বললেন, এই, এই তোর কী হয়েছে রে? তুই এই রকম করছিস কেন?

কুকুর ঘড়ঘড় আওয়াজ করল। সেই আওয়াজও ভয়াবহ। মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিজেই টিনের থালায় ভাত বেড়ে দিলেন। কুকুর খাবারে মুখ দিল না। ঝাঁপ দিয়ে মার কোলে উঠে তাঁকে আঁচড়ে দিল। মা বিরক্ত গলায় বললেন– করে কী, করে কী? তিনি ছিঃ ছিঃ করে উঠে গেলেন। অবেলায় গোসল করলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর অল্প জ্বর হলো। পরদিন দিব্যি ভালো।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তখনো তিনি জানেন না তাঁর শরীরে ভয়ংকর বিষ ঢুকে গেছে। যখন জানা গেল তখন করার কিছুই ছিল না।

মৃত্যুর সময় তাঁকে স্টোর রুমে তালাবন্ধ করে রাখা হলো। স্টোর রুমের একটা জানালা। সেই জানালায় শিক বসানো। মা দু'হাতে শিক চেপে ধরে শ্লেষ্মা জড়ানো ভারি গলায় চিৎকার করতেন, পানি! পানি!

রুবা 'পানি পানি' বলছে। তার গলার স্বরটা কি ভারি শোনাচ্ছে না? শ্লেষ্মা জড়ানো মনে হচ্ছে না? না-কি আবারও শোনার ভুল? মা'র কথাই-বা এখন মনে পড়ল কেন? আমি মা'র কথা মনে করতেই চাই না। মনে করিও না। এটা কি ব্রান্ডি খাওয়ার জন্যে হয়েছে? মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর হালকা। এতটা ব্রান্ডি এক সঙ্গে খাওয়া ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। একটা ভুল যদি কেউ করে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে সে আরো তিনটা ভুল করে। ভুল একা চলে না, সে চলে সঙ্গী-সাথী নিয়ে। আমি এখন পরপর কয়েকটা ভুল করব। সেই ভুলগুলি কী কী?

শোবার ঘর থেকে আবার শব্দ হলো– পানি, পানি।

আমি গ্লাস ভর্তি করে পানি নিলাম। রুবার নিজের গ্লাসেই নিলাম। সে অন্যের গ্লাসের পানি খেতে পারে না। এখন সে বেঁচে নেই। সে সে... কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছি না। মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি, এটা কী দ্বিতীয় ভুল না? আচ্ছা, আমি একজন মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি কেন?

পানির গ্লাস রুবার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে হাত বাড়িয়েছে কিন্তু গ্লাস ধরতে পারছে না। তার আঙ্গুল কাঁপছে। আমি বিছানার পাশে সাইড টেবিলে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। সে পারলে টেবিল থেকে গ্লাস নেবে। না পারলে নেবে না। আমার পানি দেবার কথা, আমি দিয়েছি। বাকিটা তার ব্যাপার।

রুবা এগুচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। তাকে দেখাচ্ছে কুকুরের মতো। জলাতঙ্ক রোগি শেষের দিকে কুকুরের মতো হয়ে যায়। কুকুরের মতো ঘড়-ঘড় শব্দ কর, মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে এবং জিহ্বা বের করে দেয়। এটা আমার কথা না; ইদ্রিস বলে আমাদের যে কাজের ছেলে ছিল তার কথা।

মা'র যখন জলাতঙ্ক ধরা পড়ল তখন সে চুপি-চুপি আমাকে বলল। আমার তখন সাত বৎসর বয়স। ইদ্রিস আমার শিক্ষাগুরু। কত কিছু আমাকে সে শেখায়। তার প্রতিটি শব্দ আমি বিশ্বাস করি।

বুঝছেন ছোট মিয়া, কুত্তায় কামড়াইলে পেডে কুত্তার বাচ্চা হয়। মেয়েছেলের পেডেও হয়। পুরুষ ছেলের পেডেও হয়। আর মানুষটা আস্তে আস্তে কুত্তার লাহান হয়। তার শইল্যে লোম উইঠ্যা যায়– ঘেউ-ঘেউ করতে থাকে। এক আচানক দৃশ্য ছোট মিয়া...।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি দেখেছ?

কত দেখলাম। অখন তুমিও দেখবা।

স্টোর রুমের আশে-পাশে আমাদের যাওয়া নিষেধ ছিল। তারপরেও মাঝে-মাঝে উঁকি দিতাম মা কতটা কুকুর হয়েছেন দেখার জন্যে। মা আমাকে চিনতে পারতেন না। কাউকেই পারতেন না। শুধু আমার বড়বোনকে চিনতেন। বড়বোনকে দেখলেই বলতেন– মিনা, বাতাস বাতাস।

কেন বলতেন আমরা জানতাম না। বোধহয় তাঁর গরম লাগত। স্টোর ঘরটা ছিল ছোট। একটাই জানালা। মা শেষ দিকে টেনে টেনে তাঁর গায়ের সব কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। পুরো নগ্ন হয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন। যা পেতেন, কামড়ে ধরতেন। একদিন দেখি, পুরনো জুতা চিবুচ্ছেন। ইদ্রিস বলল, ছোটমিয়া দেখছেন– ক্যামনে কুত্তা হইতাছে? খিক খিক খিক।

ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছিল। সে বলতে গেলে সারাক্ষণ এই স্টোর রুমের আশে-পাশে ঘুরঘুর করত। বাবা একদিন তাকে মারলেন। ভয়ংকর মার। ইদ্রিসের ঠোঁট কেটে গেল। দাঁত ভেঙে গেল। রক্তে তার গেঞ্জি মাখামাখি। সে নাকি স্টোর রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে খিক খিক করে হাসছিল। বাবা হুঙ্কার দিলেন। হারামজাদা, তোকে আমি খুন করে ফেলব। হুঙ্কার এবং চড় থাপ্পড়, কিল ঘুসি। বাবারও বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা'র মৃত্যুর কাছাকাছি সময় তিনি যা করেছেন সবই পাগলের কাজ। সুস্থ মানুষের কাজ না। সুস্থ মানুষ এইসব করে না। যেমন– মঙ্গলবার শেষরাতে বাবা বিছানা থেকে আমাদের টেনে নামালেন। চাপা হুঙ্কার– অজু কর, অজু কর। আমরা চার ভাইবোন অজু করলাম। আয় আমার সাথে– তোর মাকে দেখবি।

আমরা স্টোর রুমের সামনে এসে দাঁড়ালাম। স্টোর রুম অন্ধকার। বাবা মা'র ওপর টর্চের আলো ফেললেন। কী কুৎসিত দৃশ্য! যেন একটা পশু চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে– ঘোঁ-ঘোঁ শব্দ হচ্ছে। বাবা বললেন, দেখলি?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম হুঁ।

এখন আয় আমার সাথে।

আমরা বাবার শোবার ঘরে ঢুকলাম। সেখানে বিছানায় পাটি পাতা। বাবা বললেন, পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বল, হে আল্লাহপাক, আমার মা'র সব কষ্টের অবসান কর। আমার মা'র মৃত্যু দাও। স্বামীর কথা আল্লাহ শুনবে না। স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। ছেলেমেয়ের কথা শুনবে। দোয়া কর্।

আমরা দোয়া করলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা পাথরের মতো মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দোয়া শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, আমাদের কাজের মেয়ে রহিমাবু এসে বলল– আম্মাজান নড়াচড়া করতেছে না, মনে হয় উনার মৃত্যু হইছে।

আমরা দোয়া করেছি বলে মা'র মৃত্যু হয়েছে এটা আমি মনে করি না। আমি আমার অন্য ভাইবোনদের কথা জানি না। কিন্তু আমি নিজে মা'র মৃত্যুর কথা আল্লাহকে বলি নি। আমি হাত তুলে চুপচাপ বসেছিলাম। ভাইবোনদের দোয়ার কারণে মা'র মৃত্যু হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা, দোয়া না করলেও মঙ্গলবার ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু হতো।

মার মৃত্যুর পর বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন। বেশির ভাগ সময়ই তিনি স্টোর রুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার খুব অনিয়ম করতেন। হয়তো টেবিলে খাওয়া দেয়া হয়েছে, তাঁকে খেতে ডাকা হলে, তিনি বললেন, না।

আমার মনে হয় তাঁর মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ বললেন, তিনি আর পানি খাবেন না। আমার স্ত্রী পানির জন্যে ছটফট করেছে, পানি পায় নাই। আমিও পানি খাব না।

তাঁকে পানি অবশ্যি খাওয়ানো হয়। আমার ছোটখালা কাঁদতে কাঁদতে যখন বলেন, পানি খান দুলাভাই। আপনি মারা গেলে বাচ্চাদের কে দেখবে? বাবা পানি খান। তাঁর মাথা কিন্তু সারে না। কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

তাঁর একটাই কথা– একটা মানুষ যে কোনোদিন কোনো অন্যায় করে নাই, কোনো পাপ করে নাই, মানুষের দুঃখ দেখলে যে অস্থির হয়ে যেত– তার কেন এই কষ্ট?

বাবা তখন খুব অসুস্থ, আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে আছি, তখন তিনি একদিন বললেন– তোরা শুনে রাখ। কেউ পানি চাইলে তোর মা অস্থির হয়ে পড়ত– কোনো ফকির-মিসকিন বলতে পারবে না সে পানি চেয়েছে, তোদের মা শুধু পানি তাকে দিয়েছে। পানি দিয়েছে, পানির সঙ্গে কিছু খেতে দিয়েছে। সে মরল কীভাবে? পানির তৃষ্ণায়।

কোনো মেয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরে এসেছে। এমন শাড়ি যে শরীর ঢাকতে পারছে না– তোদের মা তৎক্ষণাৎ তাকে শাড়ি দিয়েছে। কত রাগারাগিও এই নিয়ে তোদের মা'র সঙ্গে করেছি। সে কী বলত? বলত, আহা, শরীর ঢাকতে পারছে না– লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে– কী লজ্জা! সে মরল কীভাবে! লজ্জার মধ্যে। সে যখন মরল নগ্ন অবস্থায় মরল। হেন লোক নেই যে তাকে নগ্ন দেখে নি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

পশু-পাখির জন্যে তার মমতার শেষ ছিল না। একটা কাক এসে রেলিং-এ বসলে সে কী করত? ভাত ছিটিয়ে দিত। বলত, আহা বেচারা, খিদে-পেটে এসেছে। কুকুর-বেড়াল যেটাই এসেছে, টিনের থালায় খাবার দিয়েছে। সে মরল কীভাবে? কুকুরের হাতে।... কেন? বল কেন? চুপ করে থাকবি না। বল।

চুক চুক শব্দ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, হামাগুড়ি দিয়ে রুবা চেয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে। গ্লাসের পানি খাচ্ছে। মানুষের মতো না, কুকুরের মতো। জিব পানিয়ে ডুবিয়ে টেনে টেনে নিচ্ছে। কুচকুচে কালো একটি জিব। অনেকখানি লম্বা। হচ্ছেটা কী? তার গায়ে কাপড়ও নেই। সে কাপড় খুলল কখন?

আমি তাকিয়েই আছি। রুবা পানি খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গরম! গরম!

আমি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম বারান্দায়। আমারও গরম লাগছে। বারান্দায় খানিকক্ষণ বসা যাক। Something is wrong. Something is very wrong.

ঘরের ভেতরের তুলনায় বাইরে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। উত্তরের বারান্দা, ঠাণ্ডা হবেই। হিমালয় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস মনে হয় ছাড়তে শুরু করেছে। বারান্দায় দু'টা প্লাস্টিকের ফোল্ডিং চেয়ার। রুবা গুলশান এক নম্বর মার্কেট থেকে কিনে এনেছিল। হলুদ ফ্রেমের ভেতর সবুজ প্লাস্টিকের ফিতার বুনোনের চেয়ার। সুন্দর। চেয়ার দু'টা কেনার পর সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মানানসই টেবিলের জন্য। কোনো টেবিলই তার পছন্দ হয় না। সুন্দর চেয়ার দু'টির সঙ্গে নাকি কোনো টেবিলই মিশ খায় না। শেষটায় সে খবর দিয়ে আনল তার এক মামাতো ভাই মাজহারকে। আর্ট কলেজের ছাত্র। সে নাকি ডিজাইন করবে। এই ডিজাইন মতো টেবিল হবে। মাজহারের কোনো ডিজাইনই রুবার পছন্দ হয় না। যেটা পছন্দ হলো সেই টেবিলই এই মুহূর্তে আমার সামনে। বদখত একটা জিনিস। আমি অবশ্যি রুবাকে বলেছি– ভালো। তেমন উচ্ছ্বাস দেখাই নি। উচ্ছ্বাস আমি কখনো দেখাই না।

বারান্দাটা রুবা আমাদের দু'জনের জন্যে সাজিয়েছে। বারান্দায় আমরা বসব। চা খাব। অন্য কেউ এখানে আসতে পারবে না। এ-বাড়ির এই অংশটিতে কারোরই প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখানে আসতেও হবে খালি পায়ে।

এখন অবশ্যি আমি খালি পায়েই আছি। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। টেবিলের উপর পা তুলে দিলাম। এখন মজা হয় রুবা যদি ট্রেতে করে দু'কাপ চা নিয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে– নাও, চা নাও। কীভাবে বসেছে? পা নামিয়ে ভদ্র হয়ে বোস।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

এখানে যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে তা কি কাউকে বলা যায়? বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে? আমি যদি আমাদের অফিসের নুরুজ্জামান সাহেবকে ঘটনাটা বলি তিনি কী ভাববেন? বা আমি যদি এখনই উনাকে টেলিফোন করে বলি যে কিছুক্ষণ আগে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, তাহলে উনি কী মনে করবেন? তার মুখের ভাব কীভাবে বদলাবে? চিন্তা করেই হাসি পাচ্ছে। খানিকক্ষণ হাসলাম। নিজের মনেই হাসলাম। মনে মনে নুরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি। উনার মুখের ভাব বদলাচ্ছে– কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, আর আমার হাসি পাচ্ছে। ব্রান্ডির প্রভাব। ব্রান্ডিটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। এতটা খাওয়া ঠিক হয় নি।

হ্যালো নুরুজ্জামান সাহেব?

জি। জি। (নুরুজ্জামান সাহেব বেশিরভাগ কথাই দু'বার করে বলেন।) আমাকে চিনতে পারছেন?

কেন চিনব না? কেন চিনব না? আপনি জামান। জামান। ব্যাপার কী, এত রাতে! খবর ভালো?

জি, খবর ভালো। তবে কিছুক্ষণ আগে খুন করেছি।

কী করেছেন?

খুন! মার্ডার।

নুরুজ্জামান সাহেব ফোঁস-ফোঁস জাতীয় শব্দ করছেন।

বুঝলেন নুরুজ্জামান সাহেব, ও ঘুমাচ্ছিল। মুখের উপর বালিশ চেপে ধরেছি। দশ মিনিটেই রেজাল্ট আউট।

হুঁ।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে, মরার পরে সে আবার বেঁচে উঠেছে। ঘুর-ঘুর করছে। পানি খাচ্ছে।

ও পানি খাচ্ছে। পানি খাচ্ছে।

মানুষের মতো খাচ্ছে না। কুকুরের মতো খাচ্ছে। জিব পানিতে ভিজিয়ে চেটে চেটে নিচ্ছে। আসুন না, দেখে যাবেন।

জি না। জি না।

দেখলে মজা পাবেন রে ভাই– ওর গায়ে কোনো কাপড় নেই– দিগম্বর। অন্যের স্ত্রীকে নেংটো দেখার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। তাছাড়া রুবা অসম্ভব রূপবতী।

আমি হো হো করে হাসছি। এ-রকম একটা টেলিফোন কাউকে করতে পারলে হতো। তবে শুরুতে সবাই আমার কথা মন দিয়ে শুনলেও শেষটায় তারাও হেসে ফেলত। মৃত মানুষ হেঁটে বেড়ায় না। পানি খায় না। অতীতে কখনো খায় নি। বর্তমানেও খাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও খাবে না। আমার মাথায়



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছু হয়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে বা এই জাতীয় কিছু। এরকম এক গল্পও তো কোনো এক বিখ্যাত ডাক্তারকে নিয়ে প্রচলিত আছে। ডাক্তারটার নাম কি বিধানচন্দ্র না?

তিনি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। রাত-দিন পড়াশোনা করেন। সেই বিশেষ ঘটনার দিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়লেন। রাত দু'টার দিকে মনে হলো, ডেডবডি ডিসেকশান তো ভালো মতো শেখা হয় নি। মর্গে ডেডবডি আছে। একা-একা গিয়ে কাটাকুটি করে দেখা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। নাইটগার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মর্গে ঢুকলেন। একটা ডেডবডি টেবিলে শোয়ানো। তিনি ঢোকামাত্র ডেডবডি উঠে বসল। অন্য যে কেউ হলে ফিট হয়ে ধড়াম করে মেঝেতে পড়ে যেত। কিংবা দুর্বল হার্টের হলে হার্টফেল করে মরে যেত। বিধানচন্দ্রের বেলায় কিছুই হলো না। তিনি বুঝলেন, ভেইন থেকে দূষিত রক্ত মাথায় ঢুকে গেছে বলে হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি যে ভেইন মাথায় রক্ত দেয় সেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল, ডেডবডি আগের জায়গাতেই আছে। তিনি কাটাকুটি শেষ করে হাত মুখ-ধুয়ে আবার পড়তে বসলেন এবং যথারীতি পরীক্ষায় ফার্স্ট বা সেকেন্ড এ-জাতীয় কিছু হয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করলেন।

নিতান্তই অবিশ্বাস্য গল্প। বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে গল্প বানাতে হয়। এটিও বানানো হয়েছে। প্রথম কথা– ভেইন দিয়ে দূষিত রক্ত মাথায় যায় না। ভেইন থেকে দূষিত রক্ত বের হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, মেডিকেল কলেজের মর্গে ডেডবডি ফেলে রাখবে, ছাত্ররা অফটাইমে কাটাকুটি করবে, তাও অসম্ভব একটা ব্যাপার। ডেডবডি এত সস্তা না। কাটার জন্যে ব্যাঙ জোগাড় করতেও ঝামেলা হয়, আর এটা হলো মৃত মানুষ। কাজেই বোগাস। অল বোগাস।

আমার ঘরে যা ঘটছে তাও অল বোগাস। আমার মাথা উত্তেজিত। এর বেশি কিছু না। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। লোহিত রক্তকণিকা বেশি বেশি করে অক্সিজেন মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারছে না। বারান্দায় বসে থাকলে একটা সুবিধা হবে– ফ্রেশ বাতাস পাব। ফ্রেশ বাতাস মানেই অক্সিজেন। ফুসফুস ভর্তি করে অক্সিজেন নিতে হবে। তাহলেই...

শোবার ঘর থেকে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। মানেটা কী? ধড়াম করে আরেকটা শব্দ হলো। টেবিলল্যাম্পটা কি মাটিতে পড়ে গেল? আমার কি উচিত ভেতরে ঢুকে দেখা? না কি আমার উচিত বিশুদ্ধ বাতাসে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকা?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। শোবার ঘরে খট্ খট্ শব্দ বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে, হাতুড়ি দিয়ে কেউ মেঝেতে শব্দ করছে। খট্ খট্ খট্ খট্। আরো খানিকটা



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ব্রান্ডি গলায় ঢাললে কেমন? ওয়ান মোর পেগ। ওয়ান ফর দা রোড। না আর না। যথেষ্ট হয়েছে- এই ন্যুইসেন্স বন্ধ করতে হবে। পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যেতে হবে।

ঝনঝন শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। কে আসবে এই সময়ে? এখন আমার করণীয় কী? শোবার ঘরের দরজা কি বন্ধ করে দেব? এটা কি অস্বাভাবিক হবে না? কে হতে পারে? আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ না তো? রিটায়ার করার পর আমার শ্বশুর সাহেবের হাতে কোনো কাজকর্ম নেই বলে যে কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেও তাঁকে পাঠানো হয়। মেয়ের খোঁজ নেবার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় নি তো?

আবার ঝনঝন শব্দে কলিং বেল।

এর পরেও দরজা না খুললে সন্দেহজনক ব্যাপার হবে। আমি দরজা খুলে ছোটখাট একটা ধাক্কা খেলাম। রমনা থানার ওসি মকবুল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ে যাচ্ছিলাম- তারপর মনে হলো দেখে যাই আপনাকে। হঠাৎ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। একটু চিন্তাও হচ্ছিল। আছেন কেমন?

জি ভালো।

ভাবি ফিরেন নি এখনো?

জি না।

করছিলেন কী?

বারান্দায় বসেছিলাম।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, ভাবি বাসায় নেই, ভাবি থাকলে চা খেয়ে যেতাম।

আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

না থাক, থাক। কষ্ট করতে হবে না। বাহ্ বাসাটা তো সুন্দর সাজিয়েছেন। চারদিক একেবারে ঝকঝক করছে। ময়লা জুতা নিয়ে ঢুকে তো লজ্জাই লাগছে।

আমার স্ত্রীর একটু শুচিবায়ুর মতো আছে।

তাই নাকি! বলেন কী? আমার স্ত্রীরও তো শুচিবায়ু।

ওসি সাহেব তাঁর স্ত্রীর সাথে আমার স্ত্রীর মিল পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। দাঁত-টাত কেলিয়ে...

চা এক কাপ পেলে মন্দ হতো না মিজান সাহেব, বানাবেন না-কি?

আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। এই ব্যাটাকে চা খাওয়ানো এখন অত্যন্ত বিপদজনক। রুবা তার ঘরে নড়াচড়া করছে। একটা মৃত মানুষ নড়াচড়া



Nirjoy

www.BanglaBook.org

করছে। বলতেও অস্বস্তি। তবে ব্যাপারটা ঘটছে। কীভাবে ঘটছে আমি জানি না। তারচেয়েও বড় কথা, রুবা যদি ঘর থেকে বের হয়ে আসে তখন কী হবে? নগ্ন একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো। ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল। দৃশ্যটা কেমন হবে? ওসি সাহেব নির্ঘাৎ লাফিয়ে উঠবেন। পুলিশের লোকরা সাধারণত ভীতু প্রকৃতির হয়। নিশ্চয় তিনি কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠবেন। তখন আমাকে কী করতে হবে? আমি কী বলব? বলব– এ আমার স্ত্রী। এর নাম রুবা। একে মেরে ফেলেছিলাম কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে।

ওসি সাহেব সোফায় গা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, বাসায় কি আপনি একা?

কী উত্তর দেব দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি কি বলব, বাসায় কেউ নেই? ধরা যাক তাই বললাম, তারপর শোবার ঘর থেকে খুট খুট শব্দ হলো, তখন কী হবে?

আমি ওসি সাহেবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি চাপিয়ে দিলাম। চিনি ছাড়া চা নিয়ে দেব। বলব, চিনির কৌটা পাচ্ছি না। এতে লাভ হবে। এক চুমুক দিয়ে উঠে পড়তে হবে। এই ভদ্রলোককে দ্রুত ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। তবে ওসি সাহেব আসায় একটা সুবিধাও হয়েছে। ভদ্রলোক দেখে গেছেন আমি বাসাতেই আছি। স্বাভাবিকভাবেই আছি।

চা এনে ওসি সাহেবের সামনে রাখলাম। তিনি ওয়কিটকিতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। খেজুরে আলাপ।

ভাই, চা নিন। ঘরে চিনি আছে কিন্তু চিনির কৌটাটা কোথায় জানি না।

চিনি নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি চায়ে চিনি খাই না।

ওসি সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তো ভালো বানিয়েছেন। গুড। মাঝে-মাঝে আপনার বানানো চা এসে খেয়ে যেতে হবে।

জি আসবেন।

ওসি সাহেব সিগারেট ধরালেন। মনে হয় তিনি বেশ কিছু সময় এখানে কাটাবেন। শোবার ঘরের দরজাটা কি এক ফাঁকে আটকে দেব? ওসি সাহেব বসেছেন শোবার ঘরের দরজার দিকে পেছন দিয়ে। কাজেই আমি যদি দরজা বন্ধ করে দেই, উনি বুঝতে পারবেন না।

আমি শোবার ঘরের দরজার কাছে চলে এলাম। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা টেনে বন্ধ করলাম। এক ফাঁকে দেখলাম রুবা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সে আমাকে দেখে হাসল। আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে এসে বসেছি। ওসি সাহেব বললেন, কী এমন চুপচাপ কেন? বউ এক রাতের জন্য গেছে, এতেই আপনি যা মন খারাপ কচ্ছেন– আশ্চর্য! হাসিমুখে কিছু বলুন তো শুনি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শরীরটা ভালো লাগছে না। জ্বর জ্বর লাগছে।

এই জ্বরের নাম হলো বিরহ জ্বর। শুনেন ভাই, একটা উপদেশ দেই– স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসবেন না। বেশি ভালোবেসেছেন কি মরেছেন– স্ত্রীকে আর পাবেন না। সবচে' ভালো হয় যদি ভালো না বেসে পারেন। আচ্ছা উঠি।

বসুন না। একা আছি, কথা বলতে ভালো লাগছে।

বসলে হবে নারে ভাই। পুলিশের চাকরিতে বসাবসি বলে কিছুই নেই। ভাবি ফিরলে একটা খবর দেবেন।

জি আচ্ছা।

আমি ওসি সাহেবকে বাসার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। তিনি যখন জিপে উঠতে যাচ্ছেন তখন এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো– আচ্ছা, ব্যাপারটা উনাকে খুলে বললে কেমন হয়! যদি তাঁকে বলি– ভাই, আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম, এখন দেখছি সে বেঁচে আছে। পানি খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে। বিশ্বাস না করলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখাই।

শেষ পর্যন্ত বলা হলো না। ওসি সাহেব জিপে উঠে বললেন, ভাই চলি? বলেই জিপ স্টার্ট দিলেন। আমি বেশ কিছু সময় ঠাণ্ডার মধ্যে একা-একা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে ফিরতে ভয় লাগছে। ইচ্ছা করছে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া যাবে না। আমাকে ঘরেই ফিরতে হবে।

আচ্ছা রুবাকে কেন মারলাম? তাকে মারাটা কি খুব জরুরি ছিল?

রুবাকে মেরে ফেলার প্রথম চিন্তাটা আমার মাথায় আসে আমাদের বাসর রাতে। চিন্তাটা আসে খুব অল্পসময়ের জন্যে। ইংরেজিতে বলা যায় It came as a flicber. আমার ধারণা সব মানুষের ক্ষেত্রে এ-রকম ঘটে। মুহূর্তের জন্যে হলেও পাশের মানুষটাকে খুন করতে ইচ্ছে করে। এটা দোষের কিছু না। আমার মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। বাসর রাতে কী ঘটল বলি। সারাদিনের ক্লান্তিতে আমি অবসন্ন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথার দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। দুপুরে কিছু খাই নি। ক্ষুধার কারণে বমি-বমি লাগছে। এই অবস্থায় রুবা ঘরে ঢুকল।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি– এত সুন্দর একটা মেয়ে! আগেও তো তাকে দেখেছি– এত সুন্দর লাগে নি! অন্য কোনো মেয়ে না তো?

রুবা আমার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলল, শুনুন, আমার প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা করছে। আপনার সঙ্গে আজ রাতে কোনো কথাবার্তা বলতে পারব না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমি চারটা পেইন কিলার খেয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, ব্যথা কমেছে?

না কমে নি। ব্যথা আরো বেড়েছে। আপনি ডেনটিস্ট হলে ভালো হতো। ফট করে আমার দাঁত তুলে ফেলতেন। বলেই সে খিল খিল করে হাসতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখছি– এত সুন্দর করে কেউ হাসে কী করে? হাসির দমকে তার মাথা থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে গেল। তার ফর্সা গলা বের হয়ে গেল। তার গলাটা কি অন্যদের গলার চেয়ে বেশি লম্বা? আমার ক্ষণিকের জন্যে ইচ্ছে করল শক্ত করে দু'হাতে তার গলা চেপে ধরতে। It came as a flicber.

রুবা অবশ্যি দাঁত ব্যথা নিয়েই সে-রাতে অনেক গল্প করল। বেশিরভাগ তার বন্ধু-বান্ধবের গল্প। এক একজনের গল্প উঠলে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে যায়– জানেন, ওর মতো মানুষ হয় না। অসাধারণ! অসাধারণ!

আমি এক পর্যায়ে বললাম, আমি কিন্তু অসাধারণ না রুবা। আমি সাধারণ। রুবা হাই তুলতে তুলতে বলল, তা জানি।

কীভাবে জানো?

বললে রাগ করবেন না তো?

না রাগ করব না।

রাগ করলেও আমি অবশ্যি বলে ফেলব। আমি পেটে কথা রাখতে পারি না। আপনি যে খুব সাধারণ সেটা টের পেলাম যখন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। কারণ আমার ভাগ্য খুব খারাপ, আমি এই জীবনে যা-যা চেয়েছি কোনোটাই পাই নি। আমি সবসময় চেয়েছি অসাধারণ একজন স্বামী। কাজেই আমি যে সাধারণ একজন স্বামী পাব সেটা তো ধরেই নেওয়া যায়। যায় না?

হ্যাঁ যায়।

এমনিতে আমি খুব সুন্দর। যে-ই দেখবে সে-ই বলবে সুন্দর। অথচ যখন আমাকে সুন্দর দেখানো দরকার তখন আমাকে দেখায় বাঁদরের মতো।

কখন তোমাকে সুন্দর দেখানোর দরকার?

একবার একটা ছেলে আমাকে দলবল নিয়ে দেখতে এলো। কী সুন্দর ছেলে। হ্যান্ডসাম, টল। প্লেন চালায়, পাইলট। আমি খুব যত্ন করে সাজলাম। সাজার পর আয়নার তাকিয়ে দেখি কী যে বিশ্রী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে পছন্দ করল না।

তাহলে তো তোমার ভাগ্য আসলেই খারাপ।

আমি খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারি। যে-ই শুনবে সে-ই মুগ্ধ হবে। টেলিভিশনে কবিতা আবৃত্তির অডিসন দিতে গেলাম– বেছে বেছে সেই



Nirjoy

www.BanglaBook.org

দিনই আমার গলায় কী যে হলো, এক সঙ্গে দু-তিন রকম স্বর বের হয়। টেলিভিশনের যে প্রযোজক অডিসন নিচ্ছিলেন, তিনি হেসে ফেললেন। অন্যরাও হাসতে লাগল। শুধু আমি নিজের মনে তিন রকমের স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম। হি হি হি।

রুবা আবারো হাসতে লাগল। আবারো তার শাড়ির আঁচল মাথা থেকে খসে পড়ল। তখন আমার মনে হলো– এই অদ্ভুত মেয়েটা কি সত্যি বাকি জীবন আমার পাশে থাকবে?

আমি বললাম, তোমার দাঁত ব্যথা কি কমেছে?

রুবা হাসতে হাসতে বলল, আমার দাঁত ব্যথা ছিল না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না বলে, মিথ্যা করে বলেছি– দাঁত ব্যাথা।

ও আচ্ছা।

কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না কেন সেটা শুনবেন?

বলো?

প্রথমবার আপনার চেহারা যতটা খারাপ লেগেছিল– আজ তার চেয়ে দশগুণ বেশি খারাপ লাগছে। এই জন্যেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা আপনি কি কবিতা শুনতে ভালোবাসেন?

না।

জানতাম ভালোবাসেন না। আমি যে-সব জিনিস পছন্দ করি আমার স্বামী সে-সব পছন্দ করবেন তা কী করে হয়। আপনি আবার রাগ করছেন না তো?

না।

আমার কিন্তু অনেক ছেলেবন্ধু আছে। আমি ওদের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করি। আপনি আবার বলবেন না– ওসব চলবে না। গৃহপালিত পশু হয়ে যাও। বলবেন না তো?

না।

তাহলে এক মিনিটের জন্যে আমার হাতটা ধরতে পারেন।

রুবা হাত বাড়িয়ে দিল। এমন চমৎকার একটা মেয়েকে ভেবে-চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছি। কেন করলাম? আমি কি অসুস্থ? আমি কি সাইকোপ্যাথ?

না, আমি অসুস্থ না। আমি সাইকোপ্যাথও না। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই মেয়েকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না। ও সরে যাচ্ছিল। আমি তা হতে দিতে পারি না।

এখন সে আর কোথাও যেতে পারবে না। কোনো বন্ধু এসে এখন আর কবিতা শুনবে না। বা কারো সঙ্গে বুড়িগঙ্গায় জোছনা দেখতে যেতে পারবে না।

আচ্ছা আজ কি জোছনা আছে? আকাশ আলো হয়ে আছে, কিন্তু আমি কোনো চাঁদ দেখছি না।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘরে ফেরা দরকার, ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রুবার মুখোমুখি হতে ভয় করছে।

আমি ঘরে ঢুকলাম। বসার ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো– শোবার ঘরের দরজাটা না খুললে কেমন হয়? থাকুক রুবা বন্ধ ঘরে। আমি রাতটা সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দেই। ডেডবডি সরানোর কাজ রাতের বেলা না করে দিন করাই ভালো। দিনে চারদিকে প্রচুর মানুষ থাকে। সবাই ব্যস্ত। কেউ কারো দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায় না। রাতে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে।

শোবার ঘরের নবে হাত রাখতেই ভেতরে ঝন-ঝন শব্দে কাঁচের কী যেন ভাঙল। কী হচ্ছে? এসব কী হচ্ছে? আমি খুব সাবধানে দরজা ফাঁক করলাম যে প্রয়োজনে ঝট করে দরজা বন্ধ করে দেয়া যায়।

শোবার ঘরের মেঝেতে রুবা বসে। পানির গ্লাসের টুকরো জড়ো করার চেষ্টা করছে। গ্লাসটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে ভেঙেছে। আমি তার শব্দই শুনেছি। চিন্তা-ভাবনা না করেই বললাম, কী হয়েছে?

রুবা জড়ানো গলায় বলল, গ্লাস।

শোন রুবা, উঠে দাঁড়াও। গ্লাসের ভাঙা টুকরা জড়ো করতে হবে না। উঠে দাঁড়াও। দাঁড়াও বললাম।

সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে– পারছে না। টেনে তোলার জন্যে অসহায় ভঙ্গিতে একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এটা কি কোনো ট্রিকস? আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা? আমি তার হাত ধরব, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে জাপ্টে ধরবে আমাকে। হরর স্টোরিতে এরকম থাকে। মৃত মানুষ জীবিত মানুষকে মরণ আলিঙ্গনে জাপ্টে ধরে। রুবা আবার বলল, ধর, আমাকে টেনে তোল।

আমি ধরলাম এবং টেনে তুললাম। হরর গল্পের মতো সে আমাকে মরণ আলিঙ্গনে বাঁধল না। পাড় মাতালরা যেমন হেলতে দুলতে থাকে সেও তেমনি হেলছে দুলছে। তার হাত শীতল, বরফের মতোই শীতল। তার হার্ট কি বিট করছে? এই মুহূর্তে তার বুকে হাত রেখে কিংবা নাড়ি ধরে তা বোঝা যাবে না। কারণ ধ্বক ধ্বক শব্দে আমার নিজের হার্টই কাঁপছে। সেই শব্দ অন্য সব শব্দকে ঢেকে ফেলবে।

রুবা।

উঁ।

তুমি মরে গেছ। বুঝতে পারছ?

উঁ।

তুমি কীভাবে কথা বলছ, কীভাবে হাঁটাহাঁটি করছ আমি জানি না। তোমার কেমন লাগছে বলো তো?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

উঁ।

উঁ না। কথা বলো। লেট আস টক। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

উঁ।

বলো আমার নাম কী? বলো, আমার নাম বলো।

মিজান।

এই তো হয়েছে। এসো এখন এই চেয়ারটায় বোস। নাও, এই চাদর দিয়ে গা ঢাক। উলঙ্গ মানুষ দেখতে ভালো লাগে না। রাস্তায় নগ্ন পাগলীদের দিকে কেউ তাকায় না। এখন আমার কথার জবাব দাও– তোমার এখন কেমন লাগছে?

ভয়।

ভয় লাগছে?

হুঁ।

ভয় লাগবে কেন? ভয় লাগার কী আছে? একজন মৃত মানুষের ভয় লাগার কিছু নেই। ভয় জীবিত মানুষের। মৃত মানুষের কোনো ভয় নেই। তাদের জগৎ ভয়শূন্য। You understand

বাতি জ্বালাও।

বাতি জালাব?

হুঁ।

রুবা, ঘরে বাতি জ্বলছে। একটা টিউব লাইট জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্পও জ্বলছে।

অন্ধকার।

তোমার কাছে অন্ধকার লাগছে?

হুঁ।

আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

ছায়া ছায়া।

শোন রুবা, আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

জানি।

তুমি জানো?

হুঁ।

আমার ওপর কি তোমার কোনো রাগ আছে?

না।

রাগ থাকলে বলো।

না।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও?

না।

রুবা! তুমি কি প্রতিশোধ নিতে চাও?

না।

গুড ভেরি গুড। বুঝলে রুবা, একটা কোনো সমস্যা হয়ে গেছে। মৃত মানুষের কথা বলার কোনো কারণ নেই– কিন্তু তুমি কথা বলছ। কীভাবে বলছ?

আমি জানি না।

তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

এসো, শুয়ে থাক। বিছানায় শুয়ে থাক।

আচ্ছা।

আমি রুবার হাত ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। গায়ে চাদর টেনে দিলাম। সে অদ্ভুত শব্দ করছে। খুন খুন শব্দ।

কী হয়েছে?

ভয় লাগে।

শোন রুবা, ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমার পাশে বসে আছি।

আচ্ছা।

দাও, তোমার হাত দাও। তোমার হাত ধরে বসে থাকব।

আচ্ছা।

পানি খাবে?

না।

পানি খাবে না?

খাব।

রুবাকে কড়া ঘুমের ওষুধ কিছু খাইয়ে দিলে কেমন হয়? যে কাজটা আমি করতে পারি নি ঘুমের ওষুধ সেটা করবে। হাই ডোজের 'হিপনল' আমার কাছে আছে। পানিতে গুলে সরবতের মতো করে খাইয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। রুবা খেতে আপত্তি করবে বলে মনে হচ্ছে না। মরে গেলে তার জন্যে ভালো, আমার জন্যেও ভালো।

ড্রয়ার খুলে কুড়িটা টেবলেট পেলাম। আধগ্লাস পানিতে কুড়িটা টেবলেট, ঘন পেস্টের মতো তৈরি হলো। চেখে দেখি তিতা এবং মিষ্টি মিলে বিশ্রী স্বাদ। এই জিনিস কেউ খেতে পারবে না, কিন্তু রুবা পারবে। অবশ্যই পারবে। সে মানুষের স্তরে এখন নেই। সে এখন অন্য কোনো স্তরে। এই স্তরে স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ বলে কিছু থাকার কথা না।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আচ্ছা, আমি এইসব কী ভাবছি? এখন ভাবাবভাবির সময় না। সময়টা হলো কাজের। টাইম অব অ্যাকশন। দেরি করা যাবে না। সময় নষ্ট করা যাবে না। যা করার খুব ভেবে-চিন্তে করতে হবে। সকাল আটটার আগে ডেডবডি সরিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। শ্বশুর সাহেবকে ঘুম থেকে তুলে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে হবে– রুবা এখনো ফিরে নি। শ্বশুর-বাড়ি থেকেই ওসি সাহবেকে টেলিফোন করতে হবে।

আমি গ্লাস হাতে রুবার কাছে গেলাম। রুবা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ তুলে আমাকে দেখল না।

রুবা নাও, খেয়ে ফেল।

সে গ্লাস নেবার জন্যে হাত বাড়াল না। বাড়াবে না জানতাম। সেই বোধ এখন তার নেই। আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে। আমি তাকে উঠে বসালাম, তার মুখের কাছে গ্লাস ধরলাম। সে খাচ্ছে। চুকচুক করে খাচ্ছে।

খেতে মজা না?

উঁ।

খাও, আরাম করে খাও। খেয়ে ঘুমিয়ে থাক।

উঁ।

তুমি মেয়ে খারাপ না। মেয়ে ভালো।

উঁ।

শুধু ভালো মেয়ে বললে কম বলা হয়, তুমি বেশ ভালো মেয়ে... বুঝতে পারছ?

হুঁ।

আমি যা করেছি বাধ্য হয়ে করেছি। ঈর্ষার কারণে করেছি। তোমার নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধব। ওদের সঙ্গে তুমি কত গল্প কর, কত হাসাহাসি। আমার সঙ্গে কোনো গল্প কর না। হুট করে ওদের সঙ্গে বের হয়ে যাও, আমার সঙ্গে যাও না। এ জন্যেই রাগ হতো।

হুঁ।

বেশি রাগ না, অল্প রাগ। রাগটা বাড়তে বাড়তে এ-রকম হয়ে গেল।

বুঝতে পারছ?

হুঁ।

তাছাড়া আমার চেহারা ভালো না। মুখ খানিকটা বাঁদরের মতো, দাঁত বের হয়ে থাকে। এই নিয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের কমপ্লেক্স আছে। আমার ধারণা, কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। রুবা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

হুঁ।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

অফিসেও কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। প্রয়োজনে কথা বলে, অপ্রয়োজনে কথা বলে না। শুধু নুরুজ্জামান সাহেব মাঝে-মাঝে বলেন। আর কেউ না। তুমিও তাই কর। কাজেই আমার ধারণা হয়েছিল– তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বুঝতে পারছ?

হুঁ।

এই জন্যেই আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি। যাতে কখনো আমাকে ফেলে চলে যেতে না পার। বুঝতে পারছ কি বলছি?

হুঁ।

কাজটা অন্যায় হয়েছে। খুব অন্যায়। পৃথিবী জায়গাটা সুবিধার না। এখানে মাঝে-মাঝে অন্যায় হয়।

হুঁ।

তোমার জন্যে আমার এখন খারাপ লাগছে। খারাপ লাগা উচিত না, কিন্তু লাগছে।

আচ্ছা।

আমি খুব শক্ত মানুষ, বুঝলে রুবা, অসম্ভব শক্ত মানুষ। মন খারাপ কী ব্যাপার তা আমি জানি না। আমি কোনোদিন কাঁদি না। কিন্তু তেমার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে।

হুঁ।

আমার মা'র কথা কি আমি তোমাকে কোনোদিন বলেছি রুবা?

না।

বলি নি। আমি কাউকে বলি নি। আমি কি আমার বড়বোনের কথা বলেছি?

না।

আমি কাউকেই কিছু বলি নি। আমি সব নিজের মধ্যেই রেখে দেই।

উঁ।

আমার বড়বোনের নাম কী বলো তো?

রুবা।

ঠিক বলেছ, রুবা। তোমাদের মধ্যে খুব মিল। আমার বড়বোন ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গিয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্টে তাই আছে। আসল ব্যাপারটা শুনবে?

রুবা শব্দ করল না। আমি বললাম, কিছু খাবে?

না।

তুমি এখন আরাম করে ঘুমাও। শুয়ে পড়। এসো শুইয়ে দেই।

আমি রুবাকে শুইয়ে দিলাম। সে কোনো আপত্তি করল না। মুখ এখনো হাঁ



Nirjoy

www.BanglaBook.org

হয়ে আছে, ওষুধের গুঁড়া লেগে আছে। কুৎসিত দেখাচ্ছে। চোখ খোলা। মাছের মতো চোখ, চোখে পলক পড়ে না।

আমি রুবার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা কর। কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছি– ভালো ঘুম হবে। যা ঘটার ঘুমের মধ্যেই ঘটবে। তুমি কিচ্ছু টের পাবে না। চোখ বন্ধ কর।

রুবা চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। পারছে না। আমি চোখের পাতা টেনে দিলাম। রুবার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। দেখাচ্ছে মসৃণ কিন্তু হাত রাখলেই খসখসে ভাব! অনেকটা সাপের গায়ের চামড়ার মতো। দূর থেকে কী মসৃণ দেখায়, কিন্তু হাত দিলেই খসখসে। আমি একবার সাপের গায়ে হাত দিয়েছিলাম। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাতে এসেছে। সবাই খেলা দেখছি। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে বাবার কোলে বসে আছি। সাপ এক-একবার ফণা তুলছে, আমি আতঙ্কে জমে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠছি। বাবা এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, সাপ অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী। একে ভয় পাবার কিছু নেই। বিষদাঁত ভাঙা সাপ কেঁচোর কাছাকাছি। খোকন, তুমি সাপের গায়ে হাত দাও। দাও হাত। হাত দিয়ে দেখ। একবার এর গায়ে হাত দিলেই তোমার ভয় ভেঙে যাবে। দাও, হাত দাও।

আমাকে হাত দিতে হলো। বাবার কথা অগ্রাহ্য করার সাহস আমাদের ভাইবোনদের কোনো কালেই ছিল না।

সাপের গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম– কী খসখসে চামড়া!

বাবা হাসিমুখে বললেন, ভয় ভেঙেছে খোকন?

আমার ভয় ভাঙে নি, তবু আমি মাথা নাড়লাম। বাবা হৃষ্ট স্বরে বললেন– নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ভয় পেতে নেই, ভয় যদি পেতেই হয় মানুষকে ভয় পাবি। মানুষ অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী। মানুষকে ভয় পাওয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে।

রুবা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? আমি তার গায়ে হাত রেখে বললাম, আমি কিছু খেয়ে আসি। আমার খিদে পেয়েছে। একগাদা পোলাও খেয়েছি, তারপরেও খিদেয় মরে যাচ্ছি। ফ্রিজে কি খাবার কিছু আছে?

হুঁ।

আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরের দেয়ালে বিরাট একটা ঘড়ি আছে। ঘড়িতে দু'টা বাজে। আশ্চর্য, আমি তো বিরাট একটা ভুল করেছি। খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে, শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে, বারান্দায় বাতি জ্বলছে, বসার ঘরে বাতি জ্বলছে। পুলিশ কেইস হলে অনেকেই সাক্ষ্য দেবে– অনেক রাত পর্যন্ত ঐ বাড়িতে বাতি জ্বলছিল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাবার ঘর ও বাসার ঘরের বাতি নিভালাম। একসঙ্গে সবগুলো বাতি নেভানোও ঠিক না। সন্দেহ হবে। ফ্রিজ খুললাম। অনেক খাবারই আছে। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া স্যান্ডউইচ, লাড্ডু, রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি।

একটা লাড্ডুর অর্ধেকটা মুখে দিতেই আমার খিদে চলে গেল, বমি-বমি ভাব হলো। প্রচুর খাওয়া হলে যেমন বমি ভাব হয় সেরকম।

আমি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে বসলাম। রুবার ঘরের বাতি এখনো জ্বলছে। বাতি নিভিয়ে দেওয়া দরকার। বাতি জ্বালানো থাকলে কেউ ঘুমুতে পারে না। রুবা তো একেবারেই পারে না। যদিও এই রুবা হলো অন্য রুবা। তবুও দীর্ঘদিনের একটা অভ্যাস।

রুবার ঘরে ঢুকলাম। সে ঠিক আগের মতো শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। চোখ এখনো খুলে নি। এটা একটা ভালো লক্ষণ। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ডেকে দেখব?

থাক, ডাকার দরকার নেই। কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা পর এসে দেখব কী ব্যাপার। এই এক ঘণ্টা আমি বিশ্রাম নেব। বারান্দায় চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকব। আমার নিজের বিশ্রাম দরকার। অস্বাভাবিক ব্যাপার যা ঘটছে বিশ্রাম নিলে সে-সব পুরোপুরি বন্ধ হতে পারে।

আমি বারান্দায় এসে বসলাম। জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। বারান্দা চিক দিয়ে ঢাকা, তারপরেও চিকের ফাঁক দিয়ে শীতল হাওয়া আসছে। একটা চাদরে গা ঢেকে বসা দরকার ছিল। পা তুলে বসলাম। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করতে হবে– নয়তো শেষটায় পাগল হয়ে যাবে। বারান্দার বাতি নেভানো, তবু খানিকটা আলো আসছে। চাঁদের আলো? 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ।' কে বলত এ কথাটা? রুবা না? হ্যাঁ রুবা।

একদিন অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হলো– ইয়ার এন্ডিং-এর ঝামেলা। বাসায় ফিরেছি রাত এগারোটায়। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি বিরাট উৎসব। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা বারান্দায় গোল হয়ে বসে আছে। আজ না-কি চাঁদের পঞ্চমী। চাঁদ ডুবে গেলে জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা পড়া হবে।

রুবা পরীর মতো সেজে বসে আছে। গলায় ফুলের মালা। খোঁপায় ফুল। রুবা এসে বলল, তুমি চট করে হাত মুখ ধুয়ে আমাদের সঙ্গে এসে বসো তো।

কেন?

সুব্রত এসেছে।

সুব্রতটা কে?

আশ্চর্য! সুব্রতকে চেন না? বিখ্যাত আবৃত্তিকার। নান্দনিক গোষ্ঠীর সুব্রত দে। ও আজ কবিতা পাঠ করবে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি একাউন্টেন্ট মানুষ। আমি কবিতার কী বুঝি?

তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না। তুমি চুপচাপ বসে থাকবে।

আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

তিনটা প্যারাসিটামল খাও। আমি গরম এক কাপ চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাও। চা খেয়ে আমাদের সঙ্গে বসো। জীবনানন্দ দাশের কবিতা তোমার ভালো লাগবে।

রুবা প্রায় জোর করেই আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। সুব্রত নামের ছেলেটা আমাকে পাত্তাই দিল না। সে পৌষমেলার কী এক গল্প করেছিল– সেই গল্পই করতে লাগল। আমি বোকার মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে শোবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনি কবিতা পাঠ হচ্ছে। সুব্রত না, কবিতা পড়ছে রুবা–

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ;
বধূ শুয়েছিল পাশে– শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল– জ্যোৎস্নায়– তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেল তার?...

কবিতা শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় গভীর ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নি।

এখনো ঘুম পাচ্ছে। চোখ ভেঙে ঘুম নামছে। ঘুমিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? যদি সময়মতো ঘুম না ভাঙে! যদি জেগে উঠে দেখি দশটা বেজে গেছে– চারদিক আলো হয়ে আছে।

খোকন! খোকন!

আমি ধড়মড় করে উঠলাম। বাবার গলা। শ্লেষ্মা জড়ানো ভারী স্বর। ভুল হবার কোনো কারণ নেই। বাবার গলা শুনব কেন? তিনি বেঁচে নেই। ডেড এন্ড গন। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। বাবা আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেমন দাঁড়ান, খানিকটা কুঁজো হয়ে একটু ঝুঁকে এসেছেন। গা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ আসছে। তাঁর গায়ে হলুদ কোট। কোটের তিনটা হলুদ বোতামের একটা লাল। হলুদ বোতাম একটা খুলে পড়ে গিয়েছিল। মা কোত্থেকে যেন একটা লাল বোতাম এনে লাগিয়ে দিলেন। বাবা নির্বিকার। সেই কোট পরেই স্কুলে ক্লাস নিতে যান।

খোকন, ওঠ্ ওঠ্। তোর এক ঘণ্টা ঘুমুবার কথা, তুই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ঘুমুচ্ছিস। ওঠ্ ওঠ্। শেষে একটা বিপদ বাঁধবি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা আপনি?

হ্যাঁ, আমি। বারান্দায় বসে বসে ঘুমুচ্ছিস কোন আক্কেলে? শেষটায় নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে... নিজের শরীরের দিকে লক্ষ রাখবি না? নিজের শরীরের যত্ন নিজে না করলে কে করবে? বৌ-মার অবস্থাও তো ভালো না।

আমি কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা ভয় নিয়ে বাবাকে দেখছি। শেভ করেন নি, গাল ভর্তি খোঁচা-খোঁচা সাদা কালো দাড়ি। প্রতিদিন শেভ করা বাবার ধাতে ছিল না। প্রতি তিনদিন পর-পর শেভ। পয়সা বাঁচানো।

হাঁ করে কী দেখছিস রে খোকন?

আপনাকে দেখছি।

দেখাদেখির কিছু নেই রে বাবা। সময় সংক্ষেপ। এখন কাজে লেগে পড়তে হবে। তুই একা পারবি না বলেই তোকে সাহায্য করতে এসেছি।

আমাকে সাহায্য? আমাকে কী সাহায্য?

বৌ-মার ডেডবডি সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে না? তুই একা পারবি?

আমি হেসে ফেললাম। আমার বাবা, ঠাকরোকানা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের হেলুসিনেশন। কিংবা আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। মানুষ যখন ভয়াবহ কোনো সমস্যায় পড়ে তখন স্বপ্নে সে রিলিফ পায়। এও এক ধরনের রিলিফ। আমাকে সাময়িক রিলিফ দেওয়ার জন্যে আমার বাবা আজহার উদ্দিন সাহেব চলে এসেছেন। কেমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছেন, তোকে সাহায্য করতে এসেছি– হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন? এটা কি হাসির সময়?

আপনি একা এসেছেন কেন বাবা? মা'কে নিয়ে এলেন না কেন?

তাকে আনব কী করে? তাকে কুকুরে কামড়াল না? ওর কি চলাফেরার অবস্থা আছে! তুই অকারণে দেরি করছিস। আয় আমরা কাজে নেমে পড়ি।

আচ্ছা বাবা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

মাথা খারাপ হবে কেন? আমারা তো পাগলের বংশ না। এই বংশে কোনো পাগল নেই। আমাদের অতি উচ্চ বংশ।

বাবা, আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। বসুন। কিছু খাবেন বাবা? গরম চা কিংবা কফি?

চা খাওয়া যায়। শীতটাও বেজায় নেমেছে– তুই পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় বসে আছিস কীভাবে?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি আবারো হো হো করে হাসলাম। নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকালাম। কী আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে স্বপ্নে, বাবাকে দেখছি! একেবারে বাস্তবের মতো স্বপ্ন। কিংবা কে জানে সত্যি-সত্যি বাবা হয়তো পরলোক থেকে চলে এসেছেন। এখন পিতা-পুত্র মিলে ডেডবডি সরাব– হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন?

এমনি হাসছি।

চা বানালে তাড়াতাড়ি বানা। আদা থাকলে এক টুকরা আদা দিয়ে দিবি। আমার গলা বসে গেছে।

বাবা হুঁ হুঁ করে গানের কী একটা কলিও যেন ভাজলেন। 'সখি হে সখি হে' ধরনের গান। এ-তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো।

আমি বারান্দা থেকে বসার ঘরে ঢুকলাম, বাবা পেছনে পেছনে এলেন। শব্দ করে হাই তুললেন, আঙ্গুলে তুড়ি বাজালেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এটা যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে বেশ কঠিন এবং জটিল স্বপ্ন। Powerful dream.

বাবা আনন্দিত গলায় বললেন, ঘর-দোয়ার তো খুব ঝকঝকে।

আমি বললাম, আপনার বৌ-মা'র শুচিবায়ুর মতো আছে।

আগে বলবি তো– আমি ধুলাপায়ে ঢুকেছি।

কোনো সমস্যা নেই, ও তো আর কিছু বুঝতে পারছে না।

তাও সত্যি। তুই ভালো কথা মনে করেছিস। এখন মূল বিষয়ে আয়– ডেডবডি কীভাবে সরাবি বলে ঠিক করেছিস। পদ্ধতিটা কী?

ডিসপারসান পদ্ধতি।

সেটা কী?

সত্যি জানতে চান?

অবশ্যি জানতে চাই।

ডেডবডি, টুকরো টুকরো করে বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। খুব ভালো পদ্ধতি। ফুল প্রুফ।

আমার কাছে তো খুব ভালো পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে না। নোংরা পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে। কাটাকুটি কে করবে? তুই?

হুঁ।

পারবি? এত দিনের চেনা একটা মেয়ে। তার ওপর প্রচণ্ড রাগ থাকলে অবশ্যি পারবি। আছে প্রচণ্ড রাগ?

কিছুটা আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তোর বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় রাগ কমে গেছে। এখন তো কাটাকুটি করতেই পারবি না। তাছাড়া রক্ত-টক্ত বের হয়ে বিশ্রী অবস্থা হবে। সিপারসান পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই? তোর মাথা তো বেশ পরিষ্কার। চিন্তা-ভাবনা করে কিছু বের করতে পারিস না?

বাবা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মোটা চশমার আড়ালে বাবার চোখে আগ্রহ ঝিকমিক করছে। সেই চোখ দেখে আমার পেটে হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছে– কী বিশ্রী ঝামেলা তৈরি হয়ে গেছে। আমি আমার চোখের সামনে আমার নিজের মনেরই একটি অংশকে দেখতে পাচ্ছি। সেই অংশটি বাবার রূপ ধরে সামনে এসেছে। আমাকে তাল দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি জানি যথা সময়ে সে নিজ মূর্তি ধরবে।

খোকন!

জি বাবা।

কই চা খাওয়াবি বলেছিলে তার কী করলি!

চা বাবা আপনি খাবেন না– কারণ আপনার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি যদিও আপনাকে দেখছি, আসলে আপনি আমার সামনে নেই। আমার মাথার নিউরোনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে বলে আমি আজগুবি সব ব্যাপার দেখতে শুরু করেছি।

তোর মাথায় কী হয়েছে?

কী হয়েছে আমি জানি না। বড় কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে তিনি হয়তো বলতে পারতেন। তা তো সম্ভব না।

বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, বৌ-মা'র মৃত্যু তোকে খুব এফেক্ট করেছে। নিজের হাতে খুন করেছিস তো, এই জন্যেই বেশি লাগছে। ভাড়া করা লোক পেলি না? ওরা যা করার চুপি-চুপি করত– তুই টাকা দিয়ে খালাস। মানুষ মারতে আজকাল কত নেয়? রেট কত?

চুপ করুন তো বাবা।

তুই নিজ হাতে খুন করেছিস বলে কি তোর কোনো অপরাধ বোধ আছে?

না।

গুড। না থাকাই উচিত। মৃত্যু হলো কপালের লিখন। যার যেভাবে মৃত্যু লেখা সেভাবেই হবে। তুই নিমিত্ত মাত্র। বৌ-মা'র কপালে লেখা ছিল তোর হাতে মৃত্যু। তুই হাজার চেষ্টা করেও সেই লেখা ফেরাতে পারতি না। কাজেই যা হবার হয়েছে। বি হ্যাপি।

বাবা আবার গুন-গুন শুরু করলেন– 'সখি হে! সখি হে।' বাবার প্রিয় গান। গান থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, বি হ্যাপি মাই সান।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি হ্যাপিই আছি। আপনি চলে যান।

চলে যাব?

হ্যাঁ চলে যাবেন। অবশ্যই চলে যাবেন।

তোকে এমন ঝামেলায় ফেলে যাব?

হ্যাঁ যাবেন। আমার ঝামেলা আমিই মেটাব। ঝামেলা করার সময় তো আর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করে করি নি।

তবু... তুই আমার ছেলে। তোর কষ্ট দেখে কষ্ট হয়।

বাবা, আমার কোনো কষ্ট নেই। আপনাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি আপনি চলে যান।

আচ্ছা বেশ যাচ্ছি– বৌ-মা'র ডেডবডি কীভাবে সরাবি একটু বলে দে। তোর মাকে বলতে হবে তো। গেলেই জিজ্ঞেস করবে।

একটা বস্তায় ভরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসব।

কোথায় ফেলবি?

জানি না কোথায়। এখনো ঠিক করি নি।

আজে বাজে কোনো জায়গায় ফেলিস না। এত ভালো একটা মেয়ে।

ভালো মেয়ে।

অবশ্যই ভালো মেয়ে। সে যে ভালো মেয়ে সেটা আমি যেমন জানি, তুইও জানিস। জানিস না?

বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেছেন। তাকাচ্ছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বাবার চোখে এই দৃষ্টি সহ্য করা সম্ভব না। কী শীতল, কী ঠাণ্ডা চোখ!

খোকন!

জি বাবা।

তুই অসুস্থ। ভয়ংকর অসুস্থ। জন্ম থেকেই তুই অসুস্থ ছিলি। আমরা বুঝতে পারি নি। তুই যে কাণ্ডটা করেছিস, অসুস্থ বলেই করেছিস। তোর এই অসুখ আরো বাড়বে– তুই এমন কাণ্ড আরো করবি। সেটা কি ঠিক হবে?

ঠিক হবে কি হবে না, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি কেউ না।

আমি কেউ না তা কী করে বললি রে ব্যাটা? আমি তোর বাবা না? মনে নেই একবার তোর পেটে যন্ত্রণা হলো– সারারাত তোকে কোলে নিয়ে হাঁটলাম। তোর মা বলল, কতক্ষণ আর তুমি হাঁটবে– আমার কোলে দাও। আমি খানিকক্ষণ হাঁটি। কিন্তু তুই মার কোলে যাবি না, বানরের বাচ্চার মতো আমার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইলি– ভুলে গেছিস?

না। ভুলি নি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তোকে কোলে নিয়ে হাঁটতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। তুই পেটের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলি, সেই জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম তোর পেটের ব্যথা সারলে আমি একশ' রাকাত নামাজ পড়ব। মানতটা করার সঙ্গে সঙ্গে তোর পেটের ব্যথা কমে গেল।

আপনি মানত আদায় করেছিলেন?

অবশ্যই। তোকে তোর মার কাছে দিয়ে জায়নামাজে বসলাম। নামাজ শেষ করে তারপর উঠলাম।

আপনি এত ভালো মানুষ কিন্তু আপনার ছেলে এত খারাপ হলো কেন?

সেটা তো বাবা বলতে পারি না। জগৎ বড়ই চিবিত্র। তোর মার কথাই ধর। এমন একজন মহিলা, অথচ কী কুৎসিত মৃত্যু হলো। যে কুকুরটাকে এত আদর করত, তার মরণ হলো কুকুরের হাতে।

আপনি চলে যান তো বাবা।

আচ্ছা যাচ্ছি। বৌ-মা'কে একবার দেখে যাব না?

তাকে দেখার কিছু নেই।

আহা, একটু দেখে যাই। চোখের দেখা আর কিছু না। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে চলে যাব। ওর পেটে যে একটা বাচ্চা ছিল সেটা বোধহয় তোকে বলে নি। না-কি বলেছে?

আমি কিছু বললাম না। এক দৃষ্টিতে বাবাকে দেখছি। এ কে? সত্যি কি বাবা এসেছেন? না মাথার ভেতরের কোনো ভ্রান্তি উঠে এসেছে?

বাবা হাই তুলতে-তুলতে বললেন, দু'মাসের একটা বাচ্চা ছিল– বৌ-মা ভেবেছিল তোর জন্মদিনে বলবে। তোকে অবাক করে দেবে। কবে যেন তোর জন্মদিন?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা হাসিমুখে বললেন– আমার মনে হয় আজই তোর জন্মদিন। আমার অবশ্যি দিন-তারিখ মনে থাকে না। গুবলেট করে ফেলি। তোর মা ঠিক-ঠাক বলতে পারত। একবার ভেবেছিলাম তোর মাকেও নিয়ে আসি। কুকুরে কামড়ানোর পর ওর শরীর ভালো না... এই জন্যেই আনি নি।

বাবা প্লিজ আপনি চলে যান। আমি আপনার পায়ে পড়ছি।

আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। যাচ্ছি। বৌ-মা'কে একবার দেখে যাব না? কখনো দেখি নি। আচ্ছা যান দেখে যান– ও শুয়ে আছে। ওর সঙ্গে ইচ্ছা করলে কথাও বলতে পারেন। ও এখনো মরে নি, কথা বলে হাঁটে পানি খায়...



Nirjoy

www.BanglaBook.org

গলায় বালিশ চেপে ধরে রাখলে কেউ কি আর বেঁচে থাকে রে বোকা? তুই যা দেখছিস সব মনের কল্পনা। মনের বিকার। তোর স্নায়ু ভয়ংকর উত্তেজিত। এই জন্যেই তোকে নিয়ে এত চিন্তা লাগছে।

আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। আপনি চলে গেলে আরো ভালো থাকব। যান আপনার বৌ-মা'কে দেখে চলে যান।

ওর গায়ে একটা কাপড় পরিয়ে দে বাবা। সুন্দর একটা শাড়ি পরিয়ে দে। ছেলের বৌ প্রথম দেখছি। ওর বিয়ের শাড়িটা আছে না?

হুঁ আছে।

বিয়ের শাড়িটা পরা, আর কিছু গয়না-টয়না পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দে। আমি মাকে দেখে চলে যাই।

বাবা আমি এইসব কিছুই করব না।

বাবা, তীব্র গলায় বললেন, তুই অবশ্যই করবি। আমি আমার বৌ-মা'র নগ্ন মূর্তি দেখব?

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। এটা স্বপ্ন হতে পারে না। স্বপ্নে এমন তীব্র গলায় কেউ কথা বলে না। স্বপ্ন এত দীর্ঘও হয় না। এটা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাও না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা এত গোছানো হয় না। তাহলে কী হচ্ছে?

খোকন!

জি বাবা।

বৌ-মা'কে বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। তোর মা মনে কষ্ট পাবে।

মা তো বেঁচে নেই বাবা।

বাবা চিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি সেই হাসি দেখে চমকে উঠলাম। তাঁর নিজের মৃত্যুর সময়ও তিনি ঠিক এইভাবে হেসেছিলাম। মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়া করালেন। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ দোয়া করলেন। তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ হেসে মারা গেলেন।

খোকন।

জি বাবা।

বৌ-মা'কে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না বাবা।

আপনি কী করতে বলেন?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুই বৌ-মা'র বাবা-মা'কে খবর দে। তোর বন্ধু ওসি সাহেবকে টেলিফোন করে সব খুলে বল।

পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

বাবা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা হয়তো দিবে। কী আর করা।

বাবা, ফাঁসিতে ঝুলতে আমার ভয় লাগবে।

ভয়ের কী আছে। ভয়ের কিছু নেই। মানুষের প্রধান কাজ হলো ভয়কে জয় করতে শেখা।

আপনি আমাকে বলছেন পুলিশকে খবর দিতে?

হ্যাঁ।

আমি যদি তা করি আপনি কি আমাকে আগের মতো ভালোবাসবেন?

তুই পুলিশকে কিছু না বললেও তোকে আগের মতো ভালোবাসব। ছেলেমেয়ে ভালো কি মন্দ বাবা-মা'র ভালোবাসা তার ওপর নির্ভর করে না রে বোকা।

আপনি কি সত্যি বলছেন বাবা?

হ্যাঁ সত্যি বলছি। আরেকটা সত্যি কথা শুনে যা– বৌ-মা তোকে ভয়ংকর ভালোবাসতো। তোর মা আমাকে যতটা ভালোবাসতো বৌ-মা তোকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতো। তোর মা'র ভালোবাসা অপাত্রে পড়ে নি, কিন্তু আমার বৌ-মা'র ভালোবাসা পড়েছিল অপাত্রে।

বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তিনি তার ময়লা মাফলারে চোখ মুছছেন।

আমি বললাম, বাবা আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি আপনার বৌ-মা'কে বিয়ের শাড়ি পরিয়ে আপনাকে খবর দেব।

আচ্ছা।

আর আমি আপনি থাকতেই পুলিশকে খবর দেব।

গুড।

আপনি কি সত্যি এসেছেন বাবা?

বাবা হাসলেন।

আমি সুন্দর করে রুবাকে সাজালাম। শাড়ি পরালাম। গয়না পরালাম। রুবা কোনো নড়াচড়া করল না, কোনো শব্দও করল না। যে মৃত্যুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম– সেই মৃত্যু তার ঘটেছে। আমি রুবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম– রুবা, আমার বাবা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

রুবা তার উত্তরেও কিছু বলল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রুবাকে সাজানো শেষ করে বসার ঘরে এলাম। বাবা নেই। থাকবে না আমি জানতাম। আমার মাথা যে ভ্রান্তি তৈরি করেছিল সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছে।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে থানায় টেলিফোন করলাম। শান্ত ভঙ্গিতে ওসি সাহেবকে বললাম, ওসি সাহেব আমি ভয়ংকর একটা অপরাধ করেছি। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। আসুন, আপনি আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান। রুবার হাত ধরে আমি বসে আছি। কী অসম্ভব কোমল তার হাত।

রুবা কাত হয়ে শুয়ে আছে। বেনারসিতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রুবাকে।

ওকে একটু কাজল পরালে হয় না? কোথায় আছে কাজলদানী?

দরজার ওপাশ থেকে আমাকে চমকে দিয়ে বাবা বললেন– ড্রয়ারে আছেরে খোকন। ড্রয়ারটা খোল।

তিনি তাহলে এখনো যান নি? এখনো আছেন? আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি রুবাকে কাজল পরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

আকাশে চাঁদ আছে। বারান্দায় চাঁদের ক্ষীণ আলো। এটা কি রুবার সেই বিখ্যাত পঞ্চমীর চাঁদ? কখন ডুববে পঞ্চমীর চাঁদ?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org



## কুকুর

'কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'জি ভালো আছি।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'বসব খানিকক্ষণ?'

'জি বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।'

'আমাকে কি চিনতে পারছেন?'

'জি না।'

'ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হলো। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।'

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলাপের পর সারা জীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটথ্ মে মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।'

'ভালো, খুবই ভালো।'

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমিরায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শঙ্কিত বোধ করছি। এখনি হয়তো বলবেন, 'আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।'

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুঁতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোনো মিশুক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন?'

'জি না, করি না।'

'শুনে ভালো লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আংটি।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়তো কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

'প্রফেসর সাহেব!'

'জি।'

'আপনি কি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?'

'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।'

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিতবোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয় হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারি নি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা-একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

'প্রফেসর সাহেব, উঠি।'

'উঠবেন?'

'জি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তা ছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।'

'আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোনো অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।'

'গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কো-ইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে– ঐ গল্প ছাড়া আমি কোনো গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনি যদি দয়া করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোনো একদিন চলে এলে ভালো লাগত।'


Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরনো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয় নি। বাড়ির সামনে দু'টা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

'একদিন যদি আসেন আপনার ভালো লাগবে। আমার জীবনের কো-ইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শুনবেন।'

'জি, আচ্ছা, একদিন যাব।'

'আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?'

'জি আছে।'

'নামটা বলুন তো?'

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নামটা বোধহয় আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?'

'জি না।'

'মনে থাকার কথাও না। আন-কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন– আলিমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।'

'জি আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।'

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐ দিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে দিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমিরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম– 'অপূর্ব!'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন– 'বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভালো লাগবে।'

'আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?'

'ষোল হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশ কিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।'

'সব আপনার নিজের সংগ্রহ?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছু কিছু মানুষ আছে পশু-প্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এই সব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিখারি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিখিরির কাছে এগিয়ে যাবে না। কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি– আমি এ-রকম কোনো পশু-প্রেমিক না। কুকুর বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তা ছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতঙ্ক এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায়– এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল, গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে– বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড়ো করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ানো। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, 'কী হচ্ছে রে নান্টু?'

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, 'নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত লাগে তো এই জন্যে।' দলের বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হয়তো তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়তো বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালোবাসে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কেরোসিন দিয়েছিস না কি?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, 'আপনি চলে যান।'

তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের ককুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধ্বক করে উঠল। এরা কুকুরছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোনো খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে-মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, 'এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?'

নান্টু কঠিন মুখে বলল, 'তাতে আপনার কী?'

'কেন কেরোসিন ঢাললি?'

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, 'কুকুরটা আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুংঘুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুংঘুর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুংঘুর বাজবে। এইটাই মজা।'

আমি হতভম্ব। এরা বলে কি! ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো-বা সে মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শার্টে আগুন ধরে গেল। প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, 'বের করতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চাটা বেঁচেছিল?'

'না বাঁচে নি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ডডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিকেলে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠানো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজে। দু'মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হলো। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম। তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আলিমুজ্জামান সাহেব নিশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম, 'আপনি একজন অসাধারণ মানুষ।'

'মোটেই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকরছানার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরও মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে হয়তো বোকামিই করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা– মূল গল্প এখন বলব।'

ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনো খুব দুর্বল। ডাক্তার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে বসেই দিন কাটছে। আমার ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড়ো হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না বা ছোটাছুটি করছে না। সব ক'টা মূর্তির মতো বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি!

একসঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি এর আগে কখনো দেখি নি। এদের এই জাতীয় আচরণের কথাও শুনি নি। আমাকে তাকাতে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি– দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে-একে চলে গেল। যেন ওদের কোনো গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে– এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে-মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোনো সময় না। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার এরকম হয়।

এ-রকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর-রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল– কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোট বোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে। কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ "কুকুর-রাজা"।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড। এক মাস দু'মাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড়ো হয়। মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকে। একবার আমার চোখ পড়ামাত্র মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটছে। যেন কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা-দুটা কুকুর সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষট্টি। আজও এই ব্যাপার ঘটছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'বলেন কি?'

'যা বলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের মতো ঘনঘন হয় না। ছ' মাসে এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম তোমরা কী চাও? এইসব কেন তোমরা কর?'

'ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, পছন্দ হয় না। একদিন দু'দিনের ব্যাপার হলে হয়তো পছন্দ হতো। একদিন-দু'দিনের ব্যাপার তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।'

'ভবিষ্যতে আবারও হবে বলে কি আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?'

বলতে বলতে আলিমুজ্জামান সাহেবের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, 'আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আফসেট। এতে আফসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে– এতে রাগ হবার কী আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।'

'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।'

এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোন্‌টি?

'পুরো ব্যাপারটাই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলি নি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'বলুন শুনি।'

'যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে?'

'না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে গ্রহণ করি নি। ভূত-প্রেত, ঝাড় ফুঁক, পীর ফকির কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কিনা সারাজীবন একটা অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলিমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?'

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়লাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হলো আগে বলে নেই। কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্রাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়া-গাঁ ধরনের শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসি নি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই। পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতির-যত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানা ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হতো। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হলো কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটদ খায়। একবার একটা বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।'

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোর রুম ছিল। একটামাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘর ভর্তি মাকড়সার ঝুল। দু'টি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করার জন্যে।

সে কি করল কে জানে। ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দু'টির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রং কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল, 'রাত দশটার পর কারেন্ট আসে।' আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্টির ডেমনেসট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখি নি। মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপ দাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটে-খাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হলো স্যার।'

'না, তকলিফ আর কী?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু তাঁর এক ছেলের মাথায় দোষ হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, 'আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন 'স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, 'এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলা আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিন্যুর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।'

বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি। সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন' 'রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ-টব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।'

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ-তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দু'শ গজ দূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েক বার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভালো।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।'

'বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও অতি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হলো নাভীর উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে নাভীর উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আসল সাপ। শঙ্খচূড়।

এক সময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছে করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।'

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্র মাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'সাপ যে জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।'

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অদ্ভুত কথা। আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?'

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, 'জি না স্যার।'

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে এক সময় বলেই ফেললাম, 'সারাদিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছেন স্যার? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনো আসে নি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশত রান্না হচ্ছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'তাই নাকি?'

'জি। আপনি গরু খান তো?'

'জি খাই।'

'এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে-মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার, তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'পঁচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তাই বুঝি?'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রীর রান্না খুব ভালো।'

'তাই নাকি?'

'জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে ছেলেটা পাগল তার বৌ।'

'ও আচ্ছা।'

'বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বঁটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এই জন্যেই রান্নার দেরি হচ্ছে।'

'কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হতো। এদের দুঃসময়ে...'

'কী যে বলেন স্যার। আপনি আমাদের মেহমান না? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গাই নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। হঠাৎ সাব-ডিভিশন হয়ে গেল। ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।'

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এলো। দু'টি প্লেট। সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে-ধুতে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা-একা খাবেন, তা কি হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেক কিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে সে কিছু খাবেও না।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব।'

'জি স্যার।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে' ভালো রাঁধত বলে আমার মনে হয় না।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হলো। তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন। পান-সুপারি-জর্দাও আছে কৌটায়।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন। দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন, বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলছে তার দেখলাম তেমন ভয়-টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে-শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে স্যুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটে নি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম– 'কে কে?' আর তখনি শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ-থৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনো গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হালকা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গি পরা খালি গায়ে একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, 'আদাব স্যার।'

'আদাব। তুমি কে?'

'আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।'

'তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?'

'জি স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে ছিলাম।'

'কাউকে যেতে দেখেছ?'

'আজ্ঞে না। কেন স্যার? কী হয়েছে?'

'না, এমনি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এলো। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিং-এর লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়-ভয় লাগে, আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কী?

আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এ রকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা-একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স' তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিকেলসও নেই। সে-নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দু'জন টিচার। ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, 'কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-ট্রাসও তেমন হয় নি। একটু দেখেশুনে নিবেন স্যার। পাস মার্কটা দিয়ে দিবেন।'

আমি হেসে বললাম, কী করে দেব বলুন! দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করে নি।

'কী করে করবে বলেন, স্ট্রাইক-ফাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।'

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্রছাত্রীর কেউ তাঁকে এক মুহূর্তের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাব মতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, 'খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।'

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিকেলস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কী?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

দুপুরবেলা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হলো বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, 'দেন, সবক'টিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।'

কোনো প্রিন্সিপ্যালকে এ-রকম কথা বলতে শুনি নি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'রাতে অসুবিধা হয় নি তো?'

'জি না, হয় নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনো কিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সঙ্কোচ করবেন না।'

'না, করব না।'

'সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।'

'তাই নাকি?'

'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বোধ হয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা-হা-হা।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হলো রাত ন'টায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয় নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালোই পড়লেন।'

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যে বোধহয় আজ সাপের গল্প শুরু হলো না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত-বিরাতে বেরুবোর সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'খুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হলো। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হলো। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়ে কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম– 'কালিপদ, কালিপদ।' কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে-মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো আঁধারী। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছে। ঢাকা শহরে ঝিঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না। সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে। শুনতে ভালো লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসন কোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

'এই কালিপদ।'

'আদাব স্যার।'

'একটু শুনে যাও তো।'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

'রাত দুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি?'

'হ স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেনো?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'কতদূর?'

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

'কালিপদ তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন?'

'হ্যাঁ, এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আস, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়া আসি?'

'না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।'

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আদিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়াও পৃথিবীতে কিছু ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডাল ভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছি। মঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর? সে তার উত্তরে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ, না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রাম-ট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ করলাম লোকটা একটু ভীতু টাইপের। কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি কি হলো কালিপদ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সব সময় ভীতু ধরনের হয়।

এক সময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে, এখন দেখাচ্ছে সরুর ফিতার মতো। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

কালিপদ নদীর নাম কী?

'বিরুই নদী।'

'বিরুই চরের কথা শুনেছি। এই নামে যে নদীও আছে কে জানত।'

'নদী পার হতে হবে?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্তযাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করি নি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ রকম হয়েছে। যৌবনে জরী নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কি সব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে



Nirjoy

www.BanglaBook.org

হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হলো না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ছোটলোক।' আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ ভালোবাসার একটি কথাও দু'জনের কেউ বললাম না।

'স্যার এই বাড়ি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড় পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচাল– 'কে কে?'

কালিপদ বলল, 'দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ।'

দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হলো। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বের হয়ে এলো। চোখ কপালে তুলে বলল, 'স্যার আপনি?'

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন?'

'কোনো কারণ নেই। ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়? আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'জি।'

'খুব লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভেতরে এসে বসেন।'

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনো কাটে নি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার।'

'না, না, ঝামেলা কী হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি!'

'স্যার একটু চা করি?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না, না। কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছোটাছুটি শুরু করলেন। উঠানে চুলা জ্বালানো হলো। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব।'

'জি স্যার।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'লোকজন দেখছি না যে। আপনি একাই থাকেন নাকি?'

'বিয়ে-শাদি তো করি নাই।'

'করেন নি কেন?'

'ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সে রকম না।'

'জি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।'

'তাই নাকি?

'অতি অল্প। ধানী-জমি।'

'একা-একা থাকেন, ভয় লাগে না?'

'ভয় লাগবে কেন?'

সিরাজউদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কীভাবে সেটা করা যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'জি না। এই সব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্টি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কি কি নাকি দেখে। আমি কোনোদিনই দেখি নাই। রাত বিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি।'

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুরের রসের চা। চমৎকার পায়েস পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, 'তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।'

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করব না কেন? কোরান শরীফে পরিষ্কার লেখা– জিন এবং ইনসান। হাশরের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে জিনেরও হবে।'

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো?'

'জি না। সাধারণ লোকে দেখে না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনা মুশকিল। তবু একবার বললাম, 'আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভালো। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চ লাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই রকম হলো। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা কিছু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, 'কী হইল স্যার? কি হইল?'

'কিছু হয় নি। মাথাটা কেমন যেন করল।'

'মাথা ধুইবেন স্যার? নদীর পানি দিয়া...।'

'মাথা ধুতে হবে না। চল রওনা দেই।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

'কালিপদ!'

'জে আজ্ঞে।'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়-টয় লেগেছে?'

'জে না।'

'ও আচ্ছা! চল আস্তে আস্তে হাঁটি।'

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি না কে জানে। ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে লোক মাঝ-রাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যাই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমতো শুনছি না। বি.এস.সি. পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দু'টি ক্লোরিন এটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?'

'ঘুম ভালোই হয়েছে।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ ওষুধ দিতে পারি।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, 'আপনি কি হোমিওপ্যাথিকও করেন?'

'জি। ছোটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। রোগী-টুগী ভালোই হয়।'

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

'কি স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?'

'জি না, ভূত প্রেত এবং হোমিওপ্যাথ– এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, 'হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না কেন? এটা তো হাইলি সায়েন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস করা ডাক্তার ছিলেন।'

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি অষুধে যে আসলে কোনো অষুধই থাকে না সেটা মোলার কনসাইট্রেসন এবং অ্যাভাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সব সময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে, চলতে থাকুক। আমি বললাম,

আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন, 'আমি ঘরে চলে যাব।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরও খারাপ হলো। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন– 'ও আচ্ছা, আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তাই না? কিচ্ছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।'

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জি শুনেছি।'

'ভালো খবর কেউ কখনো শুনে না। কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বলেন, সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাঁধাবে।

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।'

'অসুখটা শুরু হলো কীভাবে?'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এলো। শুধু চা নয়। মিষ্টি, সিঙ্গাড়া, কচুরি।

'নিন চা নিন। ক্ষিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথা ধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কী করে অসুখটা শুরু হলো সত্যি জনতে চান?

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না, শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলছিলাম। ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি। ছুটিছাঁটা কম। সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দু'বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি।'

রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল– তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারি নি। এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনেছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'কয়েকদিন পর আবার এরকম হলো। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তারা খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাবার পর আবার আমার ছেলে ঐ রকম করতে লাগল।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কী হলো বলুন?'

'আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।'

'কখন হতো?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা।'

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দু'টা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসেন নাকি এখানে?'

'আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা-সাড়ে দশটার আগে যায় না।'

'আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?'

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভালো করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কি যে অসহায় লাগছে। ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।'

'ঢাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভালো আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।'

'তাই নাকি?'

'জি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বঁটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।'

'সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা-টথা বলে?'

'না, কথা-টথা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয়, এটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।'

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটার দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। একটু আগেই যাকে অসহায় লাগছিল এখন সেরকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, 'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কী বললেন?'

'আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না– সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবে না।'

'অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।'

'তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামের নির্জনতা কোনো না কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন স্যুয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।'

'চিনতে পেরেছি।'

'ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের! গরিবের ছেলেপুলে।'

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'আপনারা সবাই ভালো তো?'

'জি ভালো।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব– উনি ভালো আছেন?'

'উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।'

'ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?'

'জি, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ– বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল। নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।'

'তাই বুঝি?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।'

'এখন কি নতুন প্রিন্সিপ্যাল আসছেন?'

'জি, খুবই ভালো লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পগুজব করি।'

'খুবই ভালো কথা।'

'তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন? নতুন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে-মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।'

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।'

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দু'টি মমতায় আর্দ্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## শবযাত্রা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মতো হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন– ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালিবাগের পীর সাহেবের মুরিদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অংক করে করে প্রমাণ করে দিলেন যে, ঈশ্বর $=০^{২}$ ও এবং আত্মা $= ০^{\frac{১}{২}}$ ।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন– 'ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।'

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়ে বাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে, কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে।

ভদ্রলোক ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন, তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, 'ভাই কিছু মনে করবেন না। আপনি একজন মহামূর্খ।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না– কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বলছেন?'

'জি।'

'কেন বললেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে– বলেছেন ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জেনালের থিওরি অব রিলেটিভিটি'র একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ বেং সিংগুলারিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোনো কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছেন!'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোলাতে বললেন–

'আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না... একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।'

'বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বলবেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল, চরিত্র তার চেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়– সাইকোলজি। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমতো শিক্ষক রেখে অংক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ করেছি এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকগ্রস্থ হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, আপনি দেখি মাঝে-মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টি কি বলেন তো?

'বিষয় কিছু না।'

'বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'ক্লাসিক্যাল ম্যাকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা জানেন না...।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে যাচ্ছি না। আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্যে আমার কাছে আসেন– মদপানের লোভে?'

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ভালো কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘুরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই– বিনা পয়সায় মদ্যপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মদ্যপান করতে চায়, তবে তা নিজের বাসায় নয়, অন্যের বাসায়– যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয়– অদ্ভুত মধ্যবিত্ত!'

আমি বললাম, 'আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত।'

'অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবত্তি হচ্ছে সমাজের এক ফাজিল অংশ। আনকনট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কী দেব? স্কচ ক্লাব আছে, জিন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হুইস্কি আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। Your name it, I will make it– হা-হা-হা।'

'কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম– বিনা পয়সায় মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি– কোনো স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করে নি। প্রথম-জন অনেক কষ্টে দু'বছরের মতো টিকে ছিল, বাকি দু'জন এক বছরও টিকে নি। হা-হা-হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু-শুধু নানান বায়ানাক্কা– মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না– আরে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন? আমি কি তোমার কোনো ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরবে। বলি কখনো? না, বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মতো থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মতো। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা একা বাস করছেন, আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে-মাঝে একটু দুঃখ ভাব চলে আসে, তখন মদপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর এলকোহল একসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না– কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'বলব, আরেকদিন বলব। এখন বলেন কী খাবেন? আজকের আবহাওয়াটা ব্লাডি মেরি'র জন্যে খুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরি বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। প্রচুর টমেটোর রস দেয়া হয়।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হলো। মাসে দু-একবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এন্টি-ম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মতো, যা বলবেন– বলবেন। কোথাও সংশয়ে কিছু রাখবেন না। আমার মতো আরও অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ জলযাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ-রকম– শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌঁছার কথা। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন'টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি, আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখি নি। এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে? আমি বললাম– 'কে কে কে?' কেউ জবাব দিল না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়...

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন– 'স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন– আপনার এক মৃতবন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।'

'হতে পারে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হলো– সাইকেল। একটা সাইকেল মরে 'সাইকেল-ভূত' হবে না, যদি না হয় তাহলে আপনার ভূত-বন্ধু সাইকেল পেল কোথায়?'

যিনি গল্প করেছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, 'স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে। তাই বলে কাপড় মরে তো 'কাপড় ভূত' হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের নেংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায়? সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কী?'

মজার ব্যাপার হচ্ছে– এই ঘোর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন–

'এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন? একটা কন্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন, কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করলে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কেনো অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না, তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন, এখন যা শুনেছেন তা একটা গল্প, মজার গল্প, তাহলেই আপনাকে বলতে পারি।'

'এ গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরেই নেয় এগুলো বানানো ব্যাপার।'

'তাহলে বলুন, শুনি।'

ভদ্রলোক পরপর চার পেগ মদ্যপান করলেন। তাঁর মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। অষুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচা করার মতো শব্দ হয়, তারপর এক সময় ঘোঁৎ করে গিলে ফেলে বলেন– কেন যে মানুষ এই ছাইপাশ খায়, বলেই আবার খানিকটা নেন। যাইহোক, ভদ্রলোকের জবানিতে মূল গল্পে যাচ্ছি–



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তখন আমার বয়স চব্বিশ। এম. এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভালো রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয় নি। এম.এ.'র রেজাল্ট খুবই খারাপ হলো। কেন হলো তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি জনৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। দু-একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দি ভাষায় বললেন– 'নিকালো। আভি নিকালো।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'চলে যাচ্ছি। হিন্দি বলার দরকার নেই।'

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই, বিশাল একটা খাতা। একডজন বল পয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাস মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেল ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা– সারাক্ষণ হৈচৈ।

কিছু কিছু কামরায় রাত-দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে। মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলিতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। তাঁর শখ হয়তো এখনো আছে, ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ-বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম-মালি-কাম দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখেই মনে হয় ভদ্রলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে নিজ দায়িত্বে দিয়েছে। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌছাবে বলে মনে হলো না। ওটা নিয়ে কথা, সেটা থাকতে পারলেই হলো। নিরিবিলি বাড়ি, আমার খুবই পছন্দ হলো।

লেখালেখির জন্যে চমৎকার।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা। তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ-বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি একা থাকবেন?

'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা কী?'

'বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।'

'আর খাওয়া-দাওয়া? হোটেল এইখানে পাবেন কোথায়? সেই যদি শহরে যান। পাঁচ মাইলের ধাক্কা।'

'রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না? টাকা-পয়সা দেব।'

'আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি-না সেটা হলো কথা।'

'পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কেনো খুঁতখুঁতানি নেই।'

'আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবারে মাছ-টাছ পাওয়া যায়। হাটবার দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয় চিকন চাল খেতে অভ্যাস?'

'চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।'

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভালো খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, এত ভালো রান্না শিখলে কোথায়?

ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভালো রাঁধতে পারত।'

'পারত বলছ কেন? এখন কি পারে না?'

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, 'এখন পারে কি পারে না জানি না সার। আমার সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর-তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মতো না। অনেক দেন-দরবার করেছি কিন্তু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে, বুঝে দেখেন কত বড় হারামি।'

'কতদিন আগের কথা?'

'বছর দুই।'

'কোনো খবর পাওয়া যায় নি?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'মোড়লগঞ্জ বাজারে না-কি দেখা গিয়েছিল– আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। খোঁজ নেই নাই।'

এদের জীবনের এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালো লাগে। আমার লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হলো কথা বলবেই।

'জীবনে বড় ভুল কি করেছিলাম জানেন স্যার, সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।'

'বউ খুব সুন্দরী ছিল?'

আগুনের মতো ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তাই হলো। আমার জীবন হলো অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি, ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম, কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম, 'এ কে?'

বউ বলল, 'আমি কি জানি কে?'

ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল, আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, বাদ দাও এসব কথা।'

'বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিশী বসল। সালিশীতে ঠিক হলো বউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার উপর যমজ মেয়ে আছে। এর ফল হলো এই...'

'স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জান না?'

'জি না?'

'মেয়ে তোমার সঙ্গে থাকে?'

'জি।'

'কী নাম মেয়েদের?'

'যমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহিন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।'

'ভালো, খুব ভালো।'

'কোনো কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এখানেই থাকে, ডাক দিলেই আসবে।'

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

'বিরক্ত করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোঁটে লিপস্টিক।'

'স্কুলে পড়ে না?'

'আরে দূর– পড়াশোনা? এরা যায় আর আসে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মেয়ে দু'টিকে আমার অবশ্যি খুব পছন্দ হলো। দু'জনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই, এক গ্লাস পনি দাও তো। ওম্নি ছুটে যাবে। দু'জনই দু'হাতে দুটা পানি ভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, 'চাচা, আমারটা নেন। চাচা, আমারটা নেন।' আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দুগ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দু'টোর কোনোটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যত দিন যেতে লাগল বাচ্চা দু'টিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাটো কিছু উপহার কিনে দিলাম। দু'জনের জন্যে দুটা রং-পেনসিলের সেট; ছোট-ছোট আয়না। যাই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভালো লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির ওপরে জঙ্গলা ধরনের জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল, এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাটো দাড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়, 'স্যারের শইলডা কি ভালো? ঘুমের কোনো ডিসটার্ব হয় না তো?'

আমি প্রতি বারই বিস্মিত হয়ে বলি, 'ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন?'

'শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এই জন্যে জিগাই।'

'আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুতেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয় ডর পাইলে ডাক দিবেন, আমার নাম বদরুল, আমি রাতে ঘুমাই না, জাগান থাকি।'

'ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।'

এগারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, 'স্যার, একটা বিরাট সমস্যা। তুহীনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার।'

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা। শুধু গলা না– সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিশ্বাস নিচ্ছে সে-ই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলে নি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'স্যার, আপনার খাওয়া-দাওয়া?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। ডাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরি করবে না।'

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকাও দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'ই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন যে মনে হলো মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দু'দিকে জানালা আছে। আসবাবপত্র বলতে পুরনো একটা খাট, খাটের পাশে লেখার টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয়-ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি, হঠাৎ মনে হলো, কেউ একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি কে কে বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

আমি দুর্বল চিত্তের মানুষ নই। তবে যে কোনো সাহসী মানুষও কোনো কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ করে। আমার কেমন অন্য রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে, আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে– না, পানির পিপাসা না– অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা করেও লিখতে পরলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই সরে যাচ্ছে। দু'বার আমি বললাম কে কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেঁচানোর কোনো মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ করলাম, হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুনি হয়তো দপ করে নিভে যাবে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলার রান্নাঘরে। তা ছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিভুনিভু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কি না তাও দেখব।

দেখলাম, রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়। চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হলো, সবুজ রঙের ডোরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দু'টি মায়া মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে এসব কি দেখছি?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমতো ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শোঁ-শোঁ শব্দ তবু কমল না। ঠিক তখন বজ্রপাত হলো। প্রচণ্ড বজ্রপাত। সাউন্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম, মেয়েলী গলায় কেউ একজন বলছে– 'আপনে বাইরে আসেন।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম– 'কে?'

সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল– 'ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।'

অল্পবয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম– 'কে তুমি কে?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মনে হলো যেন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল।

ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হলো কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধুপধুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোথেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড় বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে? আমি বারান্দার রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন বিদ্যুৎ চমকাল।

বিদ্যুতের আলো স্পষ্ট দেখলাম, দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল নিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হলো আমাদের ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন? ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুৎ চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুঁদছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কী?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি– এটা বাস্তব কোনো দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনা-জানা জগতে নয়। অন্য জগতে, অন্য সময়ে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। সে অতি দ্রুত কবর খুঁদছে। কার কবর? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃদতেহ পাশেই রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা কি তার স্ত্রীর মৃতদেহ? কি আশ্চর্য, হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দু'টা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে রূপবতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সে-ই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কি আবার ফিরে এসেছে– আমি দেখছি? ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোনো অতিপ্রাকৃত বিষয়কে স্থান দেই নি। আজ আমি এটা কি দেখছি?

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম, 'তারপর? তারপর কী হলো?'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হলো। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।'

'আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কী করলেন?'

'আপনি হলে কি করতেন?'

'আমি হলে কী করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কী করেছেন সেটা বলুন।'

'দাঁড়ান, আরও খানিকটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে। আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনো ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লোকুজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরিক শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

'আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।'

'তারপর কী দেখলেন?'

'কী আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে?'

'না তা ভাবি নি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন– এরা কোনোরকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম, আমার জেদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।'

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারও খোঁড়াখোঁড়ি করা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। সবার ধারণা হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন– এই ঘটনার পর মাসখানেক আমি ঘুমুতে পারতাম না।

'গল্পটা কি এখানেই শেষ, না আরও কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোনো ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত, ইয়াকুব বৌ-টাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই ঐটা সত্যি হয়নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই এখানে একা-একা রাত্রি যাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের ওপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারি নি। কোনো একদিন বাকিটা হয়তো দেখব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন?'

'না– আমার ভূত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই– আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব নাকি যেন নাম বললেন, ও কি এখনো ঐ বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কী বলে?'

'এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ করে থাকে। ভালো কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব...।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org



প্রতি বছর শীতের সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব– হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি– তারা ভারি খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফুটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফুটে, তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি-সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পড়ে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

অকেনদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড়-জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু'তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল– কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না।

পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনোটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে– দেশের অবস্থাডা কি কন দেহি ছোড মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কী? কী দেশ ছিল আর কী হইল!



Nirjoy

www.BanglaBook.org

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজব তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, আমি লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরুই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন-দু'জন করে ঘাতক আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে–

"ও মনা
এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না– আমি প্রাণে বাঁচতাম না।"

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা– একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি, খালি গায়ে রোগামতো দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম, 'কী রে?'

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল, 'না।'

'নাম কী রে তোর?'

'মনতাজ মিয়া।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম' 'কী ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।'

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম' 'থাকিস কোথায়?'

উত্তরে পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে-খেতে আমার ছোট চাচা বললেন মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

'কেন?'

'বিরাট চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুই দিন পরপর মার খায় তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কী?'

'কিছু করে না?'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়তো তোমার কলম-টলম নিয়েছে।'

'না, কিছু নেয় নি।'

'ভালো করে খুঁজে টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

'কী ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি, মন্তাজ মিয়াকে তিন চার জন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, 'দেখেন তো এই কলমটা আপনার কি না? মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।'

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কী!

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হলো সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলি, আজ একটা কথাও বলা হয় না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচির কাছে। চুরির ঘটনারও দু'দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা তুচ্ছ তা এরা বুঝতেও পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলে নি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই–

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দু'টাই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খাকিনক্ষণ– 'আমার পুত কই গেল রে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়, পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি ছোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আছর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সব কিছুই ঘটল খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হলো দুপুর রাতের পর, যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হলো। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এলো এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা করছ কী? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।'

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে– "ও মরে নাই।" কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈচৈ শুরু করল যে সবাই বাধ্য হলো মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল,



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে– আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না।' মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?'

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি জানি।'

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন– 'প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্য এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...'

কবর খোঁড়া হলো।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দু'টি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন– 'কী রে মন্তাজ?'

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, 'পানির পিয়াস লাগছে।'

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুলছেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প শুনেছি। এ-রকম কখনো শুনি নি।

ছোট চাচাকে বললাম, 'মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কী কী দেখল না দেখল এইসব?'

ছোট চাচা বললেন– 'না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?'

কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল– একটা শব্দও করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।

আমি বললাম, 'কবর থেকে ফিরে এসেছে– লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?'

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহতায়লার কুদরত। আল্লাহ্তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেননি সে-কি করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহর কুদরত। উনার কেরামতি।'

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্তায়ালার 'কুদরত এবং কেরামতির' উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকদের মতো গলায় বলে, আল্লাহ্র কুদরত।

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না?

ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?'

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্নেই আসবে।'

'এম্নিতেই আসবে কেন?'

ছোট চাচা বললেন– 'তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়ে হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম। আমি অবাকই হলাম। সত্যি-সত্যিই এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটু সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।'

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেউ কি এসেছে?

আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'আমাদের উপলক্ষে যেসব মেয়ের নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।'

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না, তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমতো এক সময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হত-দরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দু'টা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হলো। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, 'কেমন আছ রহিমা?'

রহিমা ফিফিস করে বলল, 'ভালো আছি ভাইজান।'

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'পছন্দ হইব না! কী যে কন ভাইজান! অত দামি জিনিস কী আমরা কোনোদিন চউক্ষে দেখছি।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কী করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?'

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কী কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।'

'কী জন্যে মনে হলো?'

'জানি না ভাইজান। মনে হইল।'

'এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পারো?'

'জি না।'

'মন্তাজ তোমাকে কিছু বলে নি? জ্ঞান ফিরলে সে কী দেখল বা তার কী মনে হলো?'

'জি না।'

'জিজ্ঞেস কর নি?'

'করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

রহিমা আরও খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সব সময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কী ভাবল? কী সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয়, জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সব সময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুর বেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়া-গাঁর ঝিম ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে।

জানালার বাইরে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম' 'কী খবর রে মন্তাজ?'

'ভালো।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'বোন আছে না চলে গেছে?'

'গেছে গা।'

'আয় ভেতরে আয়।'

মন্তাজ ভেতরে চলে এলো। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয়, আমাকে সে খানিকটা পছন্দও করে। এইসব ছেলেরা ভালোবাসার খুব কাঙাল হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর– এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম– 'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?'

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমতো জবাব দিবি তো?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা মন্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?'

'না।'

'না কেন?'

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, 'কি দেখলি, চারদিকে অন্ধকার?'

'হ।'

'কেমন অন্ধকার?'

মন্তাজ এবার জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, 'কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?'

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, 'আকেরজন আমার সাথে আছিল, সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল? চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না।'

'সে কী করল?'

'আমারে আদর করল। আর কইল, কোনো ভয় নাই।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কীভাবে আদর করল?'
'মনে নাই।'
'কী কী কথা সে বলল?'
'মজার কথা– খালি হাসি আসে।'
বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক করে হেসে ফেলল।
আমি বললাম' 'কী রকম মজার কথা? দু-একটা বল তো শুনি?'
'মনে নাই।'
'কিছুই মনে নাই? সে কে– এটা কী বলেছে?'
জি না।
'ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো– কোনো কিছু কি মনে পড়ে?'
'উনার গায়ে শ্যাওলার মতো গন্ধ ছিল।'
'আর কিছু?'
মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।
আমি বললাম, 'ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?'
মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা মনে আসছে।'
'সেটা কী?'
'বলতাম না। কথাডা গোপন।'
'বলবি না কেন?'
মন্তাজ জবাব দিল না।
আমি আবার বললাম– 'বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।
মন্তাজ উঠে চলে গেল।'

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে-ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি, তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে না আসবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## আয়না

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানি ভর্তি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড়া করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখ ভর্তি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। এক সময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কি-না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকালবেলার সময়টা হলো ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরনো আয়না, পারা নষ্টা হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনো কিনে উঠতে পারে নি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না। আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হলো। সে এ বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সে জন্যেই সব সময় এক ধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে।

শওকত সাহেব বললেন, 'মা, স্যাভলন আছে?'

ইরা বলল, 'জানি না বাবা।'

সে যে রকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সে রকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালোমতো তাকালোও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কি-না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী করা। দু'দিকে দুটা বেণী ঝুলছে। দুটা বেণীতে দুরঙের ফিতা। একটা লাল একটা সাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দুটা বিষণ্ন। মেয়েটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হলো, হয়তো টুকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা। তাহলে আয়নায় মেয়েটা এলো কোথেকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন। ঐ তো মেয়েটো বসে আছে, তার রোগা-রোগা ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এলো। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।'

শওকত সাহেব আবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরে টেবিলে আয়নাটা উল্টো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হলো– কী দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভালো লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানা কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা – তারচে' বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কী শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনা কেন? ভাবীর সঙ্গে ফাইট চলছে না-কি?'

'আজকের শার্টটা তো ভালো পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নেই।

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে-শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব মেলান। মাঝে-মাঝে হিসাব গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসি-হাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন  কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোরা থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হলো শওকত সাহেব আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চেংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেন নি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন  না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তাছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে? কেনই-বা করবে? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারেপরও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিস। হিসাব-নিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এম্নিতেই টেলিভিশন তাঁর ভালো লাগে না। বাসায় তিনি



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিস সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে। যে পর্দায় গান বাজনা হবে না, শুধু হিসাব-নিকাশ হবে। কোনো মানে হয়?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুলহু আল্লা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনকার রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ভ্রুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জি এম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন– আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, 'আচ্ছা।'

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কী বলেন স্যার?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসি-হাসি মুখে বলল, 'গতকাল যা যা বলেছিলাম সে-সব কি স্যার আপনার মনে আছে?'

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাটো ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপার কী?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কি সেটা মনে আছে?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমন কিছু জরুরি ব্যাপার না। মেগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম স্মৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেরও তাই। কিছু কিছু



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেগা হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেন নি। তারপরেও বললেন, 'বুঝতে পারছি।'

'একট জিনিস খেয়াল রাখবেন– কম্পিউটার হলো আয়নার মতো।'

'আয়নার মতো?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়– আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেরও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তাই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক– এই দুয়ের ভেতরে পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এলো কীভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কী? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার!'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না তো।'

'তাহলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না। হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হলো আমাদের ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ডডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব?...'

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হলো তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথা ধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয় নি।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছেন শওকত সাহেব?'

'জি স্যার, ভালো।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'জি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হলো?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, 'আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি– তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিস শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না?'

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলা খেলছে। আপনি পারবেন না কেন? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরনো দিনের মতো কাগজে-কলমে বসে-বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন– হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি– সারভাইবল ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন?'

'জি স্যার।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না। আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারব না, তাহলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না?'

'জি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তাহলে যান।'

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরও বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়ে বাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলে নি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘন-ঘন মাথা ধরছে। চোখ আরও খারাপ করেছে কি-না কে জানে। চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা-তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল।

তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেলে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢুকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনো আছে? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! মেয়েটা তো আছে। আগেরবার বসেছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো। গোল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁতির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেননি। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'তোমার নাম কী?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, 'চিত্রলেখা।'

'বাহ, সুন্দর নাম!'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কী বলা যায়? আয়নার ভেতর সে এলো কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু করার আগে মেয়েটা বলল, 'আপনার কপালে কী হয়েছে?'

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না?'

'উহুঁ।'

'আয়নার ভেতর তুমি এলে কী করে?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা মা, তারা কোথায়?'

'জানি না।'

'তুমি কি একা থাকো?'

'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দুটা হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?'

'হুঁ, এখানে খুব শীত।'

'তোমর কি গরম কাপড় নেই?'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি চেনো?'

'চিনি।'

'আমি কে বলো তো?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান?'

'আপনি তো আপনার নাম বলেন নি। জানব কীভাবে?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?'

'বিয়ে বাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলে নি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কী?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজটার নাম সোমা, সবচে' ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড় মেয়ের নাম ইরা হলে মেজটার নাম হয় মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা...'

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেন নি কেন?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারো পছন্দ হয় নি।'

'আপনি কী নাম রেখেছিলেন।'

'বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহিয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করে নি। তার মা'র দোষ নেই। পুরনো দিনের নাম তো, এই জন্যে পছন্দ হয় নি।'

'বেগম রোকেয়া কে?'

'তোমাকে বললাম না মহীয়সী নারী। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শুননি?'

'জি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁৎকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই। তারা কী না কী মনে করবে



Nirjoy

www.BanglaBook.org

দরকার কি? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না। সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনি স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন, অবনি স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনি স্যার তাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তারপরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভর্তি হতে কত টাকা লাগে কে জানে। টাকা বেশি লাগলে ভর্তি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবদ্ধ করে রাখবে, কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়ে বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেন নি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, 'ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়ে বাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চান খান।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'আচ্ছা চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হলো। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন?'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'আপনার গালে কী হয়েছে?'

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভালো দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন?

ইরার মাকে বলেছি– ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে?'

'ভালো। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই– ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন, 'নিজেকে সামলালেন। কি দরকার?'

'মাস্টার সাহেব।'

'জি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায়?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তাহলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না?'

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক বললেন, 'তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না। শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।'

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কীভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং– চৌদ্দ রকম যন্ত্রণা। তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যেসব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিস বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যে তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নেই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।'

শওকত সাহেব বললেন, 'আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।'

'বাদ দিলে চলবে কি করে স্যার? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা-লম্বা যোগ বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শিট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কী যে স্যার বলেন! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে? চাকরি ছাড়লে খাবেন কী? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে-খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তার কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইংরেজি করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হলো তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দুটা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটার নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম।'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার আসুন বিসমিল্লাহ বলে লেগে পড়ি।'

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।'

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কী আর করা! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধু-শুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

একটা জিনিস দেখ তো।

শওকত সাহেব ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, 'জিনিসটা একটু ভালো করে দেখ তো।'

'জিনিসটা কী?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, দেখলে?

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, 'দেখলাম।'

'কী দেখলে বলো তো?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'পুরনো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে?'

'না, আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনো তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হলো তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন– ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুঃখী-দুঃখী লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, 'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

'ভালো।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? মন খারাপ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন?'

'একা-একা থাকি তো এই জন্যে মন খারাপ। মাঝে-মাঝে আবার ভয় ভয় লাগে।'

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর এটা কী? বাক্সের মতো?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কী?'

'একটা যন্ত্র। হিসাব-নিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন?'

'জানি না তো।'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাকো সেখানে কোনো খাবার নেই?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কিই-বা করতে পারেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোনো উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেবার? আরে, কি আশ্চর্য! তিনি এসব কি ভাবছেন? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনা মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালোই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খান নি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি? কত দাম এক ছটাক বাদামের? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তারপরই মনে হলো বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হলো– তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলো তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিন ভর্তি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন মানুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা...

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, 'ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দু'দিন আসবে। পনের শ' টাকা সে নেয়, বলে কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিনশ'। মেয়ের এত শখ। তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শখ, কী ইচ্ছা, তুমি কিছুই জানো না। যা করার আমাকেই করতে হবে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশ'– তের শ'। বাড়তি তেরশ" টাকা কোথেকে আসবে? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশ' টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কী? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি-সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কি, কথা বলছ না কেন?

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

তোমার সঙ্গে বসে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম!

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন–

তুমি বাস কি না তা আমি জানি না
ভালোবাস কি না তা আমি জানি না।
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বললে কেমন হয়? কেউ এসে দেখে ফেললে হলো। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

জি, ভালো আছি। কে গান গাচ্ছে?

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা?'

'হ্যাঁ, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে।'

'মনে থাকবে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন খারাপ। আপনার কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এলো। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন খারাপ কেন– আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, 'তুমি কি গান জান?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'জি না।'

'আচ্ছা শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কী খেয়েছ? খিদে কমেছে?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি কী যে বলেন। খাব কী করে? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?'

'খাবার নেই?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দু'হাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'শীত লাগছে মা?'

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, 'আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে এসে বটগাছের মতো বসে থাকো। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।'

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কি স্যার, বলি নি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, 'আর কোনো সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি– প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা, বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলো কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বুঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি ভেবে পেলেন না এ-রকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি-সত্যি পানি চলে এলো। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশ' টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোনো কিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভালো ভালো স্যুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। স্যুয়েটার কিনতে তিনশ চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। সাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, 'সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু স্যুয়েটার গায়ে দিয়েই তন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়।' শওকত সাহেব জানেন স্যুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই স্যুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তারপরে মনে হলো মেয়েটা দেখবে জিনিসটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হলো, ভালোই হয়েছে, সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে' ভালো লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভালো হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, 'বাবা, তুমি কি খুঁজছ?'

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এই সব কী বলছিস? কোথায় ফেলেছে?

পুরনো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। 'তুমি এ-রকম করছ কেন বাবা?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বুঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামাচ্ছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ?'

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোঙরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তোমার কি হয়েছে বাবা?'

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা। চিত্রলেখা।'

'চিত্রলেখা কে?'

'আমি জানি না কে।'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকছেন– চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায়?



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## জ্বীন-কফিল

জায়গাটার নাম, ধুন্দুলনাড়া।

নাম যেমন অদ্ভুত, জায়গাও তেমন জঙ্গুলে। একবার গিয়ে পৌঁছলে মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি– প্রথমে যেতে হবে ঠাকরাকোনা। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশনে। ঠাকরাকোনা থেকে গয়নার নৌকা যায় হাতীর বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতীর বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতীর বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেরুতে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পা কাটবে ভাঙা শামুকে। গোটা বিশেক জোঁক ধরবে। বিশ্রী অবস্থা। কতটা হাঁটতে হবে তারো অনুমান নেই। একেকজন একেক কথা বলবে। একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসিমুখে বলবে– ধুন্দুলনাড়া? ঐ তো দেখায়। তখন বুঝতে হবে আরো মাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গুলে জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল। সাধুর নাম– কালু খাঁ। মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে। কালু খাঁ নাম তার মুসলমান পালক বাবার দেয়া। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতীর কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তিনি কোনো রকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সবসময় কাঁঠালচাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে কাছে গেলে বমি এসে যায়। নাকে রুমাল চেপে কাছে যেতে হবে।

সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা– এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি– ব্যাখ্যার অতীত কোনো ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয় নি। কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হবো না। ধরে নেবো এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে 'ধুন্দুলনাড়া' নামের অজ অজ অজপাড়াগাঁয় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিল সফিকের কারণে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সন্ন্যাসী সব কিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে সাপের মাথায় মণি আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মণি সে উগড়ে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায়। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকা-মাকড় আসে। সাপ তাদের ধরে ধরে খায়। ভোজন পর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর খবর সফিকই নিয়ে এলো এবং এমন ভাব করতে লাগল যে অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে– যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দু'টি কারণে। এক, সফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে একা-একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে-মাঝে এরকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি ফা'হিয়েন। বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতীর বাজারে পৌছবার আগেই শেষ হযে গেল। অমানুষিক পরিশ্রম হলো। হাতীর বাজার থেকে যে কেরায়া নৌকা নিলাম সে নৌকাও এখন ডুবে তখন ডুবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটা দিয়ে বিজবিজ করে পানি উঠছে। সারাক্ষণ সেই পানি সেঁচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচ্যুতি হলো। কয়েকবার বলল, 'বিরাট বোকামি হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। এরচে' কঙ্গো নদীর উৎস বের করা সহজ ছিল।'

আমি বললাম, 'এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি-না বল্।'

'আরে না! এতদূর এসে ফিরে যাবো মানে। ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতেই হবে। জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভুরভুর করে কাঁঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাউ এক্সাইটিং।'

সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুলনাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিনবার বৃষ্টিতে ভিজেছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম। বিদেশী মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। কোথেকে এসেছি! যাবো কোথায়? এইটুকু দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে। এ কী যন্ত্রণা!

সাধু কালু খাঁকে দেখেও খুব হতাশ হতে হলো। বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ। শ্মশানে একটা পাকুড় গাছের নিচে ন্যাংটা অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করল। গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমাকে এবং সফিককে কালু খাঁ সবচে' ভদ্র কথা যা বলল তা হচ্ছে– বাড়িত যা। বাড়িত গিয়া খাবলাইয়া খাবলাইয়া 'গু' খা।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি হতভম্ব। ব্যাটা বলে কি!

সফিকের দিকে তাকালাম। সে ভাবগদগদ স্বরে বলল, 'লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, কী করে বুঝলি? আমাদের 'গু' খেতে বলেছে এই জন্যে?

'আরে না। সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা একটা সহজ টেকনিক।'

'লোকটা যে বদ্ধ উন্মাদ তা তোর মনে হচ্ছে না?'

'তাও মনে হচ্ছে, তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উন্মাদ না।'

গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধাও সফিকের মতোই। তাঁদের একজন বললেন, 'বাবার মাথা এখন একটু গরম।'

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?'

'ঠিক নাই। চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।'

'চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?'

'অমাবস্যা পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।'

এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেল। একজন বলল, 'অমাবস্যা-পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়, কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

আমি বললাম, 'সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না। আমাদের যে দ্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি পাচ্ছিস?'

সফিক জবাব দেবার আগেই সঙ্গী মানুষদের একজন ভীত গলায় বলল, 'একটু দূরে যান। বাবা অখন ঢিল মারবো। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ।'

কথা শেষ হবার আগেই ঢিলবৃষ্টি শুরু হলো। নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবশ্যি মোহভঙ্গ হলো না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল, 'দু'টা দিন থেকে দেখি। এত দূর থেকে আসা। ভালোমতো পরীক্ষা না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'আর কি পরীক্ষা করবি?'

'মানে উনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু-একটা কথা-টথা জিজ্ঞেস করলে...'

আমি হাল ছেড়ে দেয়া গলায় বললাম, 'থাকবি কোথায়?'

'স্কুল ঘরে শুয়ে থাকবো। খানিকটা কষ্ট হবে। কি আর করা। কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

জানা গেল এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে– এখান থেকে ছ'মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের খোঁজখবর করেন। প্রয়োজনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইমাম সাহেব লোক কেমন?'

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল, 'ভালো-মন্দয় মিলাইয়া মানুষ। কিছু ভালো। কিছু মন্দ।' এই উত্তরও আমার কাছে খুব ভালো সন্দেহজনক মনে হলো। উপায় নেই। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। রওনা হলাম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এলো না। কীভাবে যেতে হবে তাই বলেই ভাবল আমাদের জন্যে অনেক করা হয়েছে।

মসিজদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগল।

অন্ধকার রাত। পথঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিল– বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অন্ধের মতো এগুতো হচ্ছে? যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই খানিকটা জেরা করে, জুম্মাঘরে যাইতে চান ক্যান? কার কাছে যাইবেন? আপনের পরিচয়?

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দু'শ বছরের কম হবে না। বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার। সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা। গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা-ছমছমানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়া শব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন। ছোটখাট মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো। বয়স চল্লিশের মতো হবে। দাড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রি যাপন করবো শুনে তিনি বিরক্ত হবেন। হলো উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হলো। তিনি নিজেই বালতি করে পানি এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দু'জোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বলল, 'ভাই, আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার। সারাদিন উপাস। টাকা-পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গরিবী হালতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা।'

'নাম কী আপনার?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'মুনশি এরতাজ উদ্দিন।'

'থাকেন কোথায়, আশেপাশেই।'

'মসজিদের পেছনে– ছোট্ট একটা টিনের ঘর আছে।'

'কে কে থাকেন?'

'আমার স্ত্রী, আর কেউ না।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহপাক সন্তান দিয়েছিলেন, তাদের হায়াত দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহপাকের হাতে। আপনারা হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।'

ভদ্রলোক ছোট ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সফিক বলল, ইমাম সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ। মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন।

আমি বললাম, 'ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন– আমাদের দেখে সেই কারণেই খুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না।'

'বুঝলি কী করে?'

'লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত। পথ দেখলাম না।'

সফিক হাসতে হাসতে বলল, 'মিসির আলির সঙ্গে থেকে থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।'

'কিছুটা তো বেড়েছেই। ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেলেন, কি নিয়ে ফিরবেন জানিস?'

'কী নিয়ে?'

'দু'হাতে দু'টা কাটা ডাব নিয়ে।'

'এই তোর অনুমান?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'মিসির আলি থাকলে এই অনুমানেই করতেন। অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ। অতিথিদের ডাব দেয়া সনাতন রীতি।'

'লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুনশি এরতাজ উদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন। ট্রেতে দু'কাপ চা। একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি। এই অতি পাড়া গাঁ জায়গায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই। মফস্বলের চা অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয়। তবু চা হচ্ছে না। চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম। মনটা ভালো হয়ে গেল। চমৎকার চা। বিস্মিত হয়ে বললাম, 'চা কে বানিয়েছে? আপনার স্ত্রী?'


Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, 'জি। তার চায়ের অভ্যাস আছে। শহরের মেয়ে। আমার শ্বশুর সাহেব হচ্ছেন নেত্রকোনোর বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন। নাম শুনেছেন বোধহয়।'

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। আগে অনেকবার শুনেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি চা খাই না। আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে। শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয়। বিরাট খরচান্ত ব্যাপার।'

'আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন?'

'জি না। সামান্য জমিজমা আছে। আধি দেই। আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেত্রকোনা শহরে একটা ফার্মেসী দিয়েছেন– সানরাইজ ফার্মেসী। তার আয় মাসে মাসে আসে। রিজিকের মালিক আল্লাহ্পাক। তাঁর ইচ্ছায় চলে যায়।'

'ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'জি জনাব, ভালোই চলে। সংসার ছোট। ছেলেপুলে নাই।'

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানলাম– লোক এমনিতেই হতো না। দু'বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না। শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসুল্লীরা আসেন।

লোকজন না হওয়ার কারণও বিচিত্র। মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে এখানে জ্বীন থাকে। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জ্বীন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নানান ধরনের যন্ত্রণা করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'জ্বীন কি সত্যি-সত্যি আছে?'

'অবশ্যই আছে। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন একটা সুরা আছে– সুরায়ে জ্বীন।'

'সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না। জানতে চাচ্ছি, জ্বীন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কি না?'

'জি জনাব সত্য। তবে লোকজন জ্বীনের ভয়ে মসজিদে আসে না– এটা ঠিক না। আসলে সাপের ভয়ে আসে না।'

'সাপের ভয়ে আসে না? কী বলছেন আপনি?'

'একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেল। দাঁড়াস সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তু সাপ কামড়ায় না। মাঝে মধ্যে ভয় দেখায়।'

সফিক আৎকে উঠে বলল, 'মাই গড! যখন তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কীভাবে?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'ভয়ের কিছু নাই। কার্বলিক এসিড ছড়ায়ে দিব।'

'কার্বলিক এসিড আছে?'

'জি। নেত্রকোনার ফার্মেসী থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।'

মসজিদের সামনে উঁচু চাতাল মতো জায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত। আকাশে মেঘ ডাকছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন। ইমাম সাহেব বললেন, 'খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে, লোকজন নাই।'

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে– বিরাট আয়োজন।'

'জি না। আয়োজন কিছু না, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি। সবাই আমাকে ভয় করে।'

আমি বিস্মত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জ্বীন পুষি। জ্বীনদের দিয়ে কাজকর্ম করাই...'

'বলেন কি!'

'সত্য না জনাব। তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। অসত্য বিশ্বাস করা সহজ, কারণ– শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।'

ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাধু কালু খাঁ সম্পর্কে কী জানেন?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের মতো দূর দূর থেকে উনার কাছে লোকজন আসে এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশি। ময়মনসিংহের ডিসি সাহেব উনার পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন।'

'উনার ক্ষমতা-টমতা কিছু আছে?'

'মনে হয় না। কুৎসিত গালাগালি করেন। কামেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তা ছাড়া কালু খাঁর কারণে অনেক বেদাতী কাণ্ডকারখানা হয়, এইগুলোও ঠিক না।'

'কী কাণ্ডকারখানা হয়?'

'উনি নগ্ন থাকেন। এই জন্য অনেকের ধারণা– নগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান।'

'সে কি!'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'উনি পাগল মানুষ। সমস্যার কারণে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগল মানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু সন্ন্যাসী, পীর ফকির খোঁজে।'

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তি-নির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটির প্রতি আমার এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হলো। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেও সহজ সারল্য আছে– যে সারল্যের দেখা সচরাচর পওয়া যায় না।

রাত ন'টার দিকে ইমাম সাহেব বললেন, 'চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত। এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন।'

ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু'কামরার বাড়ি। একচিলতে উঠোন। বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া। আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। থালা-বাসন সাজানো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সবজি, ছোট মাছের তরকারি, ডাল এবং টক জাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে আমি বেশ হকচকিয়েই গেলাম। অজপাড়াগাঁয়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্দাপ্রথাই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সঙ্কুচিত হয়েই রইলাম। ইমাম সাহেবকেও দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ভালো নাই। আমার সঙ্গে একটা জ্বীন থাকে। জ্বীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে।'

সফিক হতভম্ব হয়ে বলল, 'আপনি কি বললেন বুঝলাম না।'

মেয়েটি যন্ত্রের মতো বলল, 'আমার সঙ্গে একটা জ্বীন থাকে। জ্বীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে।'

সফিক অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কী কিছু বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কী অসুবিধা?'

'উনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব। তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা মেয়েছেলেদের শোনা উচিত না।'

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকয়ে রইল। খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। একি সমস্যা।

লতিফা মেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হালকা-পাতলা শরীর। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। লম্বাটে স্নিগ্ধ মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠারো উনিশ বছরের তরুণীর মতো। এত কম বয়স তার নিশ্চয় নয়। যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠারো-উনিশ হতে পারে না। আরো একটি লক্ষ করার মতো ব্যাপার হলো– মেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বেঁধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে– কপালে লাল রঙের টিপ। গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না।

ইমাম সাহেব আবার বললেন, 'লতিফা ভিতরে যাও।'

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

ইমাম সাহেব গলার স্বর নিচু করে বলেন, 'লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না। এর দু'টা সন্তান নষ্ট হয়েছে। তার পর থেকে এ-রকম । তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন না– আল্লাহর দোহাই।'

আমি বললাম, 'কিছুই মনে করি নি। তা ছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেন নি।'

ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'জ্বীনের কারণে এ-রকম করে। জ্বীনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মাঝে-মাঝে মাসখানিকের জন্যে চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে।'

'আপনি এসব বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা চোখে দেখি না কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই রকম জ্বীন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।'

'কী দেখেন?'

'জ্বীন যখন সঙ্গে থাকে তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায় কথায় হাসে। কথায় কথায় কাঁদে।'

'জ্বীন তাড়াবার ব্যবস্থা করেন নি?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জ্বীন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে। প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসল তখন থেকেই কফিল আছে।'

'জ্বীন চায় কী?'

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো– জ্বীন বোধহয় লতিফা মেয়েটিকেই স্ত্রী হিসেবে চায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের উপরও বিরক্ত হলাম। ইমাম সাহেব বললেন, 'এই জ্বীনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মনোকষ্টে আছি জনাব। দিনরাত আল্লাপাকেরে ডাকি। আমি গুনাগার মানুষ। আল্লাহপাক আমার কথা শুনেন না।'

'আপনার স্ত্রীকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তার কী করবে, ডাক্তারের কোনো বিষয় না। জ্বীনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই।'

'তবু একবার দেখালে হতো না?'

'আমার শ্বশুর সাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শ্বশুর সাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গিলেন। চিকিৎসা-টিকিৎসা করালেন। লাভ হলো না।'

বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। উৎকর্ন হয়ে রইলাম– খুবই মিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে– যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে-মাঝে দু'একটা লাইন বোঝা যায় যার কোনো অর্থ নেই। যেমন :

'এতে না দেহে না দেহে না এতে না।'

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, 'লতিফা চুপ কর। চুপ কর বললাম।'

গান থামিয়ে লতিফা বলল, 'তুই চুপ কর। তুই থাম্ শুওরের বাচ্চা।'

অবিকল পুরুষের ভারী গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বলল, 'চুপ কইরা থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলগা করুম। শইল থাকব একখানে মাথা আরেকখানে। শুওরের বাচ্চা আমারে চুপ করতে কয়।'

আমরা হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

এ জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব কখনো ভাবি নি।

সফিক নিচু গলায় বলল, 'বিরাট সমস্যা হয়ে গেল দেখি। ভয় ভয় লাগছে। কী করা যায় বল তো?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করি নি। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। মসজিদের একটা মাত্র দরজা। সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুমট ভাব। ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণজনিত লজ্জা হয়তো-বা ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমাদের দু'জনের জন্যে দুটা শীতল পাটি, পাটির চারপাশে কার্বলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা দু'টা মশারি খাটানো হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বন্ধ। সাপ ঢোকারও পথ নাই।'

আমি খুব যে ভরসা পাচ্ছি– তা না। চৌকি এনে ঘুমোতে পারলে হতো। মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোয়া– ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছাঘুম। শোয়ামাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে গন্ধ সব সময় মত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, 'আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী একা। তার শরীরও ভালো না।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত বন্দেগী করব। ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমুব।'

'কেন?'

'লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে। মেঝেতে মাথা ঠুকবে।'

'কেন?'

'ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জ্বীন আছে। কফিল। এই জ্বীনই সবকিছু করায়। বেচারীর কোনো দোষ নাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না। সন্তানসম্ভবা হলেই কফিল ভয়ংকর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে– এটাও মারবে।'

'আপনার স্ত্রী কি সন্তানসম্ভবা?'

'জি।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জ্বীন করছে। অন্য কিছু না?'

'জি নিশ্চিত। জ্বীনের সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যে কথা হয়।'

'অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি তাহলে বুঝবেন। ভাদ্র মাস। খুব গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায়ে এশার নামাজে দাঁড় হয়েছি। মসজিদে আমি একা। আমি ছাড়া আর কেউ নাই। হঠাৎ দপ কর হারিকেনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তারপর শুনি মসজিদের পেছনের দরজার কাছে ধুপধুপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না। নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পেছনের দরজায় ধুপধুপ শব্দ। যেন কেউ কিছু একটা এনে ফেলছে। সেজদায় যাবার সময় কফিলের গলায় শুনলাম– টেনে টেনে বলল, তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তারপর ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউদাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাকড়ি। আগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। বাঁচাও বাঁচাও। আমার চিৎকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিভায়ে আমারে মসজিদ থেকে টেনে বের করল। আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মতো না আসলে মারা পড়তাম।'

'জ্বীন মসজিদের ভেতরে ঢুকল না কেন?'

'খারাপ ধরনের জ্বীন। আল্লাহর ঘরে এরা ঢুকতে পারে না। আমি এই জন্যেই বেশির ভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি। ঘরে পারি না।'

'কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?'

'তাও ঠিক না– একবারই চেয়েছিল। তারপর আর চায় না।'

'খুন করতে চেয়েছিল কেন?'

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো ঘটনাটা বলুন। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।'

'না। আপত্তির কী আছে? আপত্তির কিছু নাই। আমি লতিফার অবস্থা একটু দেখে আসি।'

'যান দেখে আসুন।'

ইমাম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী কখনো বিশ্বাস করি নি– এখনো করছি না তবু আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে ঘুমুচ্ছে মরার মতো। একেই বলে পরিবেশ। ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। বিরস গলায় বললেন, 'ভালোই আছে– তবে ভীষণ চিৎকার করছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'তালা বন্ধ করে রেখেছেন?'

'জি না। তালা বন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওর সঙ্গে থাকে– কাজেই ওর গায়ের জোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

ইমাম সাহেব মন খারাপ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, 'গল্পটা শুরু করুন ভাই।'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমার স্ত্রীর ডাকনাম বুড়ি।'

কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগল। ধুপধুপ শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছুটাছুটি করছে। আমি আতঙ্কি গলায় বললাম, 'কী ব্যাপার?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'কিছু না। কফিল চায় না আমি কিছু বলি।'

'থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।'

'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হবে। ভয়ের কিছুই নাই।'

সত্যি-সত্যি বন্ধ হলো। বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁর গল্পটাই বলছি। তাঁর ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ দিয়ে।

গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোঁড়া হলো। ইমাম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

## ২

নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি। উনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই। লোকমুখে শুনেছিলাম– বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করেন। আমার তখন মহাবিপদ। এক বেলা খাই তো এক বেলা উপোস দেই। সাহসে ভর করে তাঁর কাছে গেলাম চাকরির জন্যে। উনি বললেন, 'চাকরি যে দিব পড়াশোনা কী জানো?'

আমি বললাম, উলা পাস করেছি।

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মাদ্রাসা পাস করা লোক, তোমাদের আমি কী চাকরি দিব। আই. এ., বি.এ. পাস থাকলে একটা কথা ছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে দেখতাম। চেষ্টা করারও তো কিছু নাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সঙ্গে নাই। উপোস দিচ্ছি। রাতে নেত্রকোনা স্টেশনে ঘুমাই।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মমতাজ সাহেব বললেন, 'তোমাকে চাকরি দেয়া সম্ভব না। নেও, এই বিশটা টাকা রাখ। অন্য কারো কাছে যাও। মসজিদে খোঁজ-টোজ নাও- ইমামতি পাও কি না দেখো।'

আমি টাকাটা নিলাম। তারপর বললাম, 'ভিক্ষা নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। যদি ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন করে দেই।'

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী কাজ করতে চাও?'

'যা বলবেন করব। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?'

'আচ্ছা দাও।'

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দু-এক জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যবেলা কাজ শেষ করে বললাম, 'জনাব যাই। আপনার অনেক মেহেরবানী। আল্লাহপাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি।'

মমতাজ সাহেব বললেন, 'এখন যাবে কোথায়?'

'ইস্টিশনে। রাত্রে নেত্রকোনা ইস্টিশনে আমি ঘুমাই।'

'এক কাজ করো। রাতটা এইখানেই থাকো। তারপর দেখি।'

আমি থেকে গেলাম।

একদিন দুইদিন তিনদিন চলে গেল। উনি কিছু বললেন না। আমিও কিছু বলি না। বাংলাঘরের এক কোণায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরির সন্ধান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চেনা-পরিচয়ও নাই। কে দিবে চাকরি? ঘুরাঘুরি সার হয়। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই শরমিন্দা বোধ করি। উনিও এমনভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না। মাসখানেক এইভাবে চলে গেল। আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে 'মা' ডাকি। ভেতরের বাড়িতে খেতে যাই। তাঁদের কোনো একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা করি। বাজার করে দেই, কল থেকে পানি তুলে দেই।

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সঙ্গে আছে। তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজার সদাই করে দেই। টিপকল থেকে রোজ ছয় সাত বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন মক্কেলরা আসে তখন তিনি ঘন-ঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে দেই। চাকর-বাকরের কাজ। আমি আনন্দের সঙ্গেই করি। মাঝে-মাঝে মনটা খুবই খারাপ হয়। দরজা বন্ধ করে একমনে কোরান শরীফ পড়ি। আল্লাহপাকরে ডেকে বলি- হে আল্লাহ, আমার একটা উপায় করে দেও। কতদিন আর মানুষের বাড়িতে অন্নদাস হয়ে থাকবো।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আল্লাহপাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সেধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা। মাসিক বেতন পাঁচশ টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। বললেন, 'তোমাকে অনেকদিন ধরে দেখতেছি। তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ। ঠিকমতো কাজ করো, তোমার আয় উন্নতি হবে। আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়াও এইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতোই দেখি।'

আনন্দে মনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেল। আমি মোক্তার সাহেবের কথামতো তাঁর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পারতাম। মন টানল না। তা ছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির লাগে।

একমাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম। পাঁচশ' টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছ'শ' টাকা দিয়ে বললেন, 'তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরো বাড়িয়ে দেবো।'

আমার মনে বড় আনন্দ হলো। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন। বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর তিন মেয়ের জন্য তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম। টাঙ্গাইলের সুতী শাড়ি। মোক্তার সাহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'তোমার কী মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কী করলা। বেতনের প্রথম টাকা দিয়া তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইবা।'

আমি বললাম, 'মা, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়-স্বজন।'

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'কই কোনোদিন তো কিছু বল নাই।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই– এই জন্যে বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই উলা পাস করেছি।'

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনার মনটা ছিল পানির মতো। সবসময় টলমল করে। উনি বললেন, কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তুমি আমারে 'মা' ডাকো আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি তাঁর তিন মেয়েকে ডেকে বললেন, 'তোমরা এরে আইজ থাইকা। নিজের ভাই-এর মতো দেখবা। মনে করবা তোমরার এক ভাই। তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই।'

এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি– মোক্তার সাহেবের ছোট মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটি পরীর মতো সুন্দর। একটু পাগল ধরনের। নিজের মনে কথা বলে। নিজের মনে হাসে। যখন-তখন বাংলাঘরে চলে আসে। আমার সঙ্গে দুই-একটা টুকটাক কথাও বলে। অদ্ভুত সব কথা। একদিন এসে বলল, 'এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো– শয়তান পুরুষ না মেয়েছেলে?'

আমি বললাম, 'শয়তান পুরুষ।'

লতিফা বলল, আল্লা মেয়ে শয়তান তৈরি করেন নাই কেন?

আমি বললাম, 'তা তো জানি না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানবো? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।'

'কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?'

'জানি।'

'আপনে ভুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্ত্রীও না। শয়তান আলাদা এক জাত।'

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই রকম সে প্রায়ই করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুরবেলা। বাংলাঘরে আমি ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখি লতিফা আমার ঘরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বলল, আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো–

'হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি ধাঁধার জবাব না দিয়ে বললাম, 'তুমি কখন আসছো?'

লতিফা বলল, 'অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘুমাইতেছিলেন, আপনারে জাগাই নাই। এখন বলেন– ধাঁধার উত্তর দেন,

হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি বললাম– 'এইটার উত্তর জানা নাই।'

'উত্তর খুব সোজা– উত্তর হলো– পরগাছা। আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি...।

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলতে পারলেন না– এটা হলো শশা। পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই কাঁচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এত কম কেন? একটাও পারেন না। আপনি একটা ধাঁধা ধরেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবো।

'আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।'

'আপনি কী জানেন? শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে জানেন, আর কিছু জানেন?'

'লতিফা তুমি এখন ঘরে যাও।'

'ঘরেই তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহির?'

'যখন-তখন তুমি আমার ঘরে আসো– এটা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন? আপনি কি ভাগ না ভালুক?'

আমি চুপ করে রইলাম। আধা পাগল এই মেয়েকে আমি কি বলব? এই মেয়ে একদিন নিজে বিপদে পড়বে। আমাকেও বিপদে ফেলবে। লতিফা বলল, 'আমি যে মাঝে-মধ্যে আপনার এখানে আসি– সেইটা আপনার ভালো লাগে না– ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ভালো লাগে না কেন?'

'নানান জনে নানান কথা বলতে পারে।'

'কী কথা বলতে পারে? আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে? চুপ করে আছেন কেন বলেন?'

'তুমি এখন যাও লতিফা।'

'আচ্ছা যাই। কিন্তু আমি আবার আসবো। রাত দুপুরে আসবো। তখন দেখবেন– কী বিপদ।'

'কেন এই রকম করতেছো লতিফা?'

লতিফা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে। এইজন্যে এরকম করি। আচ্ছা মৌলানা সাহেব, যাই। আসসালামু আলায়কুম। ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু। হি-হি-হি।'

ভাই, আপনার কাছে সত্য কথা গোপন করবো না। সত্য গোপন করা বিরাট অন্যায়। আল্লাহপাক সত্য গোপনকারীকে পছন্দ করেন না। চাকরি পাওয়ার পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য। তারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করতো। মনে মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তারে এক নজর হলেও দেখব। তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধড়ফড় করতো। রাত্রে ভালো ঘুম হতো না। শুধু লতিফার কথা ভাবতাম।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলতে খুব শরম লাগছে ভাই সাব তবু বলি– লতিফার চুলের একটা কাঁটা আমি সব সময় আমার সঙ্গে রাখতাম। আমার কাছে মনে হতো এইটা চুলের কাঁটা না। সাত রাজার ধন। আমি আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম– 'হে পরোয়ারদিগার, হে গাফুরুর রহিম, তুমি আমাকে একি বিপদে ফেললা। তুমি আমারে উদ্ধার করো।'

আল্লাহপাক আমাকে উদ্ধার করলেন। লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসলো। ছেলে এমবিবিএস ডাক্তার। বাড়ি গৌরিপুর। ভালো বংশ। খান্দানি পরিবার। ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গেল। মেয়ে তার খুব পছন্দ হলো। পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নাই। লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলে দেখতে-শুনতে ভালো। শুধু গায়ের রংটা একটু ময়লা। কথা-বার্তায়ও ছেলে অতি ভদ্র। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। বারোই শ্রাবণ। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বিবাহ পড়ান হবে।

আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। আমি জানি এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি। চাকর শ্রেণীর আশ্রিত একজন মানুষ। জমিজমা নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, সহায়-সম্বল নাই। তার জন্য আমি কোনোদিন আফসোস করি নাই। আল্লাহপাক যাকে যা দেন তাই নিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমিও ছিলাম। কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন কি যে কষ্ট লাগল বলে আপনাকে বুঝাতে পারব না। সারারাত শহরের পথে পথে ঘুরলাম। জীবনে কোনোদিন নামাজ ক্বাজা করি নাই– এই প্রথম এশার নামাজ ক্বাজা করলাম। ফজরের নামাজ ক্বাজা করলাম। এতদিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে– আমার প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলা মোক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এইখানে আর থাকবো না। বাজারে চালের আড়তে থাকবো। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'এখন যাবে কেন বাবা? মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কত কাজকর্ম। কাজকর্ম শেষ করে তারপর যাও।'

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, 'মা, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন– উনি আমার মনিব। অন্নদাতা। উনার কথা না রাখলে অন্যায় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসবো। কাজকর্মের কেনো অসুবিধা হবে না, মা।'

সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

লতিফা বলল, 'চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম– 'হ্যাঁ।'

'কেন, আমরা কি কোনো দোষ করেছি?'

'ছিঃ ছিঃ দোষ করবে কেন?'

'আচ্ছা, যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙায়ে দিয়ে যান– বলেন দেখি–

ছাই ছাড়া শোয় না,

লাথি ছাড়া উঠে না। এই জিনিসটা কি?'

'জানি না লতিফা।'

'এত সহজ জিনিস পারলেন না? এটা হলো কুকুর। আচ্ছা যান। দোষ-ঘাট হলে– ক্ষমা করে দিয়েন।'

আমি আড়তে চলে আসলাম।

রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি শোবার ঘরে চেয়ারে বসে ছিলেন। আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি খুবই অবাক হলাম। একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল। তাকিয়ে দেখি– মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝললাম না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। না জানি কি হয়েছে।

মোক্তার সাহেব বললেন, 'তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি। তার বদলে তুমি এই করলে? দুধ দিয়ে কালসাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম।'

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মা, আমি কিছুই বুঝতেছি না।'

মোক্তার সাহেব চাপা স্বরে বললেন, 'বোকা সাজার দরকার নাই। বোকা সাজবা না। তুমি যা করেছো তা তুমি ভালোই জানো। তুমি পথের কুকুরেরও অধম।'

আমি বললাম, 'আমার কী অপরাধ দয়া করে বলেন।'

মোক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মেথরপট্টিতে যে শুওর থাকে তুই তার চেয়েও অধম– তুই নর্দমার ময়লা। বলতে বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন।'

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'লতিফা সবই আমাদের বলেছে– কিছুই লুকায় নাই। এখন এই অপমান, এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়া। তুমি তাতে রাজি আছো? না মেয়ের সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছে?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, 'মা, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না। লতিফা কী বলেছে আমি জানি না। তবে আপনারা যা বলবেন– আমি তাই করবো। আল্লাহপাক উপরে আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই, মা।'

মোক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন, 'চুপ থাক শুওরের বাচ্চা। চুপ থাক।'

সেই রাতেই কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়নো হলো। বাসররাতে লতিফা বলল, 'আমি একটা অন্যায় করেছি– অপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই জন্যে বাবা-মাকে মিথ্যা করে বলেছি– আমার পেটে সন্তান আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।'

আমি বললাম, 'লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাও।'

'আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই। সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্যেও আমি তৈরি ছিলাম। আচ্ছা, এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কি–

আমার একটা পাখি আছে
যা দেই সে খায়।
কিছুতেই মরে না পাখি
জলে মারা যায়।'

বুঝলেন ভাই সাহেব, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই। আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহপাক এত আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই। আমি কতবার যে বললাম, আল্লাহপাক আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শ্বশুর বাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখের সময় কাটতে লাগল। শ্বশুর বাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাশুড়ি দিনরাত লতিফাকে অভিশাপ দেন– 'মর্ মর্। তুই মর্।'

আমার শ্বশুর সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'সকাল বেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

শ্বশুর বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। তারা এক সঙ্গে খেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে লতিফা থালায় করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে– 'চল, অন্য কোথাও যাই গিয়া।'

আমি চুপ করে থাকি। কই যাবো বলেন? আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে? যাওয়ার কেনো জায়গা নাই। লতিফা খুব কান্নাকাটি করে।

একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শ্বশুর সাহেবের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমারে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এই যে দাড়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিয়েছো?'

আমার চোখে পানি এসে গেল। একি অপমানের কথা। আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জায়গা নাই– সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর? ছিঃ ছিঃ।

শ্বশুর সাহেব বললেন, 'কথা বলো না কেন?'

আমি বললাম, 'আমারে অপমান কইরেন না। যত ছোটই হই আমি আপনার কন্যার স্বামী।'

শ্বশুর সাহেব বললেন, 'চুপ। চোর আবার ধর্মের কথা বলে।'

লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিল। সে বলল, 'এই বাড়ির ভাত সে মুখে দিবে না।'

আমার শাশুড়ি বললেন, 'ঢং করিস না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাইবি কই?'

দুই দিন দুই রাত গেল লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমারে বলে, 'তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়া চল। দরকার হইলে গাছতলায় নিয়া চল। এই বাড়ির ভাত আমি মুখে দিব না।'

আমি মাহবিপদে পড়লাম।

সারারাত আল্লাহরে ডাকলাম। ফজরের নামাজের শেষে আল্লাহপাকের দরবারে হাত উঠায়ে বললাম, 'হে মাবুদ! হে পাক পরোয়ারদিগার– তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাবো? আমার দুঃখের কথা কারে বলব? কে আছে আমার? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।'

আল্লাহপাক আমার প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালের আড়তে গিয়েছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন, 'এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

আমি বললাম, 'জি জনাব বলেন।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে ঐ বাড়িতে থাকবো। সপ্তাহে সপ্তাহে এইখানে আসবো। নেত্রকোনায় আমার বাড়ি আছে– তুমি কি এই বাড়িতে থাকতে পারবে? নেত্রকোনার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছো– তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু'জন মিলে থাকো।'

আমি বললাম, 'জনাব আমি অবশ্যই থাকবো।'

'তাহলে তুমি এক কাজ কর– আজকেই চলে আস। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাকো। দোতলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক।'

'জি আচ্ছা।'

'বাড়িটা শহর থেকে দূরে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দরোয়ান আছে। চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে। দারোয়ানের নাম–বলরাম, ভালো লোক।'

'জনাব আমি আজকেই উঠবো।'

সেইদিন বিকালেই সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলাম। বিরাট বাড়ি। বাড়ির নাম 'সরজুবালা হাউস।' হিন্দুবাড়ি ছিল। সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন।

আট ইঞ্চি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক ঘোলা। দোতলা পাকা দালান। বিরাট বড় বড় বারান্দা। দেয়ালের ভেতরে নানান জাতের গাছগাছড়া। দিনের বেলায় অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, 'বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা?'

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেলল। দুইদিন খাওয়া-দাওয়া না করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছোট ছোট, ঠোঁট কালচে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এই অবস্থতেই সে রান্নাবান্না করল। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত-ডাল পেঁপে ভাজা। খেতে অমৃতের মতো লাগল ভাই সাহেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসাব, তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প। মন ছিল অন্য রকম। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো এই দুনিয়াতে আল্লাহপাক আমার মতো সুখী মানুষ তৈরি করেন নাই। আনন্দে বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল ভাই সাহেব।

ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফা বলল, 'আমি যে মিথ্যা কথা বইলা আপনেরে বিবাহ করছি এই জন্যে কি আমার উপর রাগ করছেন?'

আমি বললাম, 'না লতিফা। আমার মতো সুখী মানুষ নাই।'

'যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কিনা দেখেন। বলেন দেখি–



Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?'

'পারলাম না লতিফা।'

'ভালোমতো চিন্তা কইরা বলেন। এইটা পারা দরকার। খুব দরকার–

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?'

'পারব না লতিফা। আমার বুদ্ধি কম।'

'এইটা হইলো সন্তানের নাড়ি কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা, এই ধাঁধাটা আপনেরে কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?'

'তুমি বল। আমার বিচার বুদ্ধি খুবই কম।'

'এইটা আপনেরে বললাম– কারণ আমার সন্তান হবে।'

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কী যে আনন্দ আমার হলো ভাই সাহেব। কী যে আনন্দ।

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসল।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না। ঘুমুচ্ছি। লতিফা আমারে ডেকে তুলল। বলল, 'আমার খুব ভয় লাগতেছে। একটু উঠেন তো।'

আমি উঠলাম। ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালায়ে শুয়েছিলাম। বাতাসে নিভে গেছে। হারিকেন জ্বালালাম।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'ছাদের বারান্দায় কে যেন হাঁটে।'

আমি শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বলল, 'আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না। অনেকবার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া হাঁটে। জুতার শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।'

'বোধহয় দারোয়ান।'

'না দারোয়ান না। অন্য কেউ?'

'বললাম না– জুতার শব্দ। দারোয়ান কি জুতা পরে?'

'তুমি থাকো। আমি খোঁজ নিয়া আসি?'

'না, না। এইখানে একা থাকলে আমি মরে যাবো।'

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরো বাড়ল। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমায়ে পড়ল। তখন আমি নিজেই শব্দা শুনলাম। ঝনঝন শব্দ। জুতার শব্দ না। অন্যরকম শব্দ। ঝন-ঝন-ঝন-ঝন।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লাম।

তিনবার আয়াতুল কুরসি পড়ে হাত তালি দিলে– সেই হাত তালির শব্দ যতদূর যায় ততদূর কোনো জ্বীন ভূত আসে না। হাত তালি দেয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল, তবে পুরাপুরি গেল না। আমি সারারাত জেগে কাটালাম।

ভোরবেলা সব স্বাভাবিক।

রাতে যে এত ভয় পেয়েছিলাম মনেই রইল না। লতিফার গায়েও জ্বর নেই। সে ঘর-দোয়ার গুছাতে শুরু করল। একতলার সর্বদক্ষিণের দু'টা ঘর আমরা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসল। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে। আর ফিরে যায় নি। এখন পুরোপুরি বাঙালি। বাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে মরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাংকের দারোয়ান। ছেলে বিয়ে-শাদি করেছে। বাবার কোনো খোঁজখবর করে না।

বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময়ে লফিতার ভাব। বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করল। আমি নিশ্চিত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকনো। আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

'ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা লম্বা, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার সারা শরীরে বড় বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলো অসম্ভব ছোট ছোট, দেখাই যায় না। এরকম। হাতের থাবাগুলিও খুব ছোট। বাচ্চা ছেলেদের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে বলল, এই ভয় পাস কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না? তুই বিয়ে করেছিস আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ– তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিব। এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসল। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। তারপর থেকে এইখানে বসে আছি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, 'স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। কত খারাপ খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচে' বেশি খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতী মেয়েছেলে। তাদের মনে থাকে মৃত্যুভয়।'

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম। সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগল। রান্না করল। আমরা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বলল, 'এই বাড়িতে একটা দোষ আছে সেইটা কি আপনি জানেন?'

'কী দোষ?'

'এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে। সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট মেয়ে কুয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিল। কুয়াটা দোষী।'

'কী যে তুমি বল। কুয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে।'

'তা না, কুয়াটা আসলেই দোষী।'

'কে বলেছে?'

'বলরাম বলেছে। কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয়। মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঝনঝন শব্দ শোনো নাই?'

আমি মিথ্যা করে বললাম,'না।'

'আমি কিন্তু শুনেছি।'

আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেবো।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় লক্ষ করলাম লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন ঝিম মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাঙল। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। লতিফা বলল, 'হারিকেন আপনাআপনি নিভে গেছে। আমার বড় ভয় লাগতেছে।'

আমি হারিকেন জ্বালালাম। আর তখনি ঝনঝন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েকবার।

লতিফা ফিসফিস করে বলল, 'শব্দ শুনলেন?'

আমি জবাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

যতই দিন যেতে লাগল লতিফার অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। রোজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয়– বাচ্চা হওয়ার সাতদিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজি হলো না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তার জন্যে তাবিচ-কবচের ব্যবস্থা করলাম, বাড়ি বন্ধনের ব্যবস্থা করলাম। আমি দরিদ্র মানুষ। তবু একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সঙ্গে থাকে।

কিছুতেই কিছু হলো না।

এক সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি– লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। বেণী করে চুল বেঁধেছে। বেণীতে চার-পাঁচটা জবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেয়েটা। তারা দু'জন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেখেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে লতিফা?' লতিফা হাসি থামাল এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পুরুষের গলায় বলল, 'মৌলানা আসছে। মৌলানারে অজুর পানি দেও। নামাজের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দাও। টুপি দেও, তসবি দেও।'

আমি বললাম, 'এই রকম করতেছ কেন লতিফা?'

লতিফা আবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে বলল, 'ওমা, মেয়েছেলের সঙ্গে দেখি মৌলানা কথা বলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মৌলানার লজ্জা নাই।'

আমি আয়তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিৎকার করে বলল, 'চুপ কর। আমার নাম কফিল। তোর মতো মৌলানা আমি দশটা হজম কইরা রাখছি। গোটা কোরান শরীফ আমার মুখস্থ। আমার সঙ্গে পাল্লা দিবি? আয়, পাল্লা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি... হি-হি-হি। ভয় পাইছস? ভয় পাওনেরই কথা। বেশি ভয় পাওনের দরকার নেই। তোরে আমি কিছু বলব না। তোর বাচ্চাটারে শেষ করবো। তুই মৌলানা মানুষ, তুই বাচ্চা দিয়া কি করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লাহরে ডাকবি। পুলাপান না থাকাই তোর জন্যে ভালো। হি-হি-হি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

একটা ভয়ংকর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফা ঘরের কাজকর্ম করছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম। কখনো ভালো, কখনো মন্দ।

লতিফা যখন আট মাসের পোয়াতী তখন আমি হাতেপায়ে ধরে আমার শাশুড়িকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা খানিকটা শান্ত হলো। তবে আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হলো না। চমকে চমকে উঠে। রাতে ঘুমাতে পারে না। ছটফট করে। মাঝে-মাঝে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চাপা গলায় বলে, দেরি নাই, আর দেরি নাই। পুত্রসন্তান আসতেছে। সার্তদিনের মধ্যে নিয়ে যাবো। কান্দাকাটি যা করার কইরা নেও। ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কি করবো কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা সন্তান হলো। কী সুন্দর যে ছেলেটা হলো ভাই সাহেব, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। টানা-টানা চোখ। আমি একশ' রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম। আমার মনের অস্থিরতা কমল না।

আঁতুর ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ি আর আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোন। পালা করে কেউ না কেউ সারারাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নাই। সন্তানের মা। সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল করে রাখে। এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করে না। আমার শাশুড়ি যখন বাচ্চা কোলে নেন তখনো লতিফা বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ছয় দিনের দিন কি হলো শুনুন।

ঘোর বর্ষা। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এরকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বলল, 'আইজ রাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন জানি লাগতেছে।'

আমি বললাম, 'কেমন লাগতেছে?'

'জানি না। একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে।'

'তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকো। আমি সারা রাইত জাগনা থাকবো।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আপনে একটু বলরামরেও খবর দেন। সেও যেন জাগনা থাকে।'

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি একমনে আল্লাহপাকেরে ডাকতেছি। জীবন দেয়ার মালিক তিনি। জীবন নেয়ার মালিকও তিনি।

রাত তখন কত আমি জানি না ভাই সাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লফিতার চিৎকারে ঘুম ভাঙল। সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল। আমার বাচ্চা কই। দুইটা হারিকেন জ্বালানো ছিল। দুইটাই নিভানো। পুরা বাড়ি অন্ধকার। কাঁপতে-কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম। দেখি, সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাশুড়ি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন।

লতিফা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেল কুয়ার দিকে।

কুয়ার উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিল। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিৎকার করে বলছে– আমার বাচ্চারে কুয়ার ভিতর ফালাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়ার ভিতরে। লতিফা লাফ দিয়া কুয়াতে নামতে চাইল। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। আমি বললাম, 'বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল?'

'জি।'

'আর দ্বিতীয় বাচ্চা। সেও কি এইভাবে মারা যায়?'

'জি না জনাব। আমার দ্বিতীয় বাচ্চা-সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।'

'সিদ্দিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?'

'জি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলের যন্ত্রণা কমে না। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে। জন্মের চারদিনের দিন...'

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, 'থাক ভাই আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আল্লাহপাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারব না। মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব। বড়ই খারাপ। আমি কতবার চিৎকার করে বলেছি। কফিল, তুমি আমারে মেরে ফেল। আমার সন্তানেরে মেরো না। এই সুন্দর দুনিয়া তারে দেখতে দাও।'

ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হলো। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরো কিছুদিন থেকে কালু খাঁ রহস্য বেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৩

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে– ইমাম সাহেবের এই গল্প তাঁকে বলা হলো না।

ঢাকায় ফেরার তিনদিনের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নানান কথাবার্তা হলো– এটা বাদ পড়ে গেল।

দু'মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন– ইমাম সাহেবের গল্প বলা হলো না। তিনি চলে যাবার পর মনে হলো– ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হলো না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে, এরপরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের কাছে ইমাম বলে একটা চিৎকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে 'ইমাম' বলে চিৎকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলোও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছি– আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিল। এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেয়েকে কড়া ধমক দিলাম। মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে– 'ইমাম' বলে চিৎকার করতে।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলি নি। যাও, এখন যাও তো।'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

আমি বললাম, 'তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। একজন ইমাম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না। মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলছি। সে এমন চিৎকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বাঁ কানে কিছু শুনতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'গল্পটা কী বলুন শুনি।'

'আজ থাক। আরেকদিন বলব। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মিসির আলি বললেন, 'আরেক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়ে বিদেয় হই।'

'চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন– 'ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না।'

আমি অবাক হলে বললাম, 'কেন?'

'আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে। সে কারণে অনেকদিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না। আপনার মনে থাকে না। আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো এবং মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা– মনে করে দেবার পরেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না। অজুহাত বের করেছেন– বলছেন লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না– এই গল্প আপনি আমাকে বলেন। আপনার সাব-কনসাস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে।'

'আমার সাব কনসাস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন?'

'আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারব। চা আসুক। চা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন।'

আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, 'আবার বলুন।'

'আবার কেন?'

'মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোঁক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলস-এ যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে। কথক তখন না বলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারি নি। দ্বিতীয়বারে বুঝতে পারব। শুরু করুন।'

আমি শুরু করলাম, 'বেশ সময় নিয়ে বললাম।'

মিসির আলি বললেন, 'কবে গিয়েছিলেন ধুন্দুলনাড়া? তারিখ মনে আছে?

আছে।'

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি। আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন ক'টা বাজে দেখুন তো।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি ঘড়ি দেখলাম, 'ন'টা বাজে।'

মিসির আলি বললেন, 'রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন রওনা হই।'

'সত্যি যেতে চান?'

'অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কীভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।'

'আমার অসুবিধা আছে। তবু যাবো। এখন বলুন তো জ্বীন কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করছেন?'

'না।'

'আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে?'

'তা তো বটেই।'

'কে খুন করেছে?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাব কনসাস মাইন্ড জানে। জানে বলেই সাব কনসাস মাইন্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিল।'

'আমি কিছুই জানি না।'

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার সাব কনসাস মাইন্ড জানে কিন্তু সে এটি আপনার কনসাস মাইন্ডকে জানায় নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।'

আমি বললাম, 'কে খুন করেছে?'

'লতিফা। দু'টি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।'

'কী বলছেন এসব?'

'চলুন রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করবো।'

মিসির আলি বললেন, 'লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কীভাবে জ্বীন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।'

পুরনো ধরনের মসজিদ, একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না। ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না। কারণ সাউন্ড ওয়েভ চলার জন্য মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন– 'লতিফা খুব চিৎকার করছে। তাই না?'

'জি।'

'অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চেঁচালেন, বাঁচাও, বাঁচাও, তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো। প্রথমত, ইমাম সাহেবের চিৎকার লফিতার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, শুনে থাকলেও লতিফা কি করে বুঝল আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন? আগুন, আগুন বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'প্রথম শিশুটি মারা গেল। শিশুটিকে ফেলা হলো কুয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে। কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে। অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে– এটা সে জানল কীভাবে? জানল, কারণ সে নিজেই ফেলেছে। এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে?'

'আপনাকে কি আরো যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরো ছোটখাটো যুক্তি আছে।'

'আর লাগবে না। শুধু বলুন– কুয়ার উপরের টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন? যে শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন।'

'কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারব না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝনঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না, কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ থাকে  রাত যতই গভীর হয় চারপাশ ততই নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।'

'আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম। এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ংকর কান্ড কেন করছে?'

'মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকর-বাবরা যে কাজ করে সে তাই করতো। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবারের সবার কাছে ছোট হয়। অপমানিত হয়। এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার মনোবিকার ঘটে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

পোয়াতী অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এদিক-ওদিক হয়। সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। কী ভয়াবহ অবস্থা।'

'মেয়েটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে– এটা কেন বলছেন?'

'ইমামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ নয়। পছন্দ নয় বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে– ইমাম আসছে। অজুর পানি দে, জায়নামাজ দে, কেবলা কোনদিকে বলে দে। এক ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।'

'মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন?'

'বড় ধরনের বিকারে এরকম হয়। সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরো কিছু থাকতে পারে। না দেখে বলতে পারব না।'

## ৪

ধুন্দুলনাড়া গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌছলাম। পৌছেই খবর পেলাম পাঁচদিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন। আমি বললাম, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। কফিল বলেছে, সাতদিনের মাথায় মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাই সাহেব। আল্লাহপাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।'

আমি বললাম, 'আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।'

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে। সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন। যা আমরা বুঝতে পারি না। উনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে। এই জন্যেই উনাকে এনেছি।'

'অবশ্যই আমি উনার কথা শুনব। অবশ্যই শুনব।'

ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল। তাদের সরিয়ে দেয়া হলো।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

মিসির আলি বললেন, 'আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভালো লাগবে না, তবু দয়া করে শুনুন।'

লতিফা চাপা গলায় বলল, 'আমার সাথে কী কথা?'

'আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভালো থাকে, সে জন্যেই আমার কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে।'

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'বলেন, কী বলবেন।'

মিসির আলি খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু কললেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা গোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতই শুনছে ততই তাঁর চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?'

লতিফা জবাব দিল না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল। কি সুন্দর শান্ত মুখ। চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, 'আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনার ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হবো। নৌকা ঠিক করা আছে।'

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, 'মিসির আলি সাহেব আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'হ্যাঁ' করেছে এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটবে। আমার ধারণা মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহই করছিল। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। চলুন রওনা দেয়া যাক। এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না।'

আমি বললাম, 'ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?'

'না। আমার কাজ শেষ। বাকিটা ওরা দেখবে।'

রওনা হবার আগে আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, 'লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মেহেরবানী করে একটু আসেন।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, 'লতিফা আপনি কি কিছু বলবেন?'

লতিফা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আল্লাহ আপনার ভালো করবে। আল্লাহ আপনার ভালো করবে।'

'আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর কোনোদিন হবে না।'

লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি যেন বলল।

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'জনাব কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ছুঁইয়া দেখতে চায়।'

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দু'হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

নৌকায় উঠছি।

ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগমুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, 'ভাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিব আল্লাহপাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরীফটা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি– মন শান্ত করি। আমি খুব খুশি হবো যদি কোরান মজিদটা আপনি নেন। আপনি নেবেন কিনা তা অবশ্য জানি না।'

মিসির আলি বললেন, 'অবশ্যই নেবো। খুব আনন্দের সঙ্গে নেব।'

'ভাই সাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাইবেন?'

মিসির আলি হাসি মুখে বললেন, 'হ্যাঁ যাবো। আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় নি। মাঝে-মাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই যাই।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটু অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্যি বলা যায়– জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয় নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার 'তুমি' বলা রপ্ত হয় নি। মুখ ফসে 'আপনি' বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে 'তুমি' বলাও অবিশ্য খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে 'আপনি' 'তুমি' কোননোটাই না বলে চালাতে, যেমন– 'তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে চা দেব? এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালানো যায় না, তার চেয়েও বড় কথা, মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

তুমি বলতে  কষ্ট হওয়াটা দেষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো, তাও পুরোপুরি সতেরো হয় নি। জুন মাসে হবে। এখনো দু'মাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরও বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া চেংড়া দেখালে ভালো লাগে না। তা ছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভালো। ভালো এবং বুদ্ধিমান। কম বয়েসি বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভালো।

বিয়ের রাতে নানান কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতঙ্কে অস্থির হয়েছে। ধক ধক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমতো ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, 'ভয় করছে? ভয়ের কী আছে বল তো?'

প্রিয়াংকার বুকের ধ্বধ্বকানি আরও বেড়ে গেল। সে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না। একবার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়ো।' বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরাপুরি কেটে গেল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা বেশ ভালো। বেশ ভালো। এ-রকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্য বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এ-কারণেই তাকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার, নয়তো সে পাগল হযে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধহয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে ওঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা' চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয় খুব অবাক হতো। প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, 'তোর কী হয়েছে রে? প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয় নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?'

'আমার কথা বাদ দে, তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙে কি অবস্থা! তুই কথাও তো কেমন অন্যরকমভাবে বলছিস।'

'কী রকমভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্যি-সত্যি কাশি হয়েছে, অন্য কিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন, 'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল্?'

'ঠিক করেই বলছি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো না। সারাক্ষণ গম্ভীর হলে রইলেন। চায়ের কাপে দু'টা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাই রে মা।' বলেই কোনোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই আমি এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামী প্রিয়াংকাকে দেখে আঁৎকে উঠলেন।। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, 'এক সপ্তাহ আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কি ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল তো?'

কি সমস্যা? প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'কোনো সমস্যা না।'

মামী কঠিন গলায় বললেন, 'তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?'

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামী। আমিই বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি ভয় পাই মামী।'

'কিসের ভয়?'

'কী যেন দেখি।'

'কী দেখিস?'

'নিজেও ঠিক জানি না কী দেখি।'

ভাসা-ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কী দেখিস?

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বলল মামী, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কী সব যেন দেখি।

সে কী দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কী দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?'

'কি যে তুমি বল মামী! আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

'রাতে কি তোরা একসঙ্গে ঘুমাস?'

'প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনী হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?'

'কী সব প্রশ্ন তুমি কর মামী।'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না, জাগিয়ে রাখে না।'

মামী অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সেই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দু'জনের কাছ থেকেও খবর বের করার চেষ্টা করা হলো।

'আচ্ছা মরিয়ম, তুমি কি ভয়-টয় পাও?'

'না। ভয় পামু ক্যা?'

'রাতে কিছু দেখো-টেখো না?'

'কী দেখমু?'

'আচ্ছা ঠিক আছে– যাও।'

প্রিয়াংকার মামী কোনো রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'মামী, তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহর কসম! বিষ খাবি। নয়তো ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।'

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, কারণ প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়'– এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটানো উচিত নয়।

জাভেদ এলো রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার মামী ফিরে গেলেন। তাঁর মেঘ কাটল না। হলো কী প্রিয়াংকার? সে কী দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কী হয়েছে। মামী চলে যাবার পর তার বুক ধ্বক ধ্বক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর মনে হচ্ছে বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজও তাই হলো। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যে তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথম বার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভালো হতো। তার মতো ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়ে। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। হ্যাঁ, আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে ওঠা-নামা করা ঠিক হচ্ছে না– হয়তো পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! প্রিয়াংকা ঘুমোয় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে, ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে পড়াশেনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক শেলফে কিছু বই, পুরনো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিল। টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে, তবুও ঘরটা অন্ধকার। স্যান্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাত বাড়াতে হলো। স্যান্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হলো।

ভারী অথবা মৃদু গলায় কেউ একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল, তবু প্রিয়াংকা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না– আর কোনো শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, 'কিছু বলবে?'

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেন্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ– না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে– ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে, চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'কী?'

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না।

জাভেদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, ঘুমাও। জেগে আছ কেন? বলতে বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাটো শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়ে সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ একজন বারান্দায় এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। এইসব কিছু কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়া-আসার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছে না।

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল– এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এর চেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ! কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, 'মরিয়ম!'

'জে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?'

'জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোনো মায়া নাই... মহব্বত নাই...'

'ঠিক আছে তুমি চুপ কর। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?'

'জে।'

'বাজার করে দিয়ে গেছেন?'

'জে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।

'আচ্ছা যাও, তুমি আমার জন্যে খুব ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আন।'

'নাস্তা খাইবেন না আম্মা?'

'না। তোমার স্যার নাস্তা করছে?'

'জে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দু'জন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজকর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালোমতোই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোনো কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে– গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভালো লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভালো লাগে না। কারণ প্রিয়াংকা জানে, পড়ে লাভ হবে না, সে পাস করতে পারবে না। কোনো একটা কলেজেই তাকে বি.এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়তো জাভেদের কলেজেই। যদি তাই হয়, তাহলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কী ডাকবে– স্যার?

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম?'

'স্যার দিয়ে গেছে।'

চিঠি না চিরকুট। জাভেদ লিখেছে– প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হলো। তৈরি হয়ে থেকো, আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মানুষটা ভালো। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত রকম অন্যায় দাবি থাকে– তাঁর তেমন কিছুই নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী, যার উপর ভরসা করা যায়।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে– সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়ে নি। দু'বছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামী যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন– এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ, তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করেছেন। মামী নিজে গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এ-রকম করে? আট-ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারশ' টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয় নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধানো ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল– যেমন হাসিমুখে বলল, 'ভাবীকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা।'

'বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেন নি তো?'

দু'সপ্তাহও হয় নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এরকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, 'ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না। দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়তো শরীর খারাপ করবে হা-হা-হা।'

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হলো। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনাআপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল– 'মরিয়ম ও মরিয়ম! মরিয়ম!'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাতে আবার ঐদিনের মতো হলো। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যান্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজেকে বুঝাল ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যান্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যান্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারন্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কী হবে উঁকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে। এমন কিছু রাত হয় নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকানপাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চারা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ানো মানুষটা বলল, 'প্রিয়াংকা, এক গ্লাস পানি দাও তো।'

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। তার পরনে জাভেদের মতোই লুঙ্গি, হাত কাটা গেঞ্জি। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ন।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এলো। কোনোমতে বিছানায় উঠল– ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা– এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর কোনো অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ, তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুমঘুম গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

সকালবেলা সত্যি-সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এ-রকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল।

মরিয়ম বলল, 'আফার শইল কি খারাপ?'

'না।'

'আফনের কিছু করণ লাগত না আফা। আফনে গিয়া হুইয়া থাকেন।'

'এই মাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম, এখন আবার কী শুয়ে থাকব?'

'চা বানাইয়া দেই?'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মতো চা খেত?'

'হ। তয় আফনের মতো চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হৈচৈ করত। গান-বাজনা করত।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'মারা গেলেন কীভাবে?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টাপাল্টা কথা কওয়া শুরু করল– কি জানি দেখে?'

প্রিয়াংকা শঙ্কিত গলায় বলল, 'কী দেখে?'

'দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল, একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কী বলছ তাও তো আমি বুঝাতে পারছি না।'

'পাগল মাইনষের কথার কী ঠিক আছে আফা? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়েমের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ তার কিছুই হয় নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল– ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল– 'এই–এই।'

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, 'কী?'

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, 'না কিছু না। তুমি ঘুমাও।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



Nirjoy

www.BanglaBook.org

## সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হলো। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, 'একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রামদেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।'

বিপদে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তো-বা বেড়াল চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয়নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হতো না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হতরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দু'টি পেট্রোল পাম্পে না কি আগুন লাগানো হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহরভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ্ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে– 'বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি?'

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরও চোখে পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে ফার্মেসি দেখা যায়। সেই সব ফার্মেসিতে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো ফার্মেসি খোলা নেই। দু'জন ডাক্তারের বাসায় গেলাম– একজন বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, 'মেডিক্যালে নিয়ে যান।'

মেডিক্যালেই নিয়ে যেতাম, তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয় একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনবোর্ডে লেখা– 'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'। গলায় কাঁটা ফোটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাটো মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হলো। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হাঁ করালেন। গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, 'মা-মণি, ব্যথা কমেছে?'

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, 'কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

'এখন বল তুমি কী খাবে। আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?'

'ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।'

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'ডাক্তারি যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবোই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবি করব সেটা কী করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন। এ হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?'

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটি ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি। তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটি ক্লিনিক ছিল সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধনী পরিবারের মা'রাই শুধু আসতেন। সুযোগ সুবিধা ভালো ছিল। পরিষ্কার-পরিছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি 'এ' ক্যাটাগরির, পাঁচটি 'বি' ক্যাটাগরির। 'এ' ক্যাটাগরির ঘরগুলোতে এয়ারকুলার বসানো ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রধান ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা। আমরা দু'জন সদ্য পাস করা ডাক্তার। অবশ্যি সব কাজ আমরা দু'জনই দেখতাম। যেহেতু ছোট ক্লিনিক, আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হলো। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকশানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই।'

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, 'তুমি তো বাচ্চা মেয়ে! তুমি পারবে? তুমি জান সব কিছু?'

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, 'আমি বাচ্চা নই। তা ছাড়া আমি একজন খুব ভালো ডাক্তার। আপানার কোনো ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।'

রোগিনী বললেন, 'ভাই, তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ কর নি তো?

না।'

'আমার এমন বদঅভ্যাস যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।'

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করবার জন্য ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল, খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধরনের কিছু মানুষ বিরক্ত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, 'আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভালো না। ইমার্জেন্সি হলে পেশেন্টটাকে আপনারা কী করবেন? এখানে কি অপারেট করার ব্যবস্থা আছে?'

'জি আছে।'

'আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে? ধরুন, হঠাৎ, যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, তখন? তখন কী করবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না?'

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশকিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করা। 'মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।'

রোগিনী ভর্তি হয়েছেন বিকেলে। রাত ন'টা বাজার আগেই স্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ। অনেকের হাতে উপহারের প্যাকেট– বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই না। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে



Nirjoy

www.BanglaBook.org

গেল। আমি বললাম, 'আপনারা কি শুরু করেছেন? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভিড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারি হোক, তখন আসবেন।'

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, 'সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন, চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়ির বউ?'

আমি বললাম, 'আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট– এটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব, তাকেও একইভাবে দেখা হবে।'

'আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক?'

'আমার কাছে এক?'

'জানো আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি?'

আমি শীতল গলায় বললাম, 'আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোনো ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে। তার আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেঁচামেচি করছেন।'

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে– 'স্কাউনড্রেল, লোফার' এইসব বলতে লাগলেন। একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হৈচৈ বেধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার উপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন, 'হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।'

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আগ্রহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি। অথচ তিনি...

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে চোখে পানি আসে না। কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, 'হাসনা, খুব কেলেংকারী হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোনো কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ-রকম যে দাঁড়াবে কল্পনা করি নি। এখন তুমি চল।'

আমি বললাম, 'স্যার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রোগীর আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।'

'বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।'

'এখানেই থাকবে?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এখানেই থাকবে এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারির সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোনো খোঁজখবর রাখ না। যদি রাখতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে এরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তুমি চল।'

'স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।'

'হাসনা, অন্য সবকিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?'

আমি শাল-গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রোগিনীর কাছে দু'জন। দু'জনের একজন রোগিনীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, 'রাগের মাথায় কী সব বলেছি কিছু মনে রেখো না মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

আমি বললাম, 'আমি কিছু মনে রাখি নি।'

'বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কী বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোন। ও খুব ভয় পেয়েছে।'

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।'

ভদ্রমহিলা দু'জন অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, 'ভাই, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'তার কি দরকার আছে?'

'আছে, তুমি লক কর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বসো।'

আমি তাই করলাম। কনট্রেকশানের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, 'ভাই, তোমার কি রাগ কমেছে?'

'হ্যাঁ কমেছে।'

'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল যে তোমার রাগ কমেছে।'

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, ' আমার রাগ কমেছে।'

'আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'আমি মোটেই রাগ করি নি।'

'আমি সবাইকে তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয় এবং খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।'

'কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং চুপ করে থাকো। বড় বড় করে নিশ্বাস নেও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেন্টা ভাঙতে শুরু করেছে।'

'আর কত দেরি?'

'এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা একুশ।'

'মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলো সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারি হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভালো।

মেয়েটি বলল, 'যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলি নি। তুমি বসো। উঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলি নি।'

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, 'ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।'

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কী বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো?

'আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।'

'কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।'

'তুমি এসব কী বলছ? ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হলো মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়তো কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?'

'না।'

'যা সত্যি তাই আমি বললাম।'

'তুমি জানলে কী করে ওরা বাচ্চাটিকে মেরে ফেলতে চায়?'

'আমাকে বলেছে।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'কে বলেছে?'

'আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।'

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পারিবারিক জীবনে খুব অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকে সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস কর নি, তাই না?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কী করে বলবে?'

'ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না, অসংখ্যবার বলেছে।'

'স্বপ্নে বলেছে!'

'হ্যাঁ, স্বপ্নে। গতকাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে– মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কী করি?'

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, 'প্রথমবার যেসব মেয়ে কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন– তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে– এইসব। এর কোনো মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকে বলেই এ-রকম স্বপ্ন দেখে।'

'আমি জানি, আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তাই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মতো নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।'

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, 'সত্যি তুমি তাই করবে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। কোরান শরীফ ছুঁয়ে বল, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কী বলছ?'

'তুমি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।'

'কোরান শরীফ এখানে পাব কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

রোগীকে শান্ত করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হলো। রোগী শান্ত হলো না। তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, 'আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।'

মেয়েটি সত্যি-সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সব কিছুই ঠিকঠাক মতো চলছিল।

রাত দু'টায় বাইরের দু'জন পুরুষ ডাক্তার এলেন। ডেলিভারির সময় এরা থাকবেন। এদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভালো ডাক্তার।

আমাদের রোগিনী নতুন ডাক্তার দু'জন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'এরা কারা? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।'

আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো– আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেন্ডের জন্যে নড়ব না। তা ছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মতো ডাক্তার কম আছে।'

'মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।'

'আমার মনে আছে।'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।'

'আমার মনে আছে।'

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্পবয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হলো। তবে যে কোনো কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, 'আপা, আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। অথচ ওর ধারণা...'

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, 'আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।'

'সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?'

'সব ঠিক আছে।'

'সিজারিয়ান লাগবে না?'



Nirjoy

www.BanglaBook.org

'না– নরম্যাল ডেলিভারি হবে। তা ছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।'

'তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?'

'হ্যাঁ।'

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছ বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, 'বাচ্চার পজিশন তো ঠিক নেই। মাথা উপরে দিকে। এতক্ষণ তোমরা কী মনিটর করছ?'

আমিও দেখলাম– তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষন আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনোই কারণ নেই। টকটকে লাল রঙের রক্ত– যা ধমনি থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল– রক্ত দেয়া শুরু হলো, কিন্তু এটা সমস্যার কোনো সমাধান নয়। মনে হলো রোগিনী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, 'সামথিং ইজ ভেরি রং। আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কী বলছেন?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল– হঠাৎ করে কনট্রেকশান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকশান সবচে' বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে?

রোগিনী ফিসফিস করে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।'

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভরির প্রস্তুতি নিলেন। আর তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে ওঠে– তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়– কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালানো হলো।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারি করালেন– যে জিনিসটি বেরিয়ে এলো আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা কিছু, যার দিকে তাকানো যায় না। এ আর যাই হোক মানবশিশু নয়। চেনা জানা পৃথিবীর সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতির শুঁড়ের মতো আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল– এই জিনিসটিরও দু'টি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দু'টি সুন্দর কাজল টানা।


Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, 'হোয়াই ইজ দিস?' ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের মতো ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রোগিনীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হতো।

ডাক্তার সেন বললেন, 'কিল ইট। এক্ষুনি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।'

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হয়ে এলো। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, 'অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।'

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে। আর সে এগুচ্ছে তার মা'র দিকে। আমরা দেখছি, সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মা'র খাটের দিকে যাচ্ছে– খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা'র কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, 'আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।'

আবার আগের মতো শব্দ হলো। জন্তুটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দু'টি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া-ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ংকর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসে নি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, 'এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে– এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোনো দ্বিধা আছে?'

আমরা সবাই বললাম– 'না, আমাদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই।'

ডাক্তার সেন বললেন, 'আপনারা কি মনে করেন এই জন্তুটি হত্যার আগে আত্মীয়-স্বজনদের মত নেয়া উচিত?'

আমরা বললাম– 'না, আমরা তাও মনে করি না।'

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ! কী আছে ঐ চোখে? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা? জন্তুটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেমে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।



Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মতো গলায় ডাকল– 'মা! মা!'

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুণ চোখে একদল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই ঘটনার কি কোনো ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?'

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন– 'আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি শিশুর জন্ম বৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয় এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মাকে কয়েকবার ডাকে।'

আপনার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই?

'না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, প্রকৃতি ইবোলিউশন প্রক্রিয়ায় হয়তো নতুন কোনো প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাঁধা দিচ্ছি।'

'আপনার ধারণা এ-রকম ঘটনা আরও ঘটবে?'

'হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন, তার একটিই ব্যাখ্যা– প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোটেকশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও কোনো ভালো প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?'

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একইসঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি ও অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়!

---



Nirjoy